নাছরোল-মোজতাহেদিন
বা
মাছায়েল খণ্ড।

---o---

প্রথম ভাগ।

২৪ পরগণা, টাকী—নারায়ণপুর নিবাসী খাদেমোল ইসলাম
মোহাম্মদ রুহল আমিন কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

---o---

বঙ্গের তাপসকুল-রত্ন সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মওলানা শাহ্ সুফী
মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব কর্ত্তৃক
অনুমোদিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১৫৭ নং কড়েয়া রোড্,
রেয়াজুল-ইস্লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২২ সাল।

 মূল্য ৷৹ বার আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

—o—

এই পুস্তকের প্রত্যেক স্থলে আরবী ও পার্সীর অবিকল অনুবাদ করিয়া তৎপরে উহার ভাবার্থ লিখিতে গেলে পুস্তকের আকার অনেক বৃদ্ধি হইবে এবং ব্যয় বেশী পড়িবে, এই আশঙ্কায় অনেক স্থলে অবিকল অনুবাদ না করিয়া মূলার্থ লিখিত হইয়াছে।

অনেক স্থলে আরবী জের জবরের বা অন্যান্য ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে, তাহার কতকাংশ ভ্রম-সংশোধন পত্রে সংশোধন করা হইয়াছে। যে সমস্ত স্থলে প্রশ্ন, উত্তর বা দলীলের তর্ক লিখিত হইয়াছে, উহা সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা কঠিন হইতে পারে, তাহারা তৎসমস্ত স্থলে কোনও উপযুক্ত হানিফি আলেমের সাহায্য গ্রহণে বুঝিতে পারিবেন, অন্ততঃ পক্ষে তাহারা মূল দলিলগুলি পড়িয়া লইলে যথেষ্ট হইবে। মাছায়েল খণ্ড আকারে বড় হওয়ায় আপাততঃ উহা তিন ভাগে বাহির করা হইল, যিনি হানিফি ও মোহাম্মদিদের সমস্ত বিরোধ জনক (এখ্‌তেলাফি) মস্‌লার তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি উহার প্রত্যেক খণ্ড পাঠ করুন। সময়ের অল্পতা ও নিজের ব্যস্ততা প্রযুক্ত পুস্তকের ভাষায় অনেক দোষ রহিয়া গিয়াছে, যাহা দ্বিতীয় সংস্করণ ব্যতীত সংশোধনের উপায়ান্তর নাই। আশা করি, সহৃদয় পাঠকগণ, পুস্তকের ভাষার দোষ গুণ বিচার না করিয়া, উহার মর্ম্ম অবগত হইয়া, এই খাদেমোল-ইস্‌লামকে চরিতার্থ করিবেন।

খাদেমোল-ইস্‌লাম—

রুহুল আমিন।

সূচীপত্র।

—০—

ভ্রম-সংশোধন।

—o—

পৃষ্ঠা।	ছত্র।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৪	১৪	নাছরোর	নাছবোর
৮	১৭	দিবে না	দিব না
১০	১১	শায়বা	আবি শায়বা
১৩	১৬	প্রথম-৮৯	চতুর্থ-৫৬
”	১৮	কিন্তু	কিন্তু প্রথম খণ্ডের
৪৫	২২	প্রথম—৪	দ্বিতীয়—৪০
৫৩	২০	রাছু	ছুরা
৫৭	১	কিস্তু	কিন্তু
”	২২	খালখোল	খালফাল
৬৭	১৬	করিয়াছেন।	করিয়াছেন। এইরূপ সরকার ছাহেবও লিখিয়াছেন।
৮১	২৫	হোজুরা	হোজর
৯৭	২০	(রা)	(রা) বর্ণিত
১০৪	১৪	হামেদা	হাম্‌দো
১০৯	৭	উচ্চ	উক্ত হাদিছে উচ্চ
১১১	৭	তেরমজি	তেরমজির
১১৫	২২	বিন	নবি

---

* غلط نامه *

صحيح	غلط	سطر	صفحه
العلم	العم	২০	৩০
المعول	المعزل	২৬	”

صفحة	سطر	غلط	صحيح
৩৫	৬	صحة - المذهب	صحيحة - المذهب
৪০	১৮	فيهري	فيجري
৪২	৪	يبقى	يبقى
৪৭	১১	حلف	خلف
৫৪	৭	الحدة	الحديث
৭৪	৯	واحفى	واخفى
৭৭	৫	بآميسن	بآمين
১০৭	১৮	بالبسلة	بالبسملة
১১০	৬	المذهب	المذهب
১১২	১০	يصعهما	يضعهما
১৩৯	১	تقدير	تقديم
১৪৩	১১	يقرأ	يقرأ
১৫৩	৪	بختارون	يختارون
১৫৯	৭	اليسرى	اليسرى
১৯৪	২৬	المير	الميزر
২০০	৯	اصحابى	و اصحابى
৪১	২৪	فرك	ترك
৪৪	২০	بعصكم	بعضكم
৬৩	১০	اثارع العرآن	اثارع القرآن
১০৭	১৪	كذا	لذا
১৪৮	৯	هذه	هذه
"	১২	تطمئن	تطمئن الخ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على محمد
و آله و صحبه اجمعين

نصر المجتهدين

নাছরোল-মোজতাহেদিন

বা

মাছায়েল খণ্ড।

মজহাব অমান্যকারী মোহাম্মদী মৌলবী সাহেবগণ দুই খণ্ড মাছায়েলে-জরুরিয়া, বোরহানোল-হক, ছেরাজুল-ইস্‌লাম ও হেদায়েতল মোকাল্লেদীন ইত্যাদি গ্রন্থে কতকগুলি হাদিছ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, হানিফিগণ এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পাঠ, উচ্চৈঃস্বরে আমিন পাঠ এবং রফাইয়া দাএন করেন না ; এইরূপ বহু মসলায় তাঁহারা কোরাণ ও হাদিছ ত্যাগ করিয়া বিনা দলীলে এমাম আবু হানিফার (রঃ) কেয়াছি মত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাজেই মোহাম্মদিদের এইরূপ অমূলক ধারণা ও অসঙ্গত উক্তির প্রকৃত প্রতিবাদ প্রকাশ করা আবশ্যক বুঝিয়া, এই মাছায়েল খণ্ড লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি, নিরপেক্ষ পাঠক এই পুস্তকের আদ্যন্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, হানিফি মজহাবের মস্‌লাগুলি সমস্তই কোরাণ ও হাদিছ-সঙ্গত এবং মোহাম্মদিদের দাবিগুলি অমূলক কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রফাইয়াদাএন (১) মনছুখ হইবার দলীল।

—o—

১ম দলীল, সহি মোস্‌লেম ১ম খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা :—

عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلوة

"জাবের বেনে ছোমরা বলেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) আমাদের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, তোমরা কি জন্য দুরন্ত ঘোটকের লেজের ন্যায় হস্ত উঠাইতেছ ? নামাজের মধ্যে স্থির হইয়া থাক।"

২য় দলীল, মোসনদে আবি দায়বা ;—

عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلعم و نحن رافعوا ايدينا في الصلوة فقال ما بال رافعي ايديهم في الصلوة كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلوة

জাবের বেনে ছোমরা বলেন, আমরা নামাজের মধ্যে দুই হস্ত উঠাইতে ছিলাম, এমতাবস্থায় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) আমাদের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, তোমরা কি জন্য উদ্ধত ঘোড়ার লেজের ন্যায় রফাইয়াদাএন করিতেছ ? নামাজে স্থির হইয়া থাক।"

---

(১) নামাজে দুই হাত উঠানকে "রফাইয়াদাএন" বলে।

পাঠক, নূতন ইসলামে তকবির বলিবার, রুকু যাইবার, রুকু হইতে উঠিবার, দ্বিতীয় রাকয়াত হইতে উঠিবার, ছেজদা যাইবার, ছেজদা হইতে উঠিবার এবং ছালাম করিবার সময় দুই হাত উঠান হইত, কিন্তু তকবির বলিবার ও ছালাম করিবার সময়ের রফাকে (হাত উঠানকে) নামাজের বাহিরের রফা ধরিতে হইবে এবং অবশিষ্ট কয়েক স্থানের রফাকে নামাজের মধ্যবর্ত্তী রফা বলিতে হইবে। উপরোক্ত দুইটি হাদিছে নামাজের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত রফা মনছুখ হইয়াছে। আর ছালামের সময়ের রফা তৃতীয় দলীল দ্বারা মনছুখ হইয়াছে। কেবল প্রথম তকবির কালীন রফা স্থির সাব্যস্ত রহিয়াছে।

৩য় দলীল,—

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلعم فَكُنَّا اِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِاَيْدِيْنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ اِلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلعم وَقَالَ مَا شَانُكُمْ تُشِيْرُوْنَ بِاَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اِذَا سَلَّمَ اَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ اِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُوْمِئُ بِيَدِهِ

"জাবের বেনে ছোমরা বলিয়াছেন,—আমি (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) সহিত নামাজ পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আমরা যে সময় ছালাম করিতাম, সে সময় হাতের ইশারা করিয়া 'আচ্ছালামো আলায়কুম' 'আচ্ছালামো আলায়কুম' বলিতাম। (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় হাতের ইশারা করিতেছ? যে সময় কেহ ছালাম করিতে চাহে,

সেই সময় আপন সঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, কিন্তু হাতের ইশারা করিবে না।"

পাঠক, এই হাদিছে ছালাম কালীন রফা মনছুখ হইল।

প্রশ্ন।

এমাম বোখারি "রফ্য়োল-ইয়াদাএন" নামক পুস্তকের ১৫।১৬ পৃঃ ও ইউছফ উদ্দিন সরকার "হেদায়েতল-মোকাল্লেদীন' নামক পুস্তকের ৮৪।৮৫ পৃঃ লিখিয়াছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিছ ছালাম কালীন রফা মনছুখ হইবার জন্য উত্তীর্ণ হইয়াছে, উহাতে নামাজের মধ্যবর্ত্তী রফা মনছুখ হইতে পারে না। সেই হেতু এমাম মোছলেম ও আবু দাউদ উপরোক্ত হাদিছ দ্বয়কে ছালামের অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তৃতীয় হাদিছটি উপরোক্ত দুইটি হাদিছের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

উত্তর।

নাছরোর রায়াহ্ কেতাবে বর্ণিত আছে, উভয় ঘটনা এক হইতে পারে না; প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিছ নামাজের মধ্যবর্ত্তী রফা মনছুখ হইবার জন্য উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তৃতীয় হাদিছটী ছালাম কালীন রফা মনছুখ হইবার জন্য উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিছে আছে, ছাহাবাগণ নামাজ পড়িতে ছিলেন, এমন সময় (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) আগমন করিয়াছিলেন। তৃতীয় হাদিছে আছে, ছাহাবাগণ (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) সঙ্গে নামাজ পড়িতে ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিছে আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিলেন, তোমরা কি জন্য হাত উঠাইতেছ? তৃতীয় হাদিছে আছে, তিনি বলিলেন, তোমরা কি জন্য হাতের ইশারা করিতেছ? প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিছে আছে, ছাহাবাগণ নামাজের মধ্যে হাত উঠাইতেছিলেন; তৃতীয় হাদিছে

আছে, তাঁহারা ছালামের সময় হাতের ইশারা করিতেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিছে আছে, তোমরা নামাজের মধ্যে স্থির হইয়া থাক (রফা করিও না)। তৃতীয় হাদিছে আছে, ছালামের সময় স্থির হইয়া থাক (হাতের ইশারা করিও না)। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিছের উত্তীর্ণ স্থল পৃথক্ এবং তৃতীয় হাদিছের উত্তীর্ণ স্থল পৃথক্। তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিছকে গড়িয়া পিটিয়া ছালাম কালীন রফা মনছুখ হইবার দলিল বলা, হাদিছের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহাতে নিশ্চয় নামাজের মধ্যবর্ত্তী রফা মনছুখ হইয়াছে। এস্থলে এমাম বোখারির কেয়াছি মতের তকলিদ করা আবশ্যক নহে। এমাম মোছলেম ও আবু দাউদ নামাজের মধ্যবর্ত্তী রফা মনছুখ হইবার হাদিছকে ছালামের অধ্যায়ে বর্ণনা করিলেই যে হাদিছের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন পাইবে, ইহা কোন কথা নহে। আরও এক হাদিছকে অন্য অধ্যায়ে বর্ণনা করা হাদিছজ্ঞ বিদ্বান্‌দের নিকট স্বতঃসিদ্ধ। যিনি হাদিছ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি ইহা স্পষ্টভাবে অবগত আছেন।

৪র্থ দলীল :—

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَلَا اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِيْ اَوَّلِ مَرَّةٍ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَبِهٖ يَقُوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم وَالتَّابِعِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ

ছাহাবা হজরত আবদুল্লা বেনে মছউদ বলিয়াছেন, আমি তোমা-দের সহিত কি (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) নামাজ পড়িব না? (অবশ্য পড়িব); তৎপরে তিনি নামাজ পড়িলেন, উহাতে তিনি কেবল প্রথম বারে হাত উঠাইয়া ছিলেন। এমাম তেরমজি বলেন, ছাহাবা হজরত বারা বেনে আজেবও রফাইয়াদাএন মনছুখ হইবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত এবনে মছউদ বর্ণিত হাদিছটী 'হাছান' (১) এবং বহু সংখ্যক ছাহাবা (২) ও তাবিয়ি (৩) বিদ্বান, রফা ইয়াদাএন মনছুখ বলিয়াছেন। ইহা এমাম ছুফিয়ান ও কুফাবাসী বিদ্বানদের মত।

প্রশ্ন।

হেদাএতল-মোকাল্লেদীন, তনবিরোল-আএনাএন ইত্যাদি কেতাবে আছে যে, আবদুল্লা বেনে মোবারক বলিয়াছেন, উপরোক্ত এবনে মছউদের হাদিছটী আমার নিকট ছহি সাব্যস্ত হয় নাই। আবু দাউদ বলিয়াছেন, এই হাদিছটী ছহি, কিন্তু উহার এই মর্ম্ম ছহি নহে যে, তিনি কেবল নামাজ আরম্ভ কালে রফা করিতেন এবং রুকু যাইবার সময় ও রুকু হইতে উঠিবার সময় রফা করিতেন না; বরং উহার ছহি মর্ম্ম এই যে, তিনি কেবল প্রথম রেকাতে নামাজ আরম্ভ কালে রফা করিতেন; কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রেকাত আরম্ভ কালে রফা করিতেন না; অতএব এই হাদিছে

---

(১) ছহি হাদিছের দ্বিতীয় প্রকারকে "হাছান" হাদিস বলে। এজন্য হাছান হাদিস ইসলাম জগতে দলীল বলিয়া গণ্য। (২) যাঁহারা ঈমান সহ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ছাহাবা বলা হয়। (৩) যাঁহারা ছাহাবা গণকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাবিয়ী বলে। ঐরূপ যাঁহারা তাবিয়ি গণকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাবা-তাবিয়ী বলে।

অন্যান্য সময়ের রফা মনছুখ হইতে পারে না। আরও ঐ হাদিছের দুই জন রাবি আছেম বেনে কোলাএব ও আবদুর রহমান বেনে আছওয়াদ জইফ্। আবদুর রহমান আলকামার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।

উত্তর।

ফতহোল-কদিরে বর্ণিত আছে ঃ—

আবদুল্লা বেনে মছউদের হাদিছটী কয়েক ছনদে বর্ণিত হইয়াছে, এমাম তেরমজি উহাকে হাছান বলিয়াছেন। এমাম খাত্তাবি বলেন, তেরমজির হাছান হাদিছও ছহি; তাহা হইলে এই হাদিছটীও ছহি সুনিশ্চিত। এবনে হাজ্‌ম বলেন, এবনে মছউদের হাদিছটী নিশ্চয় ছহি। এবনে মোবারক নিজে এবনে মছউদের যে ছনদটী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই ছহি নহে; কিন্তু এবনে হাজ্‌ম, নেছায়ী দারকুতনি, এবনে আবি শায়বা, এবনে আদি ও তেরমজি যে ছনদ গুলি বর্ণনা করিয়াছেন, উহা নিশ্চয় ছহি। এমাম তেরমজি ছহি গ্রন্থে এবনে মোবারকের মত বাতীল করিয়া এবনে মছউদের হাদিছটী হাছান বলিয়াছেন। এমাম এহিয়া বেনে মঈন ও এমাম নেছায়ী আছেম বেনে কোলায়বকে বিশ্বাস-ভাজন বলিয়াছেন; এমাম মোছলেম নিজ ছহি গ্রন্থে অনেক স্থলে আছেমের হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এব্‌নে হাব্বান আবদুর রহমানকে বিশ্বাস-ভাজন বলিয়াছেন। এবনে হাম্মাম খতিব প্রভৃতি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান আলকামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। যাহারা তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করেন, তাহাদের কথা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। আল্লামা বাহ্‌রুল উলুম "আরকান-আরবায়া"তে লিখিয়াছেন ;—

و علم ايضا ان حديث عدم الرفع برواية ابن مسعود صحيح

بلا شك و بالجملة القول بان حديث عدم الرفع لم يثبت قول لا يخلو عن تعصب و انكار امر ثابت

এবনে মছউদ রফাইয়াদাএন মনছুখ হইবার যে হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, উহা নিশ্চয় ছহি। এই হাদিছকে গর ছহি বলা হিংসা ও প্রকৃত বিষয়কে অস্বীকার করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এমাম আবু দাউদ উক্ত হাদিছকে ছহি বলিয়াছেন, কিন্তু গড়িয়া পিটিয়া একটী অযথা মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম তেরমজি, নেছায়ী, তাহাবি, দারকুৎনি, এবনে আদি ও এবনে হাজ্‌ম উক্ত হাদিছ হইতে রুকু যাইবার ও রুকু হইতে উঠিবার রফাকে মনছুখ হওয়া স্বীকার করিয়াছেন। বরং বহু সংখ্যক ছাহাবা উক্ত হাদিছের জন্য রফা এয়াদাএন ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলে এমাম আবু দাউদের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা কিরূপে গ্রাহ্য হইবে ?

৫ম দলীল, ছহি নেছায়ী ১৫৮ পৃঃ—

تَرْكُ ذٰلِكَ – عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ

"এবনে মছউদ বলিয়াছেন ঃ—আমি কি তোমাদিগকে (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) নামাজের সংবাদ দিবে না ? রাবি বলেন, তৎপরে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম বারে হাত উঠাইলেন, তৎপরে আর হাত উঠান নাই। এই হাদিছ দ্বারা রুকু যাইবার সময়ের রফা মনছুখ হইয়াছে।"

قال العلامة الهاشم المدنى ان اسناد النسائى على شرط الشيخين

আল্লামা হাশেম মাদানি বলিয়াছেন, এই হাদিছটী বোখারি ও মোছলেমের শর্ত্তানুযায়ী ছহি।

৬ষ্ঠ দলীল, ছহি নেছায়ী ১৬১ পৃঃ—

اَلرُّخْصَةُ فِيْ تَرْكِ ذٰلِكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ قَالَ اَلَا

اُصَلِّيْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً وَّاحِدَةً

"আবদুল্লা বেনে মছউদ বলিয়াছেন, আমি তোমাদের সহিত কি (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) নামাজ পড়িব না? তৎপরে তিনি নামাজ পড়িলেন, কিন্তু তিনি (উক্ত নামাজে) একবার ভিন্ন আর হাত উঠান নাই। এই হাদিছ দ্বারা রুকু হইতে উঠিবার সময়ের রফা পরিত্যক্ত হইতেছে।"

৭ম দলীল ঃ—এমাম তাহাবি তিন ছনদে এবং আবু বকর বেনে আবি শায়বা এক ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ

يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا

"ছাহাবা হজরত বারা বেনে আজেব বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবী করিম (ছাঃ) যে সময় নামাজ আরম্ভ করিতেন, দুই হাত উঠাইতেন, তৎপরে আর হাত উঠাইতেন না।"

৮ম দলিল,—দারকুতনি, তাহাবি, এবনে আদি ও এবনে আবি শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন;—

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلعم وَاَبِيْ

بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ اِلَّا عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

"আবদুল্লা বেনে মছউদ বলিয়াছেন, আমি (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) আবু বকর (রাঃ) ও ওমারের (রাঃ) পশ্চাতে

নামাজ পড়িয়াছি, কিন্তু তাঁহারা নামাজ আরম্ভ ভিন্ন অন্য সময় হাত উঠাইতেন না।" এই হাদিছটী প্রথমোক্ত হাদিছ গুলির সহায়তায় হাছান হইয়াছে। শেখ এমাম তকিউদ্দিন এব্নে-আদি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এমাম ইস্‌হাক বেনে ইস্রায়েল এই হাদিছের রাবি মোহাম্মদ বেনে জাবেরকে অন্যান্য বিশ্বাস ভাজন রাবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিতেন। এমাম আইউব, এবনে আওফ, হেশাম, ছওরি, সোবা ও এবনে ওয়ায়না প্রভৃতি হাদিছজ্ঞ এমামগণ তাঁহার হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন। যদি মোহাম্মদ বেনে জাবের উচ্চ ধরণের বিশ্বাস ভাজন আলেম না হইতেন, তবে তাঁহারা উক্ত ব্যক্তির হাদিছ গ্রহণ করিতেন না।

৯ম দলিল,—এমাম মোহাম্মদ, তাহাবি ও এবনে শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ

"আছেম তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আবু তালেবের পুত্র হজরত আলি (রাঃ) কে ফরজ নামাজের প্রথম তকবিরের সময় হাত উঠাইতে দেখিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্য সময় তিনি হাত উঠাইতেন না।" এই হাদিছের আছেম নামক রাবি বিশ্বাস ভাজন ছিলেন, যথা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে।

১০ম দলীল ;—এমাম তাহাবি, বয়হকি ও এবনে আবি শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رض رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ۰

এমাম এবরাহিম বলিয়াছেন, আমি হজরত ওমর (রাঃ) কে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি প্রথম তকবির পাঠ কালে দুই হাত উঠাইতেন, তৎপরে আর হাত উঠাইতেন না।

১১শ দলীল ;—এমাম বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَجَعَلْتُ اَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ كُلِّ رَفْعٍ وَّ خَفْضٍ قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ رَأَيْتُكَ تَرْفَعُ فِىْ رَفْعٍ وَّ خَفْضٍ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ فِىْ شَيْءٍ حَتّٰى فَرَغَ

"এহিয়ার পুত্র মোহাম্মদ বলেন, আমি আবদুল্লা বেনে জোবায়রের পার্শ্বে নামাজ পড়িতে ছিলাম, উহাতে আমি রুকু ও ছেজদায় যাইবার এবং রুকু ও ছেজদা হইতে উঠিবার সময় দুই হাত উঠাইতাম, সেই জন্য আবদুল্লা বেনে জোবায়ের বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমাকে উভয় সময় রফা করিতে দেখিতেছি, কিন্তু (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) নামাজ আরম্ভ কালে রফা করিতেন, এতদ্ভিন্ন নামাজ শেষ পর্য্যন্ত কোন স্থানে রফা করিতেন না।"

১২শ দলীল ;—বয়হকি ও তাহাবি ছহি ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

رَأَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ وَ الشَّعْبِىَّ يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ

"এমাম এবরাহিম ও শাবি নামাজ আরম্ভ কালে এক বার মাত্র রফা করিতেন।"

১৩শ দলীল ;—মোয়াত্তায় মোহাম্মদ

عَنْ حَمَّادٍ قَالَ لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلٰوةِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى

"এমাম হাম্মাদ বলেন, নামাজের প্রথম তকবির ভিন্ন অন্য সময়ে রফা করিও না।"

১৪শ দলীল ;—ছহি আবু দাউদ

عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

"ছাহাবা বারা বলেন ;—

নিশ্চয় হজরত নবি করিম (ছাঃ) যে সময় নামাজ আরম্ভ করিতেন, তাঁহার দুই কর্ণের নিকট পর্য্যন্ত দুই হাত উঠাইতেন, তৎপরে আর হাত উঠাইতেন না।"

তন্‌বিরোল-আএনায়েন ও রফয়োল-ইয়াদাএন কেতাবে আছে যে, এই হাদিছে ثُمَّ لَا يَعُوْدُ (তৎপরে আর হাত উঠাইতেন না) এই শব্দটী ছহি নহে, কেন না এজিদ হইতে তাঁহার শিষ্য শরিক কেবল এই শব্দটী বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য শিষ্য হোশায়েম, খালেদ ও এব্‌নে ইদরিছ ঐ শব্দটী বর্ণনা করেন নাই। শরিক জইফ, তাহার অতিরিক্ত কথাটী ছহি হইতে পারে না। আরও ছুফিয়ান বেনে ওয়ায়না বলেন, এজিদ কুফায় যাইবার অগ্রে আমাকে ঐ অতিরিক্ত শব্দটী বর্ণনা করেন নাই। তৎপরে কুফা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঐ শব্দটী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত শব্দটী ছহি হইতে পারে না। আরও এজিদ নিজে জইফ, তাহার বর্ণিত অতিরিক্ত শব্দটী ভ্রমাত্মক কথা।

উত্তর।

ফতহোল কদির ও আইনীতে লিখিত আছে, এই শব্দটী একা শরিক বর্ণনা করেন নাই, বরং এবনে আদি "কামেল" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হোশাএম, শরিক ও এক দল বিদ্বান্ এজিদ হইতে উক্ত শব্দ বর্ণনা করিয়াছেন। আরও এজিদ একা এবনে আবি লায়লা হইতে উক্ত শব্দটী বর্ণনা করেন নাই, বরং ইছা, অকি ও হাকাম এবনে আবি লায়লা হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আরও এমাম আজ্বালি, ইয়াকুব, আবু দাউদ, আহ্মদ বেনে ছালেহ, ছাজি, এবনে হাব্বান ও এবনে হাজার এজিদকে বিশ্বাস ভাজন ও সত্যপরায়ণ বলিয়াছেন। এমাম বোখারি মোছলেম ও এবনে খোজায়মা তাঁহার হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন।

নেছায়ী, দারকুতনি ও এবনে আদি আছেম ও হাম্মাদ হইতে উক্ত শব্দ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইলে ঐ শব্দটী নিশ্চয় ছহি।

আরও শিক্ষক কখন হাদিছের সম্পূর্ণ কথা প্রকাশ করেন এবং কখনও কিছু অংশ প্রকাশ করেন, ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। মিসরি ছাপা ছহি বোখারির প্রথম খণ্ডে (৮৯ পৃঃ) অরণ্যবাসী লোকটীর নামাজের বিবরণে ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا এই শব্দগুলি বেশী বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ৯২ পৃষ্ঠায় দুইটী হাদিছে উক্ত শব্দগুলি নাই। আরও ছহি বোখারির ৮৭ পৃষ্ঠায় এবনে ওমারের ছনদে চতুর্থ বারের রফা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ৮৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ছনদে উক্ত রফা বর্ণিত হয় নাই। এইরূপ ছহি মোছলেমের ১৬৯ পৃষ্ঠার কোন ছনদে فَصَاعِدًا শব্দটী আছে, কিন্তু অন্য ছনদে উহা বর্ণিত হয় নাই। এক্ষণে উক্ত শব্দগুলি ছহি হইলে, বারার হাদিছের ثُمَّ لَا يَعُودُ শব্দটী নিশ্চয় ছহি হইবে।

১৪শ দলীল ;—মছনদে এমাম আজম ঃ—

انه اجتمع مع الاوزاعي في دار الحناطين فقال الاوزاعي مالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع عنه فقال لاجل انه لم يصح عن رسول الله صلعم فيه شيء فقال الاوزاعي كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابيه عن رسول الله صلعم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال ابو حنيفة رح حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلعم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود بشيء من ذلك فقال الاوزاعي احدثكم عن الزهري عن سالم عن ابيه وتقول حدثني حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله فقال ابو حنيفة رح كان حماد افقه من الزهري وكان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بدون من ابن عمر في الفقه وان كانت لابن عمر رض صحبة وله فضل صحبة فالاسود له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله فسكت الاوزاعي

"এমাম আজম, এমাম আওজায়ীর সহিত গম-বিক্রেতাদের দোকানে একত্রিত হইয়াছিলেন (সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন)। তৎপরে এমাম আওজায়ী বলিলেন, আপনারা কি জন্য রুকু যাইবার

ও রুকু হইতে উঠিবার সময় রফাইয়া দাএন করেন না (দুই হাত উঠান না)। তদুত্তরে এমাম আজম বলিলেন, উক্ত সময়ের রফা সংক্রান্ত কোন হাদিছ স্থির সাব্যস্ত নাই (অর্থাৎ উক্ত হাদিছ মনছুখ হইয়াছে)। এমাম আওজায়ী বলিলেন, আমি জুহ্‌রি, ছালেম ও এবনে ওমর হইতে এই হাদিছ পাইয়াছি যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ), নামাজ আরম্ভ করিবার, রুকু করিবার ও রুকু হইতে উঠিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন, তাহা হইলে রফার হাদিছ কি জন্য স্থির সাব্যস্ত নাই ? তদুত্তরে এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিলেন, আমি হাম্মাদ, এবরাহিম, আলকামা, আছওয়াদ ও আবদুল্লা বেনে মছউদ হইতে এই হাদিছ পাইয়াছি যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেবল নামাজ আরম্ভ করিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন, তৎপরে আর দুই হাত উঠাইতেন না। ইহাতে এমাম আওজায়ী বলিলেন, আমি জুহ্‌রি, ছালেম ও এবনে ওমার হইতে বর্ণিত হাদিছের কথা উল্লেখ করিতেছি, আর আপনি হাম্মাদ, এবরাহিম, আলকামা, আছওয়াদ ও আবদুল্লা এবনে মছউদ হইতে বর্ণিত হাদিছের কথা উল্লেখ করিতেছেন (তাহা হইলে কোনটী ধর্ত্তব্য হইবে ?), তদুত্তরে এমাম আজম (রঃ) বলিলেন, (আমার হাদিছের রাবি) হাম্মাদ, (আপনার হাদিছের রাবি) জুহ্‌রি হইতে শ্রেষ্ঠতর ফকিহ্‌ ছিলেন। এইরূপ এবরাহিম ছালেম অপেক্ষা বড় ফকিহ্‌ ছিলেন। যদিও হজরত এবনে ওমর ছাহাবা (নবি করিমের সহচর) শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন, তথাচ আলকামা ফেকা তত্ত্বে তাঁহা অপেক্ষা কম নহেন।

আছওয়াদ বহু গুণ সম্পন্ন ছিলেন। ছাহাবা হজরত আবদুল্লা সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন ছিলেন সুনিশ্চিত (তাহা হইলে রফা মনছুখ হইবার হাদিছটী ধর্ত্তব্য হইবে)। এতচ্ছ্রবণে এমাম আওজায়ী নিরুত্তর হইলেন।” পাঠক, এস্থলে এমাম বোখারির শিক্ষক এমাম আওজায়ী এমাম আজমের সহিত তর্কে পরাস্ত হইলেন।

১৫শ দলীল ;—রফাইয়া দাএনের হাদিছগুলি এমন বিপরীত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা গ্রহণ করা মহা সঙ্কট ; কেন না মেশ্‌কাতের ৭৫ পৃঃ ছহি বোখারি ও ছহি মোছলেমের মালেক বেনে হোয়ায়রেছের হাদিছে বর্ণিত আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেবল তকবির পড়িবার ও রুকু হইতে উঠিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন।

এমাম মালেকের মোয়াত্তার ২৫ পৃষ্ঠায় এবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেবল তকবির পড়িবার ও রুকু হইতে উঠিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন। ইহাতে কেবল দুইবার রফাইয়া দাএনের উল্লেখ হইয়াছে। আরও মেশ্‌কাতের ৭৫ পৃষ্ঠায় ছহি বোখারি ও ছহি মোছলেম হইতে বর্ণিত আছে, এবনে ওমার বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) প্রথম তকবির পড়িবার, রুকু যাইবার ও রুকু হইতে উঠিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন। ইহাতে তিন বার রফাইয়া দাএনের উল্লেখ হইয়াছে।

আরও মেশ্‌কাতের উক্ত পৃষ্ঠায় ছহি বোখারি হইতে বর্ণিত আছে, হজরত এবনে ওমার প্রথম তকবির পড়িবার, রুকু যাইবার, রুকু হইতে উঠিবার ও দ্বিতীয় রেকাত হইতে উঠিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন। ইহাতে চারিবার রফাইয়া দাএনের উল্লেখ হইয়াছে।

এমাম বোখারি বলেন, স্বয়ং জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) দ্বিতীয় রেকাত হইতে উঠিবার সময় রফা করিয়াছেন, সুতরাং এই হাদিছটী মরফু। (১) এমাম এছমাইলি বলেন, এমাম বোখারির এই মতটী ভ্রান্তি-মূলক, কেন না এমাম এবনে ইদরিছ, আবদুল অহ্‌হাব ও মোঃ তামার বলিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম

(১) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, উহাকে "হাদিছ মরফু" বলে।

(ছাঃ) উক্ত সময় রফা করেন নাই, বরং ছাহাবা এবনে ওমার উহা করিয়াছেন, কাজেই উক্ত হাদিছটী মওকুফ.। (১) এমাম আবু দাউদ ও ছাকাফি বলেন, এই হাদিছটী মরফু নহে, বরং মওকুফ. হইবে।

আরও এমাম আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছেজদা যাইবার, প্রথম ও দ্বিতীয় ছেজদা হইতে উঠিবার সময় রফা করিতেন।

এমাম তেরমজি, হজরত আলি (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) দুই ছেজদা হইতে উঠিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন।

এবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) প্রত্যেক তকবিরে দুই হাত উঠাইতেন।

১৬শ দলীল ঃ—এমাম তেরমজি ছেজদা কালীন রফার হাদিছকে ছহি স্থির করিয়াছেন; কিন্তু এমাম বোখারি ও মোছলেম উহা মনছুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন।

এমাম বোখারি দ্বিতীয় রেকাত হইতে উঠিবার সময়ের রফাকে ছহি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোছলেম ও আবুদাউদ উহা মনছুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। এমাম বোখারি ও মোছলেম রুকু যাইবার সময়ের রফাকে ছহি স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এমাম এহিয়া বেনে এহিয়া, এহিয়া বেনে বোকাএর, কীনাবি, মায়ীন, ছয়ীদ ও এছহাক উহা মনছুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ হজরত এবনে মছউদ ও বারা প্রভৃতি বহুসংখ্যক ছাহাবা প্রথম তকবির

---

(১) কোন ছাহাবা যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, উহাকে 'হাদিছ মওকুফ" বলে। এইরূপ কোন তাবিয়ী যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, উহাকে "হাদিছ মকতু" বলে।

ভিন্ন সমস্ত রফাকে মনছুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ হজ-রত এবনে মছউদ ও বারা প্রভৃতি বহু সংখ্যক ছাহাবা প্রথম তকবির ভিন্ন সমস্ত রফাকে মনছুখ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই এমাম আজমের মজহাব।

মোহাম্মদিদের প্রথম প্রশ্নের রদ ঃ—

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব ১৩১৫ সালের মুদ্রিত মাছায়েলে জরুরিয়ার প্রথম খণ্ড ৬৭।৬৮ পৃষ্ঠায়, মৌলবী মোহাম্মদ জাফর আলী সাহেব বোরহানোল হক পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায়, মুন্‌শী জমিরুদ্দীন সাহেব ছেরাজল-ইসলাম পুস্তকের ৮৯।৯০ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছুফ উদ্দীন সাহেব হেদায়েতল মোকাল্লেদীনের ৬৪।৬৫।৬৯।৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ছহি বোখারি, মোছলেম ইত্যাদি গ্রন্থে ছাহাবা এবনে ওমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) রফাইয়া দাএন করিতেন, তবে কি জন্য উহা ত্যাগ করা যাইবে ?

উত্তর।

প্রথম কথা এই যে, ছহি বোখারি প্রভৃতি গ্রন্থে এক ছাহাবা এব্‌নে ওমার (রাঃ) হইতে তিন প্রকার হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। কোন হাদিছে দুই বার হাত উঠাইবার কথা আছে, কোন হাদিছে তিন বার ও কোন হাদিছে চারিবার হাত উঠাইবার কথাও আছে ; এক্ষণে কোন্‌টী ছহি হইবে ও কোন্‌টী বাতিল হইবে ? মোহাম্মদিগণ তিনটী হাদিছের কোন্‌টী গ্রহণ করিবেন, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

আরও ছহি বোখারি ও মোছলেমে এবনে ওমার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছেজদাতে দুই হাত উঠাইতেন না, কিন্তু এমাম বোখারি "রফয়োল-ইয়াদাএন" পুস্তকে

লিখিয়াছেন যে, এবনে ওমার (রাঃ) ছেজদা হইতে মস্তক উঠাইবার সময় এবং দাঁড়াইবার সময় দুই হাত উঠাইতেন, এক্ষণে কোন্‌টী ছহি ও কোন্‌টী বাতিল হইবে? আরও এবনে ওমারের এক ছনদে আছে যে, তিনি নামাজ আরম্ভ করিয়া প্রথমে তক্‌বির পড়িতেন, তৎপরে দুই হাত উঠাইতেন। আর এক ছনদে আছে যে, তিনি অগ্রে দুই হাত উঠাইতেন, তৎপরে তকবির পড়িতেন। এক্ষণে দুই ছনদের কোন্‌টী ছহি ও কোন্‌টী বাতিল হইবে?

দ্বিতীয় কথা এই যে, এমাম তাহাবি 'মায়ানিয়োল-আছার' গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلٰوةِ

"এমাম মোজাহেদ বলিয়াছেন, আমি (হজরত) এবনে ওমারের (রাঃ) পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছি, কিন্তু তিনি নামাজের প্রথম তক-বির ভিন্ন (অন্য সময়) দুই হাত উঠাইতেন না।" এইরূপ এমাম মোছলেমের শিক্ষক এমাম এবনে-আবি-শায়বা নিজ হাদিছ গ্রন্থে এমাম মোজাহেদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম মোহাম্মদ 'মোয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন :—

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ

"হাকেমের পুত্র আবদুল আজিজ বলেন, আমি দেখিয়াছি যে, ছাহাবা এবনে ওমার (রাঃ) নামাজের প্রথম তকবিরের সময় দুই কর্ণ পর্য্যন্ত দুই হাত উঠাইতেন, ইহা ব্যতীত আর দুই হাত উঠাইতেন না।"

এমাম তাহাবি বলিয়াছেন, হজরত এবনে ওমর (রাঃ) রফাইয়া দাএনের হাদিছ বর্ণনা করিয়া পুনরায় তিনি নিজেই উহা ত্যাগ করিয়াছেন ; ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি রফাইয়া দাএনের মনছুখ হইবার সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন ; নচেৎ তিনি কখনও উহা ত্যাগ করিতেন না।

প্রশ্ন।

এমাম বোখারি 'রফয়োল-ইয়াদাএন' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, তাউছ, ছালেম প্রভৃতি এব্‌নে ওমারকে প্রথম তকবির ভিন্ন অন্য সময় রফা করিতে দেখিয়াছেন, তবে মোজাহেদের হাদিছ কিরূপে গ্রাহ্য হইবে ? আরও মোজাহেদের হাদিছ জইফ।

উত্তর।

এমাম তাহাবি 'মায়ানিয়োল-আছার' গ্রন্থের ১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—যে সময় এবনে ওমার (রাঃ) রফাইয়া দাএন মনছুখ হইবার সংবাদ অজ্ঞাত ছিলেন, সেই সময় তিনি রফা করিতেন এবং তাউছ প্রভৃতি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি তৎপরে উহার মনছুখ হইবার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই হেতু এমাম মোজাহেদ ও আবদুল আজিজ উহা ত্যাগ করিবার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

আরও এমাম মোজাহেদের হাদিছটী নিশ্চয় ছহি, ইহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এমাম আবদুল আজিজও উহা বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব রফা মনছুখ হওয়া অকাট্য দলীলে প্রমাণিত হইল।

প্রশ্ন।

তনবিরোল-আএনায়নে লিখিত আছে, রফাইয়া দাএন করা ছুন্নত সাব্যস্ত হইয়াছে, উহা ওয়াজেব নহে ; কাজেই এব্‌নে ওমার (রাঃ)

কখনও উহা করিয়াছেন এবং কখনও উহা ত্যাগ করিয়াছেন ; ইহাতে উহার মনছুখ হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

উত্তর ঃ—

এমাম আবু দাউদ ও নেছায়ী বর্ণনা করিয়াছেন যে, এবনে ওমার (রাঃ) দাড়িতে জরদ রঙের খেজাব করিতেন, লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) এইরূপ করিতেন, কাজেই আমি এই কাজ অপেক্ষা (যাহা হজরত নবি করিম [ছাঃ] করিয়াছেন) আর কোন কাজ ভাল জানি না।

এমাম নেছায়ী বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) যেরূপ জুতা ব্যবহার করিতেন, এব্‌নে ওমার (রাঃ) অবিকল সেই রূপ জুতা ব্যবহার করিতেন।

এমাম মোছলেম, বোখারি বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হজ্জ করিতে আব্‌তাহা নামক স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) ও (হজরত) আয়েশা (সিদ্দিকা) উক্ত স্থানে বিশ্রাম করাকে ছুন্নত বলিতেন না, কিন্তু হজরত এব্‌নে ওমার (রাঃ) ছুন্নত বলিয়া উহা কখনও ত্যাগ করেন নাই।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত এবনে ওমার (রাঃ) প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্ম্মেই জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) অনুসরণ করিতেন, সেই মহাত্মা এবনে ওমার (রাঃ) যখন রফা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন উহা ছুন্নত নহে, নিশ্চয় মনছুখ হইয়াছে।

মোহাম্মদিদের দ্বিতীয় প্রশ্নের রদ।

মৌলবী জাফর আলী সাহেব 'বোরহানে-হক' কেতাবের ১৬।১৭ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছফ উদ্দিন সাহেব 'হেদায়েতল-মোকাল্লেদিন' কেতাবের ৭১।৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—এমাম আবু দাউদ, তেরমজি প্রভৃতি বিদ্বানগণ আবু হোমায়েদ ছাহাবা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) নামাজ আরম্ভ করিবার, রুকু করিবার, রুকু হইতে উঠিবার এবং দ্বিতীয় রেকাত হইতে উঠিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন, তবে রফা কি জন্য মনছুখ হইবে ?

উত্তর।

উপরোক্ত হাদিছটী মেশ্‌কাত শরিফের ৭৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ; এই হাদিছে চারি বার হাত উঠাইবার কথা আছে ; কিন্তু এমাম বোখারি ও আহম্‌দ নিজ নিজ গ্রন্থে উক্ত আবু হোমায়দের হাদিছটী লিখিয়াছেন, উহাতে রফাইয়াদাএনের কোনই কথা নাই।

পাঠক, এই আবু হোমায়েদ নামাজের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ছহি বোখারী ও মছনদে আহ্‌মদ কেতাবদ্বয়ে রফাইয়া দাএনের কথা নাই এবং ছহি তেরমজি ও আবু দাউদে উহার উল্লেখ আছে, ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ছাহাবা আবু হোমায়েদ মনছুখ সংবাদ অবগত হইবার পূর্ব্বে রফাইয়া দাএনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সময় যাহারা উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহারাই রফা বর্ণনা করিয়াছেন। আর যে সময় তিনি উহার মনছুখ হইবার সংবাদ অবগত হইয়াছেন, সেই সময় হইতে আর উহা বর্ণনা করেন নাই, সেই হেতু ছহি বোখারি ও মোছনদে আহ্‌মদ মধ্যে আবু হোমায়েদের ছনদে রফার কথা বর্ণিত হয় নাই।

দ্বিতীয়, এমাম তাহাবি প্রভৃতি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, আবু হোমায়েদের হাদিছটী ছহি নহে, কেন না উহার এক জন রাবির নাম

আবদুল হামিদ বেনে জাফর; এমামগণ তাঁহাকে জইফ্ (অযোগ্য) বলিয়াছেন, এইরূপ লোকের বর্ণিত হাদিছ ছহি হইতে পারে না।

তৃতীয়, এমাম শায়েবি ও এব্নে হাজ্ম বলিয়াছেন, এই হাদিছে মোহাম্মদ বেনে আমর বলিয়াছেন যে, আমি এই হাদিছটী আবু হোমায়েদ ও আবু কাতাদা হইতে শ্রবণ করিয়াছি, ফলতঃ মোহাম্মদ বেনে আমর উক্ত ছাহাবাদ্বয়ের সহিত কখনও সাক্ষাৎ করেন নাই, তাহা হইলে মোহাম্মদ বেনে আমর মধ্যবর্ত্তী এক জন লোকের নাম প্রকাশ করেন নাই, এইরূপ হাদিছকে "মোন্কাতা" বলা হয়। ইহা ছহি হইতে পারে না। মূল মন্তব্য এই যে, আবু হোমায়দের হাদিছটী মনছুখ কিম্বা জইফ্।

মোহাম্মদীদের তৃতীয় প্রশ্নের রদ।

মৌলবী জাফর আলী সাহেব বোরহানে-হক পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে, ছহি মোছলেমে হজরত ওয়ায়েল ছাহাবা হইতে বর্ণিত আছে যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছা) তিন বার রফাইয়া দাএন করিতেন।

উত্তর।

এমাম মোহাম্মদ 'মোয়াত্তা' গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قَالَ عَمْرو حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَ اِذَا رَكَعَ وَ اِذَا رَفَعَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ مَا اَدْرِي لَعَلَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي اِلَّا ذَالِكَ الْيَوْمَ فَحَفِظَ هٰذَا مِنْهُ وَلَمْ يَحْفَظْهُ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ

وَ أَصْحَابَهُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ

فِى بَدْءِ الصَّلٰوةِ حِيْنَ يُكَبِّرُوْنَ

"এমাম আম্র এমাম এবরাহিমকে বলিলেন, "আলকামা আমাকে তাঁহার পিতা ওয়াএল হইতে এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে তিন বার রফাইয়া দাএন করিতে দেখিয়াছিলেন। এমাম এব্‌রাহিম তদুত্তরে বলিলেন, কি জানি বোধ হয় তিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে ঐ এক দিবস মাত্র নমাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন। তিনি রফাইয়া দাএনের কথা মনে রাখিলেন, আর হজরত এব্‌নে মছউদ (রাঃ) ও তাঁহার সহচরগণ মনে রাখিলেন না ? (কি আশ্চর্য্য) ! আমি তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নিকট রফাইয়াদাএনের কথা শ্রবণ করি নাই। তাঁহারা নমাজ আরম্ভ কালে তকবির পড়িতেন (এক বার মাত্র) রফাইয়া দাএন করিতেন।"

মেশ্‌কাতের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় ছহি বোখারি হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) জুতা, বালিস ও পানীয় পাত্রের রক্ষক ছিলেন। আরও মেশ্‌কাতের ২৬৪ পৃষ্ঠায় ছহি বোখারি হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত আবু মুছা (রাঃ) ছাহাবা বলিয়াছেন, যত দিবস এবনে মছউদ (রাঃ) ছাহাবা জীবিত থাকেন, ততদিন আমার নিকট (কোনও মস্‌লা) জিজ্ঞাসা করিও না (বরং তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিও)।

মেশ্‌কাতের ৫৭৮ পৃষ্ঠায় ছহি তেরমজি হইতে বর্ণিত আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এবনে মছউদের (রাঃ) বর্ণিত হাদিছের প্রতি বিশ্বাস কর। আরও বলিয়াছেন, এবনে মছউদের (রাঃ) উপদেশ গ্রহণ কর।

মেশ্কাতের ৫৭৯ পৃষ্ঠায় ছহি তেরমজি হইতে বর্ণিত আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, চারিটী লোকের নিকট এল্‌ম (শরিয়তের মসলা) চেষ্টা কর ;—আবুদ্‌ দারদা, ছোলায়মান, এবনে মছউদ ও আবদুল্লা বেনে ছালাম (রাঃ)।

আরও ফরমাইয়াছেন, এব্‌নে মছউদের (রাঃ) কেরাতের ন্যায় তোমরা কোরাণ পাঠ কর।

এমাম এবরাহিমের কথার মুল মর্ম্ম এই যে, হজরত এব্‌নে মছ-উদ ছাহাবা, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) দেশ বিদেশের চির সহচর ছিলেন, তিনি তাঁহার সেবায় (খেদমতে) সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন ; প্রধান ফকিহ্‌ ছিলেন এবং জনাব হজরত নবি করিমের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কর্ম্মের তত্ত্বাধিকারী ছিলেন, সেই হজরত এবনে মছউদ একবার ভিন্ন রফাইয়া দাএন করিতেন না, তাহা হইলে নিশ্চয় রফাইয়া দাএন মনছুখ হইয়াছে। হজরত ওয়ায়েল কোন সময় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে তিন বার রফাইয়া দাএন করিতে দেখিয়াছিলেন, তৎপর জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) যে উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই সংবাদ জানিতে না পারিয়া রফাইয়া দাএনের হাদিছ প্রচার করিতেন। তাহা হইলে হজরত এব্‌নে মছউদ ছাহাবার বিরুদ্ধে ওয়ায়েল ছাহাবার মত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

মোহাম্মদিদের চতুর্থ প্রশ্নের রদ ঃ—

মৌলবি জাফর আলি সাহেব বোরহানে হক পুস্তকে লিখিয়া-ছেন, ছহি বোখারি ও মোছলেমে হজরত মালেক বেনে হোয়ায়রেছ হইতে দুইটী ছনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কয়েকবার রফাইয়াদায়েন করিতেন।

উত্তর ঃ—

মালেক বেনে হোয়ায়রেছ এক ছনদে প্রকাশ করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) দুইবার রফাইয়াদাএন করিয়াছিলেন, অন্য ছনদে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি তিনবার রফাইয়াদাএন করিয়াছিলেন, এক্ষণে কোন্‌টী ছহি হইবে ?

আরও উহার এক ছনদে নাছর বেনে আছেম নামক একজন রাবির নাম উল্লেখ আছে, ইনি মরজিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। দ্বিতীয় ছনদে খালেদ বেনে মোহরান নামক একজন রাবির নাম উল্লেখ আছে, ইনি দোষান্বিত ও স্মৃতি-শক্তি রহিত ছিলেন ; কাজেই এই হাদিছটী জইফ।

আরও হজরত মালেক বেনে হোয়ায়রেছ রফাইয়াদাএন মনছুখ হইবার সংবাদ অবগত ছিলেন না, কাজেই রফার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

মোহাম্মদিদের পঞ্চম প্রশ্নের রদ ঃ—

সরকার ইউছোফ উদ্দীন সাহেব হেদাএতল মোকাল্লেদীন পুস্তকে ও মৌলবি জাফর আলি সাহেব বোরহানে হক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, এবনে মাজা ইত্যাদি কেতাবে হজরত আলি (রাঃ) হইতে রফাইয়াদাএনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

উত্তর।

এমাম তাহাবি ও আবুবকর বেনে আবি শায়বা, এমাম মোছলেমের শর্তানুযায়ী একটী হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আলি (রাজিঃ) রফাইয়াদাএন করিতেন না। এমাম তাহাবি বলিয়াছেন, ইহাতে বিশদ্ রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত আলি (রাজিঃ) রফাইয়াদাএন মনছুখ জানিয়া উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। আরও প্রথমোক্ত হাদিছে দুই ছেজদা হইতে উঠিবার সময়ের রফার কথা বর্ণিত

হইয়াছে, তাহা হইলে এই হাদিছটী রফাইয়াদানের দলীল হইতে পারে না। যদি এই হাদিছকে রফাইয়াদাএনের দলীল বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে উপরোক্ত হাদিছ অনুযায়ী মোহাম্মদিগণের পক্ষে ছেজদা হইতে উঠিবার সময় দুই হাত উঠান আবশ্যক হইবে।

মোহাম্মদিদের ষষ্ঠ প্রশ্নের রদ।

মৌলবি জাফর আলি সাহেব বোরহানে-হক পুস্তকের ১৪।১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—"এবনে মাজা হজরত আনাছ হইতে ; হাকেম ও বয়হকি হজরত বারা হইতে এবং বয়হকি হজরত আবুবকর ও হজরত ওমার (রাজিঃ) হইতে কয়েকবার রফাইয়াদাএনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আরও তলখিছে হজরত এবনে ওমার (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) মৃত্যুকাল অবধি রফাইয়াদাএন করিতেন।

উত্তর।

এমাম তাহাবি 'সরাহ মায়ানিয়োল আছার' গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হাদিছজ্ঞ বিদ্বানগণ হজরত আনাছের (রাজিঃ) হাদিছকে ভ্রান্তি-মূলক সাব্যস্ত করিয়াছেন।

এমাম তাহাবি ও আবু বকর বেনে আবি শায়বা ও তেরমজি হজরত বারা হইতে রফাইয়াদাএন মনছুখ হইবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম দারকুৎনি, এবনে আদি ও এবনে আবি শায়বা হজরত আবু বকর ও হজরত ওমার (রাজিঃ) হইতে রফাইয়াদাএন মনছুখ হইবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম মোছলেম তেরমজি, নেছায়ী ও তাহাবি প্রভৃতি হাদিছজ্ঞ বিদ্বানগণ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে রুকু যাইবার ও রুকু হইতে উঠিবার সময়ের রফাইয়াদাএন মনছুখ হইবার হাদিছ

ও এবনে ওমারের (রাজিঃ) উহা ত্যাগ করিবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদিছগুলি গ্রাহ্য হইতে পারে না।

মোহাম্মদীদের সপ্তম প্রশ্নের রদ।

মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেব 'মাছায়েলে জরুরিয়া' কেতাবের ৭০ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছোফ উদ্দিন সাহেব 'হেদায়েতল মোকাল্লেদীন' পুস্তকের ৬৮।৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হাকেম বলিয়াছেন, যে দশ জন ছাহাবার বেহেশ্‌তী হইবার সংবাদ হাদিছ শরিফে আছে, তাঁহারা নামাজে তিনবার রফাইয়াদাএন করিতেন। 'তনবিরোল-আয়নাএনে' আছে, হজরত আবু হোমায়েদ যে দশ জন ছাহাবার সাক্ষাতে রফার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও রফা করিতেন। রফয়োল ইয়াদাএন পুস্তকে আছে যে, ১৭ জন ছাহাবা হইতে রফাইয়াদাএনের হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। কোন মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন, ৫০ জন ছাহাবা হইতে রফাইয়াদাএনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ছাফরোছ ছায়াদত কেতাবে আছে, চারি শত রাবি রফাইয়াদাএনের হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

উত্তর।

আল্লামা জয়লয়ী লিখিয়াছেন :—

قال الشيخ في الامام و جزم الحاكم برواية العشرة ليس عندي بصحيح فان الجزم انما يكون حيث يثبت الحديث ويصح و لعله لم يصح عن جملة العشرة *

"শেখ তকিউদ্দীন 'এমাম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হাকেমের এই প্রস্তাব যে, যে দশ জন ছাহাবার বেহেশ্‌তী হইবার নিশ্চিত সংবাদ

আছে, তাঁহারা তিনবার রফাইয়াদাএন করিতেন, উহা আমার মতে অসঙ্গত প্রস্তাব ; কেন না যে স্থলে ছহি হাদিছ পাওয়া যায়, তথায় নিশ্চিতরূপে (এইরূপ কথা) বলা যাইতে পারে, কিন্তু সম্ভবতঃ সমস্ত দশ জন ছাহাবা হইতে (এতদ্‌সম্বন্ধীয়) ছহি হাদিছ নাই।

নেহায়া ও কেফায়াতে বর্ণিত আছে ঃ—

عن ابن العباس ان العشرة المبشرة ماكانوا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلوة *

এবনে আব্বাছ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, "যে দশ জন ছাহাবার বেহেশ্‌তী হইবার সংবাদ আছে, তাঁহারা নামাজ আরম্ভ কালে একবার মাত্র রফা করিতেন।"

এমাম তাহাবি ও আয়নি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, আবু হোমায়দের হাদিছ চারিটী কারণে জইফ্ সাব্যস্ত হইয়াছে ; এরূপ ক্ষেত্রে যে দশ জন ছাহাবা আবু হোমায়দের সাক্ষাতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের রফাইয়াদাএন করা প্রমাণিত হয় না। এমাম বোখারি যে ১৭ জন ছাহাবার রফাইয়াদাএনের হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা এব্‌নে ওমার, হজরত ওমার, হজরত আলি, হজরত আবু ছইদ ও হজরত এব্‌নে জোবায়ের (রাজিঃ) রফাইয়াদাএন ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমাম তাহাবি হজরত আনাছ ও হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) হাদিছ জইফ সাব্যস্ত করিয়াছেন। আল্লামা জয়লয়ী হজরত আবু ছইদ, হজরত এবনে আব্বাছ, হজরত এবনে জোবাএর ও হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) হাদিছ জইফ্ বলিয়াছেন। আবু হোমায়েদ ও তৎসংলগ্ন আবু ওছাএদ, মোহাম্মদ বেনে মোছলেমা, ছাহল ও আবু মুছার হাদিছ জইফ্ প্রতিপন্ন হইয়াছে। মালেক বেনে হোয়ায়রেছ ও ওয়ায়েলের হাদিছের উত্তর শুনিয়াছেন। তাহা হইলে এমাম বোখারির প্রস্তাব রদ হইয়া গেল।

পাঠক, যখন ১৭ জন ছাহাবার হাদিছ গ্রহণীয় বা ছহি হইল না, তখন ৫০ জন ছাহাবার হাদিছ কিরূপে ছহি বা গ্রাহ্য হইবে ?

ছফরোছ ছায়াদতের টীকার ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

مصنف اینجا سخن بمبالغه کرده و از حد در گذرانید ※

"ছফরোছ-ছায়াদত" প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, "চারিশত রাবি রফাইয়াদাএনের হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অমূলক ও বাতীল কথা, তিনি এইরূপ বলায় ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন।" তৎপরে টীকাকার তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়াছেন এবং নামাজ আরম্ভ কালে একবার ভিন্ন অন্য সময়ের রফাইয়াদাএন মনছুখ হইবার বহু প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এমাম মোহাম্মদ 'মোয়াত্তা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

ما سمعته من احد منهم انما كانوا يرفعون ايديهم في بدء الصلوة حين يكبرون ※

"এমাম এবরাহিম বলিয়াছেন, আমি কোন ছাহাবার নিকট তিনবার রফাইয়াদাএন করিবার কথা শুনি নাই; তাঁহারা নামাজ আরম্ভ কালে তকবির পড়িবার সময় (একবার মাত্র) রফাইয়াদাএন করিতেন।"

ছহি তেরমজি, ৩৫ পৃষ্ঠা :—

و بهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلعم - و به يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلعم والتابعين وهو قول سفيان و اهل الكوفة ※

আয়নি, ৩য় খণ্ড ৭১৮ পৃষ্ঠা :—

و به قال الثوري والنخعي و ابن ابي ليلي و علقمة بن قيس والاسود بن يزيد و عامر الشعبي و ابو اسحق السبيعي و خثيمة و المغيرة و وكيع و عاصم بن كليب و زفر وهو رواية ابن القاسم عن مالك وهو المشهور من مذهبه والمعمول عند اصحابه و ذكر غيره عبدالله

ابن مسعود ايضا و جابر بن سمرة والبراء بن عازب و عبدالله بن عمر وابا سعيد رضي الله تعالى عنهم ●

এমাম তেরমজি বলিয়াছেন—

"কতক বিদ্বান্ ছাহাবা তিনবার রফা করিতেন। আর অনেক বিদ্বান্ ছাহাবা ও তাবিয়ি একবার মাত্র নামাজ আরম্ভ কালে রফা করিতেন। ইহা এমাম ছুফিয়ানের ও কুফাবাসী বিদ্বান্‌গণের মত।"

পাঠক, কুফা শহরে কয়েক সহস্র ছাহাবা ও তাবিয়ি বাস করিতেন, তাঁহারা একবার ভিন্ন রফাইয়াদাএন করিতেন না।

আল্লামা বদরুদ্দীন লিখিয়াছেন ;—

"এমাম ছুফিয়ান, নাখয়ি, এবনে আবি লায়লা, আলকামা, আছওয়াদ, আমের, আবু ইসহাক, খোছায়মা, মগিরা, অকি, আছেম ও জোফার নামাজ আরম্ভ ভিন্ন অন্য সময় দুই হাত উঠাইতেন না। ইহা এমাম মালেকের মনোনীত মত। এব্‌নোল-কাছেম ইহা তাঁহার মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হজরত আবদুল্লা বেনে মছউদ, হজরত জাবের বেনে ছোমরা, হজরত বারা, হজরত এবনে ওমার ও হজরত আবু ছইদ (রাজিঃ) একবার ভিন্ন রফা করিতেন না।"

আর একটী কথা, নূতন ইস্‌লামে মদ্য পান করা জায়েজ ছিল, গর্দ্দভ মাংস ভক্ষণ করা হালাল ছিল, ও মোতা (মিয়াদি নিকাহ্) করা হালাল ছিল, ইহার প্রমাণ কয়েক শত হাদিছে আছে ; কিন্তু শেষ ইস্‌লামে মদ্য পান, গর্দ্দভ মাংস ভক্ষণ ও মোতা নিকাহ্ হারাম হইয়াছে ; ইহাও হাদিছে আছে। এক্ষণে নূতন ইসলামের কয়েক শত হাদিছের জন্য কি প্রতিপক্ষগণ উপরোক্ত কাজগুলি হালাল বলিবেন ? যদি না বলেন, তবে রফাইয়াদাএন মনছুখ হইবার হাদিছ থাকা সত্ত্বেও মোহাম্মদিগণ নূতন ইস্‌লামের চারি শত হাদিছের কথা বলিয়া কি জন্য গর্ব্ব করেন ? আরও যদি ছুফরোছ

ছায়াদত্তের চারি শত রাবির কথা সত্য হয়, তবে মোহাম্মদিগণ উহা প্রকাশ করিয়া আপনাদের দাবি সপ্রমাণ করিবেন।

মোহাম্মদি লেখকের জালছাজি।

—০—

সরকার ইউছফ উদ্দীন সাহেব হেদায়েতল-মোকাল্লেদীনের ৬৭। ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মোয়াত্তা কেতাবে (হজরত) ওম্মর বেনে আবদুল্লা (রাজিঃ) ও জয়নোল-আবিদিন হইতে রফাইয়া দাএনের দুইটী হাদিছ বর্ণিত আছে, কিন্তু মোয়াত্তা কেতাবে ঐ হাদিছ দুইটী নাই। এইরূপ মোয়াত্তা হইতে যে তৃতীয় হাদিছের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহাও উক্ত কেতাবে নাই। সরকার সাহেব কতকগুলি মিথ্যা কথা লিখিয়া সাধারণ লোককে ধোকা দিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। হে সরকার ভাই সাহেব, আপনারা মিথ্যা কথা লিখিতে বেশ পটু। ধন্য আপনাদের দিনদারী ও দিয়ানতদারী!

মোক্তাদি এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়িবে না।

—০—

১ম দলীল, কোরাণ ছুরা আরাফ ঃ—

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ❋

"যে সময় কোরাণ পাঠ করা হয়, তখন তোমরা উহা শ্রবণ কর

ও নীরব হইয়া থাক, তোমাদের উপর খোদার অনুগ্রহ হইতে পারে।"

ছহি নেছায়ী ১৪৬ পৃষ্ঠা ঃ—

تَاوِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ — عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

এমাম নেছায়ী হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে এমামের পশ্চাতে কোরাণ পাঠ করা নিষিদ্ধ হইবার একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন যে, উপরোক্ত ছুরা আ'রাফের আয়েতটী এমামের পশ্চাতে মোক্তাদিদের কোরাণ পাঠ করা নিষিদ্ধ হইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে।

এমাম বাগাবি "তফছির মায়ালেমোৎ-তঞ্জিল" মধ্যে লিখিয়াছেন ঃ—

ذهب جماعة الى انها فى القرأة فى الصلوة (الى قوله)
والاول اولى وهو انها فى القرأة فى الصلوة

একদল আলেম বলেন, এই আয়েতটী নামাজের কেরাতের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে (অর্থাৎ এমামের পশ্চাতে কেরাত নিষিদ্ধ হইবার জন্য নাজিল হইয়াছে)। ইহাই প্রমাণ সঙ্গত মত।

তফছির এব্‌নে কছিরে লিখিত আছে ঃ—

قال على بن طلحة عن ابن عباس قوله واذا قرئ القرآن
يعنى فى الصلوة المفروضة

আলি বেনে তাল্‌হা বলেন, হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ)

বর্ণনা করিয়াছেন যে, উপরোক্ত আয়েতের অর্থ এই যে, যে সময় ফরজ নামাজে কোরাণ পাঠ করা হয়, তোমরা (মোক্তাদিগণ) শ্রবণ কর ও নীরবে থাক।

ফতহোল-কদির ১ম খণ্ড ১৩৭ পৃষ্ঠা :—

اخرج عن مجاهد كان عليه الصلوة والسلام يقرأ فى الصلوة فسمع قرأة فتى من الانصار فنزل و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا ـ

এমাম মোজাহেদ বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) নামাজে কোরাণ পড়িতে পড়িতে (তাঁহার পশ্চাতে) একটী আনছারী (মদিনা বাসী) যুবককে কোরাণ পড়িতে শুনিলেন, সেই সময় উপরোক্ত আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল।

اخرج ابن مردويه قال عبدالله بن مغفل قال انما نزلت هذه الاية و اذا قرئ القرآن فى القرأة خلف الامام

এবনে মারদা ওয়হে বর্ণনা করিয়াছেন :—

আবদুল্লা বেনে মোগাফ্‌ফাল বলেন, উপরোক্ত আয়েতটী এমামের পশ্চাতে কেরাত নিষিদ্ধ হইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে।

এমাম জালালুদ্দীন ছিউতি তফ্‌সির দোররে-মনছুরে লিখিয়াছেন :—

اخرج عبد بن حميد والبيهقي فى القرأة عن ابي العالية ان النبي صلعم كان اذا صلى باصحابه فقرأ اصحابه فنزلت هذه الاية فسكت القوم و قرأ النبى صلعم

এমাম আব্দ বেনে হোমায়েদ ও বয়হকি 'কেরাতে'র অধ্যায়ে আবুল-আলিয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) যে সময় নামাজে কোরাণ পাঠ করিতেন, তখন ছাহাবাগণও কোরাণ পড়িতেন, সেই হেতু উপরোক্ত আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল। তৎপরে জনাব হজরত নবি করিম [ছাঃ] (নামাজে) কোরাণ

পড়িতেন, কিন্তু ছাহাবাগণ (তাঁহার পশ্চাতে) কোরাণ পড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এমাম জারকানি লিখিয়াছেন ঃ—

قال ابن البر اجمعوا على انه لم يرد به كل موضع يستمع فيه القرآن و انما اراد الصلوة و يشهد له قوله صلعم و اذا قرأ فانصتوا صححه ابن حنبل فابن المذهب عن السنة و ظاهر القرآن

এমাম এবনোল্-বার বলিয়াছেন, "আলেমগণের এক মত হইয়াছে যে, প্রত্যেক স্থলে কোরাণ শুনিয়া নীরবে থাকিতে হইবে না, বরং কেবল নামাজের মধ্যে নীরবে থাকিতে হইবে। ইহার প্রমাণ এই হাদিছ ঃ—"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমাম যে সময় কোরাণ পড়েন, তোমরা নীরব থাক।"

এমাম আহ্‌মদ বেনে হাম্বল (র) এই হাদিছকে ছহি বলিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট কোরাণ ও হাদিছ হইতে মোক্তাদিদিগের কেরাত (ছুরা ফাতেহা ইত্যাদি পড়া) নিষিদ্ধ প্রমাণিত হইল।"

মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেবের প্রশ্ন ঃ—

উক্ত মৌলবি ছাহেব বঙ্গানুবাদ কোরাণ শরিফের ২৭৭ পৃষ্ঠার টীকায় লিখিয়াছেন যে, "মাতবর তফছিরে কিম্বা কোন ছহি বা জইফ হাদিছের রওয়ায়েতে স্পষ্ট ভাবে আসে নাই যে, এই আয়ত মোক্তাদি দিগকে আলহামদ পড়ার বিষয়ে নাজেল হইয়াছে।" "হজরতের পিছনে নামাজের মধ্যে কোন কোন ছাহাবা উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পড়িতেন, (কিম্বা) নামাজের মধ্যে মোক্তাদিগণ কথা বলিতেন, (কিম্বা) খোৎবার সময় কথা বলিতেন, (উক্ত কাজগুলি) নিষেধের জন্য (উক্ত আয়েত) নাজেল হইয়াছে।"

উত্তর ;—

তফছির মায়ালেমোৎ-তাঞ্জিলে লিখিত আছে ঃ—

فذهب جماعة الى انها فى القرأة فى الصلوة و روي عن ابى هريرة انهم كانوا يتكلمون فى الصلوة بحوائجهم فامروا بالسكوت و قال قوم نزلت فى ترك الجهر بالقرأة خلف الامام (الى) و قال سعيد بن جبير و مجاهد ان الاية فى الخطبة و الاول اولاها وهو انها فى القرأة فى الصلوة لان الاية مكية والجمعة وجبت بالمدينة *

এক দল আলেম বলিয়াছেন, এই আয়েত নামাজের কেরাত সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে (অর্থাৎ এমামের পশ্চাতে মোক্তাদি দিগের কোরাণ পড়া নিষিদ্ধ হইবার জন্য নাজেল হইয়াছে)।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ছাহাবাগণ নামাজের মধ্যে আবশ্যক মত কথা বলিতেন, তাহার জন্য এই আয়েতে চুপ করিয়া থাকিবার হুকুম হইয়াছে।

এক দল আলেম বলেন, এই আয়েতে এমামের পশ্চাতে উচ্চৈঃস্বরে কোরাণ পড়া নিষিদ্ধ হইবার জন্য নাজেল হইয়াছে। ছইদ বেনে জোবায়ের ও মোজাহেদ বলেন, খোৎবার সময় চুপ করিয়া থাকিবার জন্য এই আয়েত নাজেল হইয়াছে। প্রথম মতটী (এমামের পশ্চাতে মোক্তাদির কেরাত নিষিদ্ধ হইবার জন্য ঐ আয়েতটী নাজেল হওয়া) উত্তম মত, কেন না উক্ত আয়েত মক্কা শরিফে নাজেল হইয়াছে ; আর জোমা মদিনা শরিফে ওয়াজেব হইয়াছে—(তাহা হইলে উক্ত আয়েত খোৎবার জন্য নাজিল হইতে পারে না)।

তফছির খাজেনে লিখিত আছে ঃ—

والقول الرابع انها نزلت فى السكوت عند الخطبة يوم الجمعة و هو قول سعيد بن جبير ومجاهد و عطاء وهذا القول فيه اختيار جماعة و فيه بعد لان الاية مكية والخطبة انما وجبت بالمدينة

চতুর্থ মত এই যে, উপরোক্ত আয়েত জোমার দিবসে খোৎবার সময় চুপ করিয়া থাকিবার জন্য নাজেল হইয়াছে, ইহা ছইদ বেনে জোবাএর, মোজাহেদ ও আতার মত। এক দল আলেম এই মতটী পছন্দ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ মত, কেন না ছুরা আরাফের উপরোক্ত আয়েতটী মক্কা শরিফে নাজেল হইয়াছে, আর খোৎবা মদিনা শরিফে ওয়াজেব হইয়াছে।"

'জোমাল' নামক পর টীকায় লিখিত আছে ঃ—

و قوله فيه بعد النحو هذا البحث ذكره ايضا غيره كالقرطبي والخطيب

এইরূপ এমাম কোরতবি ও খতিব লিখিয়াছেন যে, উক্ত আয়েত মক্কা শরিফে নাজেল হইয়াছে, আর খোৎবা মদিনা শরিফে ওয়াজেব হইয়াছে, কাজেই উক্ত আয়েত খোৎবার সম্বন্ধে নাজেল হইতে পারে না।

এমামোল-কালাম ৯১ পৃষ্ঠা ঃ—

و اما القول الثالث وهو انها نزلت نسخا للتكلم في الصلوة فبعد تسليم صحة اسانيد الاثار الواردة فيه مخدوش بوجهين — الاول انه يخالف المشهور من ان نسخ الكلام في الصلوة كان بقوله تعالى وقوموا لله قانتين — الثاني ان الثابت من رواية زيد بن ارقم وغيره من الانصار انهم كانوا يتكلمون في الصلوة بعد الهجرة في المدينة حتى نزلت قوموا لله قانتين في سورة البقرة المدينة وهذه الاية التي نحن فيها مكية نزلت قبل الهجرة فلو كان الكلام ممنوعا من هذه الاية لما كان للتكلم في المدينة معنى

তৃতীয় মত এই যে, উক্ত আয়েত নামাজে কথা বলা মনছুখ হইবার জন্য নাজেল হইয়াছে, ইহা দলীল সঙ্গত মত নহে, কেন না তৎ সংক্রান্ত তফছিরগুলি ছহি নহে, আর যদিও উহা ছহি স্বীকার করা যায়, তথাচ উপরোক্ত মত দুইটী কারণে বাতীল হইবে, প্রথম

এই যে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, قُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ এই আয়েত দ্বারা নামাজের মধ্যে কথা বলা মনছুখ হইয়াছে, উপরোক্ত তফছির ইহার বিরুদ্ধ বলিয়া বাতীল সাব্যস্ত হইল।

দ্বিতীয় এই যে, মহাত্মা জায়েদ বেনে আরকাম (রাঃ) প্রভৃতি মদিনা বাসী ছাহাবাগণের বর্ণনায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হেজরতান্তে মদিনা শরিফে নামাজের মধ্যে কথা বলিতেন, সেই হেতু ছুরা বাকারের উক্ত আয়েত (قوموا لله قانتين) মদিনা শরিফে নাজেল হয়। আর ছুরা আ'রাফের আয়েত মক্কা শরিফে নাজেল হইয়াছে, যদি এই আয়েতে নামাজের মধ্যে কথা বলা হারাম হইয়া থাকে, তবে ছাহাবাগণ মদিনা শরিফে (হেজরতান্তে) কিরূপে কথা বলিতেন?

ফতহোল কদির ১৩৭ পৃষ্ঠা :—

قال احمد اجمع الناس على ان هذه الاية نزلت في الصلوة رواه البيهقي

এমাম বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, আলেমগণের এজমা (এক মত) হইয়াছে যে, এই আয়েতটী নামাজের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে। অর্থাৎ মোক্তাদিকে এমামের কোরাণ পড়ার সময় নীরবে থাকিবার জন্য নাজেল হইয়াছে।

এমামোল-কালাম ১০১ পৃষ্ঠা :—

قال ابن عبد البر في الاستذكار هذا عند اهل العلم عند سماع القرآن في الصلوة لا يختلفون ان هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره

এমাম এবনে আবদুল বার 'এছ্‌তেজকার' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মোজতাহেদ আলেমগণের মতে এই আয়েতটী নামাজে কোরাণ শুনিবার সময় চুপ করিয়া থাকিবার জন্য নাজেল হইয়াছে। অন্য কোন অর্থের ও কারণের জন্য যে ইহা নাজেল হয় নাই, ইহাতে তাঁহাদের মতভেদ নাই।

এমামোল-কালাম ১০১ পৃষ্ঠা ঃ—

فاذن ظهر حق الظهور ان ارجح تفاسير الآية و موارد نزولها هو القول الثاني وهو انها نزلت في القرأة خلف الامام و اما غيرها من الاقوال فمنها ما هي مردودة قطعا لا تجد سندا او مستندا و منها ما هي مخدوشة و منها ما هي غير منافية و هذا القول ترجيحه بوجوه احدها انه لا تعارضه الآثار و الاخبار وليست فيه خدشة و مناقضة عند اولى الابصار و ثانيها انه منقول عن الائمة الثقات من غير معارضات و ثالثها انه قول جمهور الصحابة

নামাজে এমামের পশ্চাতে মোক্তাদিদের কোরাণ পাঠ (ছুরা ফাতেহা বা যে কোন ছুরা পড়া) নিষিদ্ধ হইবার জন্য এই আয়েত নাজেল হইয়াছে, ইহাই আয়েতের প্রকৃত মর্ম্ম বা নাজেল হইবার কারণ, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কতক মত বাতীল, যাহার কোন দলীল নাই, আর কতক মত জইফ, এবং কতক মত ইহার অন্তর্গত। প্রথমোক্ত মত কয়েক কারণে যুক্তি-সঙ্গত, প্রথম কারণ এই যে, জ্ঞানী আলেমগণের মতে ইহার ন্যায় অন্য কোন মতের পৃষ্ঠপোষক অকাট্য দলীল (হাদিছ ও ছাহাবাদের মত) নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বিশ্বাস ভাজন এমামগণ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তৃতীয় কারণ এই যে, ইহা অধিক সংখ্যক ছাহাবার মত।

পাঠক, উপরোক্ত বর্ণনা সমূহে প্রতিপন্ন হইল যে, ছহি হাদিছ ও বিশ্বাস যোগ্য তফছির অনুযায়ী এই আয়েত মোক্তাদিদের পক্ষে এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়া নিষিদ্ধ হইবার জন্য নাজেল হইয়াছে ; আর মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব যে সমস্ত কারণ লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত জইফ ও বাতীল। মৌলবি সাহেব এইরূপ অনেক স্থলে ছহিকে বাতীল ও বাতীলকে ছহি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এমাম বোখারি সাহেবের দুইটী প্রশ্ন ঃ—

—০—

তিনি "কেরাত খাল্‌ফাল্‌ এমাম" পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

প্রথম এই যে, উপরোক্ত আয়েতে বর্ণিত হইয়াছে, যে সময় কোরাণ পাঠ করা হয়, তোমরা উহা শ্রবণ কর ও নীরবে থাক। মগরেব, এশা ও ফজরে শ্রবণ করা ও নীরবে থাকা উভয় কর্ম্ম সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু জোহর ও আছরে শ্রবণ করা যায় না, কাজেই নীরবে থাকিতে হইবে না এবং ছুরা ফাতেহা পড়িতে হইবে।

দ্বিতীয় এই যে, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, কোরাণ পাঠ কালে শ্রবণ কর ও চুপ করিয়া থাক, আমরাও এমামের কোরাণ পাঠ কালে চুপ করিয়া থাকি, তবে হাদিছ শরিফে এমামকে কেরাতের মধ্যে কয়েকবার চুপ করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা আছে ; এমাম উক্ত হাদিছ অনুযায়ী কেরাতের মধ্যে মধ্যে একটু একটু চুপ করিলে, আমরা ছুরা ফাতেহা পড়িয়া লইয়া থাকি, তাহা হইলে কোরাণের হুকুম অমান্য করা হইল না।

এমাম বোখারির প্রথম প্রশ্নের উত্তর ঃ—

ফতহোল-কদির ১৩৭ পৃষ্ঠা ঃ—

حاصل الاستدلال بالاية ان المطلوب امران الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهما والاول يخص الجهرية والثانى لا فيجرى على اطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقا

আয়েতের মূল মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা এ স্থলে দুইটী হুকুম করিয়াছেন, প্রথম শ্রবণ করা, দ্বিতীয় নীরবে থাকা ; তাহা হইলে উভয় কাজ করিতে হইবে। শ্রবণ করা খাস্‌ জাহরিয়া নামাজের (মগরেব, ফজর ও এশার) ব্যবস্থা ; নীরবে থাকা কোন নামাজের খাস্‌ হুকুম নহে, উহা সকল নামাজের ব্যবস্থা ; অতএব (শ্রবণ করা

খাস্ জাহরিয়া নামাজের ব্যবস্থা হইলেও (প্রত্যেক নামাজে এমা-মের) কোরাণ পাঠ কালে (মোক্তাদিদের) চুপ করিয়া থাকা ওয়াজেব হইবে।

তফছির আহ্মদি ৪২৬ পৃষ্ঠা :—

لا يقال انه ينبغي ان يقرأ المؤتم في صلوة الظهر والعصر لان الجهر فيهما حتى يفوت الاستماع و ذلك لانه روي ان المشروع في اول الاسلام هو الجهر في جميع الصلوة ثم سقط في الصلوتين بعذر وبقيت احكامه جميعا على حالها

যদি কেহ বলেন যে, জোহর ও আছরের নামাজে কোরাণ উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে হয় না, কাজেই কোরাণ শুনিবার বাধা হওয়ার আপত্তি নাই, এ ক্ষেত্রে উক্ত দুই অক্ত নামাজে মোক্তাদিকে কোরাণ পড়া আবশ্যক হইবে; তদুত্তরে বলিতেছি যে, প্রথম ইস্লামে পাঁচ অক্ত নামাজে উচ্চ শব্দে কোরাণ পড়িবার হুকুম ছিল, (সেই সময় উক্ত আয়েত নাজেল হওয়ায় মোক্তাদিকে কোরাণ শুনিবার ও নীরবে থাকিবার হুকুম ছিল); তৎপরে কোন আপত্তি বশতঃ জোহর ও আছরে উচ্চ শব্দে কোরাণ পড়া রহিত হইয়া গেল এবং উহার সমস্ত হুকুম বাকি রহিল, (অতএব নীরবে থাকার হুকুম বহাল থাকিল)।

এমাম বোখারির দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর :—

তফছির কবির চতুর্থ খণ্ড—৩৫১ পৃষ্ঠা :—

ان سكوت الامام اما ان نقول انه من الواجبات او ليس من الواجبات والاول باطل بالاجماع والثاني يقتضي ان يجوز له ان لا يسكت فبتقدير ان لا يسكت لوقرأ الماموم يلزم ان تحصل قرأة الماموم مع قرأة الامام و ذلك يفضي الى ترك الاستماع و ترك

السكوت عند قرأة الامام و ذلك على خلاف النص و ايضا فهذا السكوت ليس له حد محدود مقدار مخصوص والسكتة مختلفة بالثقل و الخفة فربما لا يتمكن الماموم من اتمام قرأة الفاتحة فى مقدار سكوت الامام رح يلزم المحذور المذكور و ايضا فالامام انما يبقى ساكتا ليتمكن الماموم من اتمام القرأة فى مقدار سكوت الامام رح ينقلب الامام ماموما والماموم اماما لان الامام فى هذا السكوت يصير كالتابع للماموم و ذلك غير جائز

এমাম রাজি বলেন, নামাজে কেরাতের মধ্যে এমামকে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকা ওয়াজেব হইবে কি না ? আলেমগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, উহা ওয়াজেব হওয়া বাতীল মত। আর যখন উহার ওয়াজেব হওয়া প্রমাণিত হইল না, তখন এমাম চুপ করিয়া না থাকিতেও পারেন, এ ক্ষেত্রে মোক্তাদি কোরাণ পড়িলে, উভয়ের কেরাত এক সময়ে হইবে, তাহাতে মোক্তাদি কোরাণ শ্রবণ করা ও নীরবে থাকা উভয় হুকুম ত্যাগ করিল। ইহা কোরাণের খেলাফ্।

আরও এমামের নীরবে থাকার পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট নাই, উহা কম বেশী হইতে পারে। অনেক সময় মোক্তাদি এমামের চুপ করিয়া থাকিবার মধ্যে ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া উঠিতেও না পারে। (তাহা হইলে এমামের কেরাত কালে ছুরা ফাতেহার অবশিষ্টাংশ পড়িতে হইবে), ইহা কোরাণের খেলাফ হইবে।

আরও এমামকে মোক্তাদিদের ছুরা ফাতেহা শেষ করিবার জন্য চুপ করিয়া থাকিতে হইলে, প্রকৃত পক্ষে এমাম, মোক্তাদি এবং মোক্তাদি, এমাম হইয়া যাইবে ; কেন না এমামকে চুপ করিয়া থাকিতে মোক্তাদির তাবেদার হইতে হইবে, ইহা জায়েজ নহে।”

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণ সমুহে এমাম বোখারির দুইটী প্রশ্ন রদ হইয়া গেল।

২য় দলীল, ছহি মোছলেম ১ম খণ্ড—১৭৪ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا فَقَالَ هُوَ صَحِيْحٌ يَعْنِيْ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا فَقَالَ هُوَ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ

"হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও কাতাদা বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমাম যে সময় কোরাণ পাঠ করেন (ছুরা ফাতেহা ইত্যাদি পড়েন), তোমরা (মোক্তাদিগণ) তখন চুপ করিয়া থাক। এমাম মোছলেম বলেন, এই হাদিছটী আমার নিকট ছহি।"

আএনি ইত্যাদি গ্রন্থে লিখিত আছে, এমাম আহ্‌মদ ও এমাম এবনে খোজায়মা উপরোক্ত হাদিছকে ছহি বলিয়াছেন। যাহারা উপরোক্ত হাদিছের দুই জন রাবি এবনে এজ্‌লান ও আবু খালেদের প্রতি সন্দেহ করেন, তাহারা অমূলক মত পোষণ করেন, কেন না এমাম আজালি এবনে এজলানকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন। কামাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এবনে-এজ্‌লান অতি বিশ্বাসী আলেম।

এমাম দারকুৎনি বলেন; এমাম মোছলেম ও বোখারি তাঁহার হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম খারেজা ও এহিয়া এই ছনদটী বর্ণনা করিয়াছেন। ছেহাহ্ ছেত্তা লেখক এমামগণ আবু খালেদের হাদিছগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম অকি বলেন, আবু খালেদ অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস-ভাজন কোন্ ব্যক্তি হইতে পারেন ? এমাম রাফিয়ী বলেন, আবু খালেদ অতি বিশ্বাসী আলেম। এমাম এবনে ছায়াদ ও এছমাইল এই ছনদটী বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, ছহি মোছলেমের উল্লিখিত হাদিছটী নিশ্চয় ছহি।

৩য় দলীল, ছহি মোছলেম ১৮৪ পৃষ্ঠা :—

فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ وَاَنْصِتْ

“খোদাতায়ালা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, যে সময় জিব্‌রাইল (আঃ) কোরাণ পাঠ করেন, আপনি শুনুন ও নীরব হইয়া থাকুন।” কোরাণ পাঠ কালে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) পয়রবি করিয়া উম্মতকেও নীরব হইয়া থাকিতে হইবে।

৪র্থ দলীল, ছহি মোছলেম—১ম খণ্ড ২১৫ পৃষ্ঠা :—

سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِىْ شَيْءٍ

“কোন ব্যক্তি হজরত জায়েদ বেনে ছাবেত (রাঃ) ছাহাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এমামের পশ্চাতে কোরাণ পড়িতে আছে কি না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এমামের পশ্চাতে (মোক্তাদিকে) কোন নামাজেই কোরাণ (ছুরা ফাতেহা বা অন্য ছুরা) পড়িতে হইবে না।”

৫ম দলীল, ছহি মোছলেম—১ম খণ্ড :— ১৭২ পৃঃ

اِنَّ النَّبِيَّ صلعم صَلَّى الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا وَلَمْ اُرِدْ بِهَا اِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيْهَا

জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) জোহর কিম্বা আছরের নামাজ পড়িতেছিলেন, এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি তাঁহার পশ্চাতে কোরাণ পড়িতে লাগিল। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) নামাজ শেষ করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ছুরা আ'লা পড়িয়াছে ? এক ব্যক্তি বলিল, আমিই পড়িয়াছি, কিন্তু সদুদ্দেশ্যে পড়িয়াছি। হজরত বলিলেন, আমি বুঝিয়াছি, তোমাদের কেহ আমার কেরাতে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে (অর্থাৎ এমন কাজ করিও না)।

৬ষ্ঠ দলীল, মিছরি ছাপা ছহি বোখারি—১ম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّهٗ اِنْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ صلعم وَهُوَ رَاكِعٌ

فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَّصِلَ اِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صلعم فَقَالَ

زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَّلَا تَعُدْ

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রুকুতে ছিলেন, এমতাবস্থায় ছাহাবা আবু বাক্রা তাঁহার নিকট আসিয়া (নামাজের) সারিতে পৌঁছিবার অগ্রে (নামাজ আরম্ভ করিয়া) রুকু করিলেন। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে এই সংবাদ জ্ঞাত করান হইলে, তিনি বলিলেন, খোদাতায়ালা (নামাজের প্রতি) তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করুন, কিন্তু তুমি আর এরূপ কাজ করিও না। (সারিতে না পৌঁছিয়া নামাজ আরম্ভ করিও না।)"

ঐ হাদিছে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আবু বাক্রা ছাহাবা ত্রস্ত ভাবে রুকু করায় ছুরা ফাতেহা পড়িতে পারেন নাই। ইহা মোহাম্মদিদের প্রধান নেতা মৌলবি ছিদ্দিক হাছান সাহেব মেছ্কোল-খেতাম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (৪ পৃষ্ঠায়) স্বীকার করিয়াছেন।

পাঠক, যদি মোক্তাদির পক্ষে এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা

পাঠ করা আবশ্যক হইত, তবে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) উক্ত ছাহাবাকে পুনরায় নামাজ পড়িতে আদেশ করিতেন।

৭ম দলীল, ছহি বোখারি ঃ—

عن ابي هريرة عن رسول الله صلعم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

"হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম যে সময় ছুরা ফাতেহা শেষ করেন, তোমরা আমিন পাঠ কর ; কেন না তোমাদের আমিন পাঠ ফেরেশ্‌তাদিগের আমিন পাঠের সহিত ঐক্য হইলে, তোমাদের পূর্ব্বের গোনাহ্ মার্জ্জনা হইবে।"

পাঠক, এই হাদিছে আমিন পাঠ করিতে আদেশ হইয়াছে, হানিফিগণ আমিন পাঠ করা ছুন্নত বলেন, কিন্তু মোহাম্মদিদের নেতা মৌলবি ছিদ্দিক হাছান সাহেব রওজা নাদিয়ার ৬৭ পৃষ্ঠায় মোক্তাদি-দের পক্ষে আমিন পাঠ করা ওয়াজেব লিখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে যদি এমাম ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া থাকেন, এবং একদল মোক্তাদি ছুরা ফাতেহা পড়িতে গিয়া ঐ সময় 'মালেকে', 'ইয়াকা' ও ইহদেনা ইত্যাদি অবধি পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা ছুরা ফাতেহা শেষ করিবেন, কিম্বা কেরাত ত্যাগ করিয়া আমিন পড়িবেন ?

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মোক্তাদিদের পক্ষে আমিন পড়িবার হুকুম হওয়া সত্ত্বেও ছুরা ফাতেহা পড়িবার হুকুম হইতে পারে না।

৮ম দলীল, মোয়াত্তায় মালেক—২৮ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ اَبِیْ نُعَیْمٍ وَهْبِ بْنِ کَیْسَانَ اَنَّهٗ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ یَقُوْلُ مَنْ صَلّٰی رَکْعَةً لَمْ یَصِلْ فِیْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ یَصِلْ اِلَّا اَنْ یَکُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ

কয়ছানের পুত্র আবু নইম অহাব বলেন, তিনি ছাহাবা হজরত জাবের বেনে আবদুল্লার (রাঃ) নিকট শুনিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা ভিন্ন এক রাকয়াত নামাজ পড়িল, তাহার নামাজ হইল না, কিন্তু যদি এমামের পশ্চাতে থাকে, (তবে তাহাকে ছুরা ফাতেহা পড়িতে হইবে না)।

৯ম দলীল, মোয়াত্তায় মালেক ২৯ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اِذَا سُئِلَ هَلْ یَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ اِذَا صَلّٰی اَحَدُکُمْ خَلْفَ الْاِمَامِ فَحَسْبُهٗ قِرَاءَةُ الْاِمَامِ وَاِذَا صَلّٰی وَحْدَهٗ فَلْیَقْرَأْ قَالَ وَکَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَا یَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ

নাফে বলিয়াছেন, লোকে যে সময় ছাহাবা হজরত আবদুল্লা বেনে ওমার (রাজিঃ) কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, এমামের পশ্চাতে (মোক্তাদিকে) কোরাণ (ছুরা ফাতেহা ইত্যাদি) পড়িতে হইবে কি না? তখন তিনি বলিতেন, তোমাদের মধ্যে যে কেহ এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়ে, এমামের কোরাণ পড়া তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে (অর্থাৎ তাহাকে ছুরা ফাতেহা বা অন্য কোন ছুরা পড়িতে হইবে না)। আর যদি একা নামাজ পড়ে, তবে তাহার

পক্ষে কোরাণ পড়া আবশ্যক। নাফে বলেন, হজরত আবদুল্লা বেনে ওমার (রাজিঃ) এমামের পশ্চাতে কোরাণ পড়িতেন না।

১০ম দলীল, ছহি আবু দাউদ, ১২০ পৃষ্ঠা ঃ—

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّى وَحْدَهُ

যে ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা ও অন্য এক ছুরা বা কয়েক আয়েত না পড়ে, তাহার নামাজ হইবে না। এমাম ছুফিয়ান বলেন, যে ব্যক্তি একা নামাজ পড়ে, তাহার পক্ষে এই ব্যবস্থা (মোক্তাদিকে কোন ছুরাই পড়িতে হইবে না)।

১১শ দলীল, ছহি তেরমজি, ৪২ পৃষ্ঠা ঃ—

مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ

"হজরত জাবের (রাজিঃ) ছাহাবা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা ভিন্ন নামাজ পড়ে, তাহার নামাজ হইবে না, কিন্তু (মোক্তা-দিকে) এমামের পশ্চাতে (ছুরা ফাতেহা পড়িতে হইবে না)।"

১২শ দলীল, ছহি নেছায়ী, ১৪৬ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

"হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমামের পয়রবি করিবার জন্যই এমাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই হেতু এমাম যে সময়

তকবির পড়েন, তোমরাও (মোক্তাদিগণ) তকবির পড়, আর এমাম যে সময় কোরাণ পড়েন, তোমরা চুপ করিয়া থাক।"

১৩শ দলীল, ছহি নেছায়ী, ১৪৬ পৃষ্ঠা :—

ترك القراءة خلف الامام فيما لم يجهر فيه عن عمران بن حصين ان النبي صلعم صلى صلوة الظهر او العصر ورجل يقرأ خلفه فلما انصرف قال ايكم قرأ بسبح اسم ربك الاعلى قال رجل من القوم انا ولم ارد بها الا الخير فقال النبي صلعم قد عرفت ان بعضكم قد خالجنيها

"(মোক্তাদিগণ) জোহর ও আছরের নামাজে এমামের পশ্চাতে কোরাণ পড়িবে না। (ইহার দলীল এই হাদিছ); এমরান বেনে হোছায়েন বলেন, নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) জোহর ও আছর পড়িয়াছিলেন এবং এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাতে কোরাণ পড়িতেছিল। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) যে সময় নামাজ শেষ করিলেন, বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ছুরা আ'লা পড়িয়াছে ? ঐ দলের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন, আমিই পড়িয়াছি, কিন্তু সদুদ্দেশ্যে পড়িয়াছি, ইহাতে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিলেন, আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ আমার কেরাতে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে।"

১৪শ দলীল, ছহি নেছায়ী, ১৪৬ পৃষ্ঠা :—

ترك القراءة خلف الامام فيما جهر به — عن ابي هريرة

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاْءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ اَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّيْ اَقُوْلُ مَالِيْ اُنَازِعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاْءَةِ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم بِالْقِرَاْءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ

"(মোক্তাদিগণ) মগরেব, এশা ও ফজরে এমামের পশ্চাতে কোরাণ (ছুরা ফাতেহা ইত্যাদি) পড়িবে না। (ইহার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদিছ) ;—হজরত আবু হোরায়রা (রাজি) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) 'জাহরিয়া' নামাজ (যে নামাজে উচ্চ শব্দে কোরাণ পড়া হয়) শেষ করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ আমার পশ্চাতে এক্ষণে কোরাণ পড়িয়াছে কি না ? এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রছুলোল্লাহ, অবশ্য আমি পড়িয়াছি। (তদুত্তরে) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমি বলিতেছি, কেন লোকে আমার কোরাণ পড়ায় বিঘ্ন ঘটায় ? (এমাম জুহরি বলেন), ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করা পর্য্যন্ত জাহরিয়া নমাজে তাঁহার পশ্চাতে কোরাণ পাঠ করা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৫শ দলীল, ছহি নেছায়ী, ১৪৬ পৃষ্ঠা ;—

فَقَالَ مَا اَرَى الْاِمَامَ اِذَا اَمَّ الْاِمَامَ اِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

"হজরত আবুদ্দারদা (রাজি) ছাহাবা বলিয়াছেন, আমার

মতে এমাম যে সময় এমামত করিবেন, তাঁহার কোরাণ পড়াতেই মোক্তাদিদের কোরাণ পড়া হইয়া যাইবে।”

১৬শ দলীল, এবনে মাজা, ৭১ পৃষ্ঠা :—

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

“হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমামের পয়রবি করিবার জন্য এমাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই হেতু এমাম যে সময় তকবির পড়েন, তোমরা (মোক্তাদিগণ) তকবির পড়, আর এমাম যে সময় কোরাণ (ছুরা ফাতেহা ইত্যাদি) পড়েন, তোমরা নীরব হইয়া থাক।”

১৭শ দলীল, এবনে মাজা, ৭১ পৃষ্ঠা :—

عَنْ اَبِیْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِیِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِذَا قَرَأَ الْاِمَامُ فَاَنْصِتُوْا

ছাহাবা হজরত আবু মুছা আশয়ারি (রাজি) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমাম যে সময় কোরাণ পড়েন, তোমরা চুপ করিয়া থাক।”

১৮শ দলীল, এবনে মাজা, ৭১ পৃষ্ঠা :—

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ

“হজরত জাবের (রাজি) ছাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনাব

হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমামের পশ্চাতে নমাজ পড়ে, এমামের কোরাণ পড়াতে তাহার কোরাণ পড়া হইয়া যাইবে।"

এমাম মোহাম্মদ "মোয়াত্তা" গ্রন্থে উপরোক্ত হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা আয়নি বলিয়াছেন, এমাম মোহাম্মদ লিখিত হাদিছটী নিশ্চয় ছহি।

এবনে হাম্মাম 'ফতহোল-কদিরে' বর্ণনা করিয়াছেন, আহ্‌মদ বেনে মনি নিজ মছনদে (হাদিছ গ্রন্থে) উপরোক্ত হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম ছনদটী এমাম বোখারি ও মোছলেমের শর্তানুযায়ী ছহি এবং দ্বিতীয় ছনদটী এমাম মোছলেমের শর্তানুযায়ী ছহি।

১৯শ দলীল, শরাহ মায়ানিয়োল-আছার ঃ—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ

"হজরত জাবের (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এক রাকআত নমাজ পড়ে এবং উহাতে ছুরা ফাতেহা না পড়ে, তাহার নামাজ হইবে না, কিন্তু এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়িতে হইবে না।"

২০শ দলীল, মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, ৯৬ পৃষ্ঠা ঃ—

اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْمَا يُجْهَرُ فِيْهِ وَفِيْمَا يُخَافَتُ فِيْهِ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَلَا فِى الْاُخْرَيَيْنِ

"নিশ্চয় হজরত এবনে মছউদ ছাহাবা যে নামাজে কোরাণ উচ্চ

শব্দে পড়া হয়, কিম্বা চুপে চুপে পড়া হয়, প্রথম দুই রেকাতে কিম্বা শেষ দুই রেকাতে এমামের পশ্চাতে কোরাণ পড়িতেন না।” উক্ত মোয়াত্তা কেতাবে হজরত ওমার, ছাদ, জায়েদ, কাছেম, আলকামা ও এবরাহিম (রাজিঃ) হইতে এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা ইত্যাদি পড়া নিষিদ্ধ হইবার অনেক হাদিছ বর্ণিত আছে।

২১শ দলীল, মছনদে আবদুর রাজ্জাক ঃ—

أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم وَ اَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرْأَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ

“মুছা বেনে আকাবা বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হজরত আবুবকর, ওমর এবং ওছমান (রাজিঃ) এমামের পশ্চাতে কোরাণ পড়িতে নিষেধ করিতেন।”

২২শ দলীল, কাশফোল-আছরার ঃ—

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عَشَرَةٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرْأَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ اَشَدَّ النَّهْيِ اَبُوبَكْرِ نِ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ الْفَارُوقُ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ

আছলামের পুত্র জায়েদ বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) দশ জন ছাহাবা এমামের পশ্চাতে কোরাণ (ছুরা

ফাতেহা বা অন্য কোন ছুরা) পড়িতে তীব্র ভাবে নিষেধ করিতেন। হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান, আলি, আবদুর রহমান, ছায়াদ, এব্নে মছউদ, জায়েদ, এব্নে ওমার ও এবনে আব্বাছ (রাজিঃ) এই দশ জন।

২৩শ দলীল, আয়নি ঃ—

قد روى منع القراءة عن ثمانين نفرا من الصحابة منهم المرتضى والعبادلة الثلثة و اساميهم عند اهل الحديث

আশি জন প্রধান প্রধান ছাহাবা এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা ইত্যাদি পড়িতে নিষেধ করিতেন, তাঁহাদের নাম হাদিছ গ্রন্থে বর্ত্তমান আছে।

মোহাম্মদি মৌলবী সাহেবদের প্রথম প্রশ্নের রদ ঃ—

—o—

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার ৬১ পৃষ্ঠায়, সরকার ইউছফ উদ্দীন সাহেব হেদায়েতল-মোকাল্লেদীনের ৪৫।৫৭ পৃষ্ঠায়, মুনশী জমিরদ্দিন সাহেব ছেরাজল-ইসলামের ৮৮ পৃষ্ঠায় ও মৌলবী জাফর আলী সাহেব বোরহানে-হকের ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন ;—

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"যে ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা না পড়িবে, তাহার নামাজ হইবে না।" এই হাদিছটী ছহি বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে আছে। আরও ছহি মোছলেম ইত্যাদি কেতাবে হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত আএশা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ثَلَاثًا

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন নমাজ পড়িতে উহাতে ছুরা ফাতেহা না পড়ে, তাহার নামাজ সম্পূর্ণ (কামেল) হইবে না, এইরূপ তিন বার বলিয়াছিলেন। ইহাতে মোক্তাদিদের ছুরা ফাতেহা পড়া ফরজ হইতেছে।

হানিফিদের উত্তর ঃ—

উপরোক্ত হাদিছে প্রমাণিত হইতেছে যে, নামাজে ছুরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজেব, কিন্তু ইহা একা নামাজির (বা এমামের) ব্যবস্থা, মোক্তাদির পক্ষে এই ব্যবস্থা নহে, কিম্বা এই হাদিছে মোক্তাদির কেরাতের হুকুম নাই।

১ম প্রমাণ, ছহি তেরমজি ৪২ পৃষ্ঠা ঃ—

وَ اَمَّا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ مَعْنٰى قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اِذَا كَانَ وَحْدَهٗ وَاحْتَجَّ بِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَيْثُ قَالَ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ

এমাম আহ্‌মদ বলিয়াছেন, "ছুরা ফাতেহা ভিন্ন নামাজ হইবে না", এই হাদিছটী একা নামাজীর জন্য কথিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ হজরত জাবের বেনে আবতুল্লা (রাজিঃ) ছাহাবার হাদিছ; কেন না তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন এক রাকয়াত নামাজ পড়িতে ছুরা

ফাতেহা না পড়েন, তাহার নামাজ হইবে না, কিন্তু যিনি এমামের পশ্চাতে থাকেন, (মোক্তাদি হয়েন) তাহাকে ছুরা ফাতেহা পড়িতে হইবে না।

২য় প্রমাণ, ছহি আবু দাউদ ১২০ পৃষ্ঠা :—

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّيْ وَحْدَهٗ

"যে ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা এবং অন্য কিছু (কয়েক আয়েত বা একটী ছুরা) না পড়েন, তাহার নামাজ হইবে না।" এমাম ছুফি-য়ান বলিয়াছেন, ইহা একা নামাজীর ব্যবস্থা।

৩য় প্রমাণ, মোয়াত্তায় মালেক ২৮ পৃষ্ঠা :—

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا وَرَاءَ الْاِمَامِ

অহাব বলেন, আমি হজরত জাবের বেনে আবদুল্লাকে (রাজিঃ) বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এক রাকয়াত নামাজ পড়িতে উহাতে ছুরা ফাতেহা না পড়েন, তাঁহার নামাজ হইবে না, কিন্তু এমামের পশ্চাতে (মোক্তাদিকে) উহা পড়িতে হইবে না।

৪র্থ প্রমাণ, সরাহ মায়ানিয়োল-আছার ১২৮ পৃষ্ঠা :—

عَنِ النَّبِيِّ صلعم اَنَّهٗ قَالَ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا وَرَاءَ الْاِمَامِ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন এক রাকায়াত নামাজ পড়িতে ছুরা ফাতেহা না পড়ে, তাহার নামাজ

হইবে না, কিন্তু মোক্তাদিকে এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়িতে হইবে না।”

৫ম প্রমাণ, ছহি মোছলেম ১৬৯ পৃষ্ঠা ও কেরাত খালফোল-এমাম ২১ পৃষ্ঠা ঃ—

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا ۔ اَمَرَنِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اَنْ اُنَادِيَ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَاْءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা এবং আরও বেশী কিছু (কয়েক আয়েত বা অন্য একটী ছুরা) না পড়ে, তাহার নমাজ হইবে না।”

পাঠক, এই হাদিছে ছুরা ফাতেহা এবং অন্য এক ছুরা (বা কয়েক আয়েত) পড়িবার হুকুম হইয়াছে, এক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা মোক্তাদির জন্য হইতে পারে না ; কেন না কেহই মোক্তাদির পক্ষে অন্য ছুরা পড়িবার ব্যবস্থা স্বীকার করেন না, কাজেই উপরোক্ত হাদিছ একা নামাজির জন্য কথিত হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত।

হানিফিদের প্রশ্ন ঃ—

ছহি বোখারি (মিছরি ছাপা) ৮৯ পৃষ্ঠা ও ছহি মোছলেম ১৭০ পৃষ্ঠা ঃ—

ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن

“(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, কোরাণের যাহা কিছু তোমার পক্ষে সহজ হয়, তুমি তাহাই পাঠ কর।”

ছহি আবু দাউদ ১১৯* পৃষ্ঠা ও কেরাত খালফোল-এমাম ২৪ পৃষ্ঠা ঃ—

لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد

"কোরাণ ভিন্ন নামাজ হইবে না, যদিও ছুরা ফাতেহা বা অন্য কিছু হয়।"

উপরোক্ত হাদিছ দ্বয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, নামাজে ছুরা ফাতেহা পড়া আবশ্যক নহে, কোরাণের অন্য কোন অংশ পড়িলে, নামাজ জায়েজ হইবে।

ছহি মোছলেম ১৬৯ পৃষ্ঠা, ছহি তেরমজি ৪২ পৃষ্ঠা ও এবনে মাজা ৬০।৬১ পৃষ্ঠা :—

من صلى صلوة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج غير تمام

"যে ব্যক্তি নামাজ পড়িতে ছুরা ফাতেহা না পড়ে, তাহার নামাজ অসম্পূর্ণ হইবে।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ছুরা ফাতেহা না পড়িলে, নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু নাকিছ (অসম্পূর্ণ) হইবে।

ছহি বোখারি (মিছরি ছাপা) ৮৮ পৃষ্ঠা ও ছহি মোছলেম ১৬৯ পৃষ্ঠা :—

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

"যে ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা না পড়ে, তাহার নামাজ হইবে না।"

এ হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, ছুরা ফাতেহা না পড়িলে নামাজ জায়েজ হইবে না।

ছহি মোছলেম ১৬৯ পৃষ্ঠা ও ছহি আবু দাউদ ১১৯ পৃষ্ঠা :—

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا — لا صلوة الا بقرأ ة فاتحة الكتاب فما زاد

"ছুরা ফাতেহা, আরও বেশী কিছু (কয়েক আয়েত) না পড়িলে, নামাজ হইবে না।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ছুরা ফাতেহার সহিত অন্য কয়েক আয়েত যোগ না করিলে, নামাজ জায়েজ হইবে না।

ছহি মোছলেম ১৭০ পৃষ্ঠা :—

ان زدت عليها فهو خير

"ছুরা ফাতেহার সহিত অন্য কিছু পড়া উত্তম।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ছুরা ফাতেহার সহিত অন্য কিছু না পড়িলে, নামাজ জায়েজ হইবে।

এক্ষণে আমরা মোহাম্মদি মৌলবি ছাহেবগণকে জিজ্ঞাসা করি, ছেহাহ্ ছেত্তার উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার হাদিছগুলির মধ্যে কোন্ কোন্টী সত্য ও কোন্ কোন্টী বাতীল, তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

মোহাম্মদিদের দ্বিতীয় প্রশ্নের রদ :—

—o—

মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ৬১ পৃষ্ঠায়, ও সরকার ইউছোফ উদ্দীন সাহেব হেদায়েতল-মোকাল্লেদীনের ৪৫ পৃষ্ঠায় ও মুন্শী জমিরুদ্দীন সাহেব ছেরাজল-ইস্‌লামের ৮৮ পৃষ্ঠায় ছহি মোছলেম ও মেশ্‌কাত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) মোক্তাদিকে এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা মনে মনে পড়িতে বলিয়াছেন।

হানিফিদের উত্তর ;—

উপরোক্ত কেতাবে আছে, কেহ হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) ছাহাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়িব কি না ? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,

اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ

'তুমি উহা হৃদয়ের মধ্যে পাঠ কর।"

জেল্লোল-গামামে লিখিত আছে ঃ—

المراد من القرأة ههنا القرأة في النفس والاخطار بالبال من دون ان يتلفظ بهـا اى احضر معانيهـا فى نفسک و تدبر فيها حين يقرأ ها الامام كذا قال الزرقاني في معناه عن عيسى و ابن نافع

এমাম জারকানি এমাম ইছা ও এবনে নাফে হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত আবু হোরায়রার কথার মর্ম্ম এই যে, মুখে চুপে চুপে ছুরা ফাতেহা পড়িবে না, বরং মনে মনে উহার অর্থ চিন্তা করিবে ও মর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করিবে।"

ইহাতে এমামের পশ্চাতে মোক্তাদিদের ছুরা ফাতেহা পাঠ করা প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ছহি মোছলেমের ১৭৪ পৃষ্ঠার উক্ত হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় এমাম কোরাণ পড়েন, তোমরা (মোক্তাদিগণ) চুপ করিয়া থাক।"

ইহাতে মোক্তাদি দিগের ছুরা ফাতেহা পড়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব যে হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) এমামের পশ্চাতে মোক্তাদি দিগের ছুরা ফাতেহা পড়া নিষিদ্ধ হইবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনিই কি হাদিছের বিরুদ্ধে মোক্তাদি দিগকে ছুরা ফাতেহা পড়িবার উপদেশ দিতে পারেন?

তৃতীয় কথা এই যে, হজরত আবুবকর, ওমার ওছমান, আলি, এব্‌নে মছউদ, এব্‌নে আব্বাছ, এব্‌নে ওমার, জায়েদ, জাবের, আবু মুছা, আবুদ্দারদা, ছায়াদ ও আবদুর রহমান (রাজিঃ)

প্রভৃতি বহু সংখ্যক ছাহাবা এমামের পশ্চাতে মোক্তাদিদিগকে ছুরা ফাতেহা পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।

একা হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) ছাহাবার মত তাঁহাদের বিরুদ্ধে দলীল হইতে পারে না।

মোহাম্মদিদের তৃতীয় প্রশ্নের রদ ঃ—

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব বঙ্গানুবাদ কোরাণের ২৭৮ পৃষ্ঠার টীকায়, উক্ত মৌলবি সাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার ৬১ পৃষ্ঠায়, মৌলবি জাফর আলি সাহেব বোরহানে-হক পুস্তকের ৪।৬ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছোফ উদ্দীন সাহেব হেদায়েতল-মোকাল্লেদীনের ৪৭।৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আবু দাউদ, তেরমজি ও নেছায়ীতে আছে, "হজরত ওবাদা বলেন, আমরা (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) পশ্চাতে ফজরের নমাজ পড়িতে ছিলাম, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কোরাণ পড়িতে লাগিলেন, ইহাতে কোরাণ পড়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। তৎপরে তিনি নামাজ শেষ করিয়া বলিলেন, বোধ হয় তোমরা এমামের পশ্চাতে কোরাণ পড়িয়া থাক, আমরা বলিলাম ইয়া নবি করিম (ছাঃ), অবশ্য আমরা পড়িয়া থাকি। তিনি বলিলেন, ছুরা ফাতেহা ভিন্ন আর কিছুই পড়িও না; কেন না যে ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা না পড়ে, তাহার নামাজ হইবে না।" মোহাম্মদিগণ বলেন, ইহাতে মোক্তাদির ছুরা ফাতেহা পাঠ করা সাব্যস্ত হইতেছে।

হানিফিদের উত্তর ঃ—

এই হাদিছটী জইফ, ফাতেহা পড়িবার কথাটী সত্য নহে, কেন না এই ওবাদার হাদিছটী তিন ছনদে বর্ণিত হইয়াছে ;—

প্রথম ছনদে মোহাম্মদ বেনে ইস্‌হাক নামক এক ব্যক্তির নাম আছে। তকরিব গ্রন্থে আছে ;—

محمد بن اسحق يدلس ورمى بالتشيع والقدر

"মোহাম্মদ বেনে ইসহাক ইস্‌নাদ (রাবিদের নাম) গোপন করিতেন। ঐ ব্যক্তি শিয়া ও কাদরিয়া ছিলেন।"

মিজানোল এতেদাল গ্রন্থে আছে ;—এহিয়া কাত্তান, মোহাম্মদ বেনে ইস্‌হাককে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। ছোলায়মান তাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিয়াছেন। এমাম মালেক তাঁহাকে দাজ্জাল বলিয়াছেন। দারকুৎনি ও নেছায়ী তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়াছেন। আরও ইনি এই হাদিছটী 'আনয়ানা (১) ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম নাবাবি লিখিয়াছেন ;—

قد اتفقوا على ان المدلس لا يحتج بعنعنته

সমস্ত বিদ্বান্ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইস্‌নাদ গোপনকারী ব্যক্তি যে হাদিছটী আনয়ানা ভাবে বর্ণনা করেন, উহা দলীল হইতে পারে না, বিশেষতঃ যিনি এরূপ দোষান্বিত ব্যক্তি তাঁহার বর্ণিত হাদিছ কিছুতেই ছহি হইতে পারে না।

দ্বিতীয় ছনদে নাফে নামক এক ব্যক্তির নাম আছে। তকরিব গ্রন্থে আছে ;—

نافع بن محمود مستور

নাফে এক জন অপরিচিত লোক। আল্লামা জয়লয়ি লিখিয়াছেন ;—

قد ضعفه جماعة منهم احمد بن حنبل

এক দল বিদ্বান্, বিশেষতঃ এমাম আহমদ 'নাফে'কে জইফ (অযোগ্য) বলিয়াছেন। তাহা হইলে এই হাদিছটী ছহি হইতে পারে না।

---

(১) আমি অমুকের নিকট শুনিয়াছি বা অমুক আমাকে সংবাদ দিয়াছেন "না বলিয়া" যদি কেহ বলেন, এই হাদিছটী অমুক হইতে, তবে ইহাকে "আনয়ানা" বলে।

তৃতীয় ছনদে মকহুল নামক এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে, এই মকহুল হজরত ওবাদার (রাজিঃ) সহিত সাক্ষাত করেন নাই, তাহা হইলে এই হাদিছটীও ছহি হইতে পারে না।

দ্বিতীয় উত্তর ;—

এমাম মালেক, আহ্মদ, আবু দাউদ, তেরমজি, নেছায়ী ও ও এবনে মাজা এই হাদিছটী হজরত আবু হোরায়রা ছাহাবার ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرْأَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِي اَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم قَالَ اِنِّي اَقُوْلُ مَالِي اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرْأَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ بِالْقِرْأَةِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم

"হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম কোন জাহরিয়া নামাজ (যে নামাজে উচ্চ শব্দে কোরাণ পড়া হয়) শেষ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে কি কেহ এই সময় আমার সঙ্গে কোরাণ পড়িয়াছে ?" তদুত্তরে এক জন লোক বলিল, "ইয়া রছুলোল্লাহ, অবশ্য আমি পড়িয়াছি।" (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমি বলিতেছি, কি আশ্চর্য্য, লোকে আমার সহিত কোরাণ পড়াতে বিরোধ ঘটায়।" তৎপরে ছাহাবাগণ (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হইতে

এই নিষেধ বাক্য শুনা অবধি জাহরিয়া নামাজে তাঁহার পশ্চাতে কোরাণ পড়িতেন না।"

পাঠক, এই হাদিছে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) মোক্তাদিগণকে এমামের পশ্চাতে কোরাণ পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ছাহাবাগণ জাহ্‌রিয়া নামাজে এমামের পশ্চাতে কোরাণ পড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত হজরত ওবাদার (রাজিঃ) হাদিছ এবং এই হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) হাদিছ একই ঘটনা স্থিরীকৃত হইয়াছে, কিন্তু হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) ছনদে ছুরা ফাতেহা পড়িবার কোনই কথা নাই, বরং ছুরা ফাতেহা ইত্যাদি পড়িবার নিষেধাজ্ঞা আছে, আর হজরত ওবাদার (রাজি) তিন ছনদে ছুরা ফাতেহা পড়িবার হুকুম আছে।

বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন,

زيادة الثقة مقبولة

বিশ্বাস ভাজন লোক কোন বেশী কথা বলিলে, উহা গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু অবিশ্বাসী লোকের কথা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না।

আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত ছনদের এক এক জন রাবি (হাদিছ প্রকাশক) দোষান্বিত, তাহা হইলে ফাতেহা পড়ার কথাটী বাতীল। সেই হেতু এমাম এহিয়া বেনে ময়ীন বলিয়াছেন, হজরত ওবাদার (রাজিঃ) হাদিছ জইফ্‌ ও ফাতেহা পড়ার কথা ছহি নহে। এক্ষণে মোহাম্মদিদের তৃতীয় প্রশ্নের রদ হইয়া গেল।

মোহাম্মদী মুন্‌শী ছাহেবের বাতীল কেয়াছ।

—o—

সরকার ইউছফ উদ্দীন সাহেব হেদায়েতুল মোকাল্লেদীনের ৪৪। ৫০।৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কোরাণ শরিফে আছে, "যে সময়

কোরাণ পাঠ করা হয়, তখন তোমরা শ্রবণ কর এবং চুপ করিয়া থাক।" হাদিছে আছে, "যে সময় এমাম কেরাত পড়েন, তোমরা চুপ করিয়া থাক।" আরও হাদিছে আছে, "এমাম কেরাত করিলে, মোক্তাদির কেরাত হইয়া যাইবে। উপরোক্ত আয়েতে ছুরা ফাতেহা পড়া নিষিদ্ধ হয় নাই। কেরাত শব্দের অর্থ অন্য কোন ছুরা পড়া, ফাতেহা পড়াকে কেরাত বলে না। মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী মরহুম মগ্‌ফুর মেক্‌তাহোল জান্নাতে লিখিয়াছেন, ছুরা ফাতেহা কেরাত মধ্যে গণ্য নহে।

হানিফিদের উত্তর :—

কেরাত শব্দের অর্থ পাঠ করা ও কোরাণ পাঠ করা। মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী মরহুম মগ্‌ফুর উক্ত কেতাবে লিখিয়াছেন,

قراءت کہتے ہیں قرآن پڑھنے کو

"কোরাণ পড়াকে কেরাত বলে।" ছুরা ফাতেহা বা কোরাণের কোন অংশ পড়াকে কেরাত বলে। মুন্সী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, ছুরা ফাতেহা পড়াকে কেরাত বলে না, অন্য ছুরা পড়াকে কেরাত বলে, ইহা আপনি কোরাণ হাদিছ বা অভিধানে কোথায় কোথায় দেখিয়াছেন? আপনারা বলিয়া থাকেন, কেয়াছ করা হারাম, কেয়াছ করিলে ইব্‌লিছের সঙ্গী হইতে হইবে, কেয়াছি মসলা পায়খানায় ফেলিয়া দিতে হইবে। পুনরায় আপনি এইরূপ বাতীল কেয়াছ করিয়াছেন, আপনার পক্ষে কি হুকুম হইবে?

মৌলবি জাফর আলী সাহেব বোরহানে-হক পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক নামাজে কেরাত পড়িতে হইবে, ইহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক নামাজে ছুরা ফাতেহা পড়িতে হইবে। হে সরকার ভাই সাহেব, আপনাদের মোরশেদ মৌলবি সাহেব ছুরা ফাতেহা পড়াকেও

কেরাত মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনার মত বাতিল হইয়া গেল।

আরও দেখুন, সর্ব্বজন মানিত এমাম বোখারি সাহেব লিখিয়াছেন, মিছরি ছাপা ছহি বোখারি ৮৮ পৃষ্ঠা ঃ—

وُجُوبُ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا

"সমস্ত নামাজে এমাম ও মোক্তাদিকে কেরাত পড়া ওয়াজেব।" যদি মুন্‌শী সাহেবের মতে ফাতেহা পড়া কেরাত না হয়, বরং অন্য ছুরা পড়া কেরাত হয়, তবে এমাম বোখারি সাহেবের কথার মর্ম্ম এইরূপ হইবে, মোক্তাদি ও এমামের পক্ষে ছুরা ফাতেহা পড়া ওয়াজেব নহে, অবশ্য অন্য কোন ছুরা পড়া উভয়ের পক্ষে ওয়াজেব। ইহা ভ্রমাত্মক অর্থ।

ছহি মোছলেমের ১৭০ পৃষ্ঠায় ও কেরাত খালফাল এমামের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

فِي كُلِّ صَلَوةٍ قِرَاءَةٌ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

প্রত্যেক নামাজে কেরাত করিতে হইবে, যদিও ছুরা ফাতেহার কেরাত হয়। এই হাদিছে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, ছুরা ফাতেহা পড়াকেও কেরাত বলে। এক্ষেত্রে প্রশ্নোল্লিখিত হাদিছ দুইটীর এরূপ ছহি মর্ম্ম হইবে ;—এমাম যে সময় ছুরা ফাতেহা বা অন্য কোন ছুরা পড়েন, মোক্তাদিগণ চুপ করিয়া থাকিবেন। এমাম ছুরা ফাতেহা বা অন্য কোন ছুরা পড়িলে, মোক্তাদিদের পড়া হইয়া যাইবে।

উক্ত আয়েতটী অধিকাংশ আলেমের মতে নামাজে এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা বা অন্য কোন ছুরা পড়া নিষিদ্ধ হইবার জন্য নাজিল হইয়াছে, তাহা হইলে আয়েতের ছহি মর্ম্ম এই হইল, এমাম যে সময় ছুরা ফাতেহা বা অন্য ছুরা পড়েন, তোমরা শ্রবণ কর ও চুপ করিয়া থাক। পাঠক, এক্ষণে মুন্‌শী সাহেবের দাবি বাতিল হইয়া গেল।

মোহাম্মদী লেখক দ্বয়ের তহরিফ।

—০—

মৌলবি জাফর আলি সাহেব বোরহানে-হকের ৫ পৃষ্ঠায় হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) হাদিছের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; হাদিছটী এই ঃ—"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) জাহ্‌রিয়া নামাজ শেষ করিয়া বলিলেন, এক্ষণে তোমাদের মধ্যে কেহ কি আমার সহিত কোরাণ পড়িয়াছে ? তদুত্তরে এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রছুলোল্লাহ্, অবশ্য পড়িয়াছি। (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমি বলিতেছি, কেন লোকে আমার সহিত কোরাণ পড়ায় বিরোধ করে ? রাবি বলেন, যখন লোক (ছাহাবা-গণ) (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হইতে এই কথা শুনি-লেন, তখন হইতে তাঁহারা আর জাহ্‌রিয়া নমাজে (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) সঙ্গে কোরাণ পড়িতেন না।"

মৌলবী সাহেব ইহার এইরূপ মর্ম্ম লিখিয়াছেন, সুরা ফাতেহা চুপে চুপে পড়িতে হইবে, উচ্চ শব্দে সুরা ফাতেহা পড়া নিষিদ্ধ। পাঠক, হাদিছে এইরূপ কোন কথা নাই, মৌলবী ছাহেব গড়িয়া পিটিয়া এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন।

ছহি মোছলেম ও নেছায়ী হইতে হজরত এমরান ছাহাবার হাদিছে ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক জন লোক জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) পশ্চাতে জোহর কিম্বা আছরের নমাজে একটী সুরা পড়িয়াছিল, তাহাতে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়া-ছিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমার কেরাতে আমার অন্তঃ-করণে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মোক্তাদি জোহর কিম্বা আছরের নমাজে, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) পশ্চাতে চুপে চুপে কোরাণ পড়িলেও তাঁহার অন্তঃকরণে অশান্তির সৃষ্টি হইত।

মেশ্‌কাতের ৩৯ পৃষ্ঠায় ছহি নেছায়ী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এক সময় ফজরের নামাজ পড়িতে ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার কোরাণ পড়ায় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। তৎপরে তিনি নামাজ শেষ করিয়া বলিলেন,—"যাঁহারা আমার সঙ্গে নামাজ পড়েন, তাঁহারা কি জন্য সুচারু রূপে অজু গোছল করেন না? ইঁহারা আমার কোরাণ পাঠে বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন।" এই হাদিছে প্রমাণিত হইল যে, মোক্তাদিগণ উচ্চ রবে কোরাণ না পড়িলেও, অন্য কারণে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কোরাণ পাঠে বিঘ্ন ঘটিত।

পাঠক, প্রথমোল্লিখিত হাদিছের ছহি মর্ম্ম এই যে, এক জন ছাহাবা চুপে চুপে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) পশ্চাতে কোরাণ পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পবিত্র আলোকময় হৃদয়ে উহার প্রতিবিম্ব পড়ায়, কোরাণ পড়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল; সেই হেতু তিনি বলিয়াছিলেন, আমার কোরাণ পড়া সত্ত্বেও তোমরা কি জন্য কোরাণ পড়িয়া বিরোধ ভাব প্রকাশ করিতেছ? ইহা শুনিয়া সেই দিন হইতে ছাহাবাগণ কোরাণ পড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, মোক্তাদিগণের পক্ষে এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা বা অন্য কোন সুরা চুপে চুপে পড়াও নিষিদ্ধ।

মোহাম্মদী মৌলবী সাহেবের প্রশ্ন।

মৌলবী জাফর আলী সাহেব বোরহানে হকের ৪।৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আবুদ্ দারদা (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, প্রত্যেক নামাজে কেরাত পড়িতে হইবে।

হানিফিদের উত্তর ঃ—

ছহি নেছায়ীতে উক্ত আবু দারদা হইতে বর্ণিত আছে ;—

فقال ما ارى الامام اذا ام الامام كفاهم

"আমি বিশ্বাস করি, এমাম কেরাত পড়িলে, মোক্তাদিদের কেরাত পড়া হইয়া যাইবে।"

আরও ছহি মোছলেম হইতে বর্ণিত হইয়াছে ;—

وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

"এমাম যে সময় কোরাণ পড়েন, তোমরা (মোক্তাদিগণ) চুপ করিয়া থাক।"

মোহাম্মদী মৌলবী সাহেবের মহা জাল।

—০—

মোহাম্মদী মৌলবী জাফর আলী সাহেব বোরহানে-হক-পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠায় ছহি মোছলেম হইতে এই হাদিছটী লিখিয়াছেন ;—

مَنْ صَلّٰى خَلْفَ اِمَامٍ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"যিনি এমামের পশ্চাতে নামাজ পড়েন, তাঁহার ছুরা ফাতেহা পড়া উচিত।" পাঠক, অবিকল এই হাদিছটী ছহি মোছলেমে নাই। মৌলবী সাহেব উক্ত হাদিছটী কোথা হইতে পাইলেন, তাহাই আমাদিগকে অবগত করাইয়া, নিজ সত্যপরায়ণতা সপ্রমাণ করিবেন।

হাদিছের বিরুদ্ধে মৌলবী আব্বাছ আলী ছাহেবের কেয়াছ ও মোহাম্মদিদের আহ্লে হাদিছ হইবার দাবির রদ।

—০—

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব সন ১৩১৫ সালের মুদ্রিত মাছায়েলে জরুরিয়ার ৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এমাম বোখারি রেছালা কেরাত খালফাল এমামে লিখিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি ছুরা ফাতেহা না পড়িয়া এমামের রুকুতে দাখিল হয়, তবে তাহার সেই রাকয়াত জায়েজ হইবে না।"

পাঠক, এই মতটী হাদিছের খেলাফ মত, মৌলবি সাহেব কি জন্য ছহি বোখারি ও আবু দাউদের হাদিছের খেলাফ করিলেন? ছহি বোখারি ১০৮ পৃষ্ঠা :—

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ صلعم وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَّصِلَ اِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

আবুবাকরা নামক ছাহাবা (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কে রুকুতে দেখিয়া সারিতে পৌঁছিবার অগ্রে নামাজ আরম্ভ করিয়া রুকু করিয়াছিলেন। (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কে ইহা অবগত করান হয়, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, খোদাতায়ালা নামাজের প্রতি তোমার আশক্তিকে আরও বেশী করুন, কিন্তু তুমি নামাজের সারিতে না পৌঁছিয়া আর নামাজ আরম্ভ করিও না।" পাঠক, হজরত আবুবাকরা ছাহাবা (রাজি) ত্রস্ত ভাবে নামাজে দাখিল হওয়ায় ছুরা ফাতেহা পড়িতে পারেন নাই সুনিশ্চিত; ইহাতে

স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি কোন মোক্তাদি ছুরা ফাতেহা না পড়িয়া রুকু করেন, তবে তাহার সেই রাকয়াত জায়েজ হইবে। আর যদি উহা জায়েজ না হইত, তবে (জনাব হজরত) নবি করিম তাঁহাকে উহা পুনরায় পড়িতে বলিতেন। মোহাম্মদী মৌলবী ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'মেছকোল খেতামে'র দ্বিতীয় খণ্ডে (৪০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, উক্ত হাদিছ অনুযায়ী প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন মোক্তাদি ছুরা ফাতেহা না পড়িয়া রুকু করিলে, তাহার সেই রাকয়াত জায়েজ হইবে।

মেশ্কাত ১০২ পৃষ্ঠায় ছহি আবুদাউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে :—

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِذَا جِئْتُمْ اِلَی الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهُ شَیْئًا وَمَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "তোমরা নামাজের জন্য আসিয়া আমাদিগকে ছেজদায় পাইলে, তোমরাও ছেজ্দা কর, কিন্তু সেই ছেজদাকে রাকয়াত বলিয়া গণ্য করিও না। যে ব্যক্তি রুকু পাইল, সে ব্যক্তি রাকয়াতও পাইল।" এই হাদিছ হইতেও প্রমাণিত হইল যে, কোন মোক্তাদি ছুরা ফাতেহা না পড়িয়া রুকু করিলে, সেই রাকয়াত জায়েজ হইবে, কিন্তু মোহাম্মদি মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব এমাম বোখারির কেয়াছের পয়রবি করিয়া (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছ ত্যাগ করিয়াছেন। মোহাম্মদিগণ হানিফি দিগকে 'আহ্লে কেয়াছ' বলিয়া থাকেন, এখন দেখিতেছি, তাঁহারাও 'আহ্লে-কেয়াছ' হইলেন।

২য়, কেরাত খালফাল এমাম পুস্তক ৯ পৃষ্ঠা :—

نَقُوْلُ يُقْرَءُ خَلْفَ الْاِمَامِ عِنْدَ السَّكَتَاتِ ٭

ছহি তেরমজি ৪২ পৃষ্ঠা :—

اختار اصحاب الحديث ان لا يقرأ الرجل اذا جهر الامام بالقرأة و قالوا يتبع سكتات الامام

এমাম বোখারি ও তেরমজি বলিয়াছেন ;—

"আহ্‌লে-হাদিছগণের মত এই যে, এমাম যে সময় কোরাণ পড়েন, মোক্তাদি সেই সময় ছুরা ফাতেহা পড়িবেন না, বরং যে যে সময় একটু একটু চুপ করিয়া থাকেন, মোক্তাদিও সেই সেই সময় একটু একটু করিয়া ছুরা ফাতেহা পড়িয়া শেষ করিবেন।

পাঠক, হানিফিগণ বলেন, মোক্তাদি এমামের পশ্চাতে কোন ছুরা পড়িতে পারিবে না, ইহার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছেন।

মোহাম্মদিগণ আহ্‌লে হাদিছ হইবার দাবি করা সত্বেও মোক্তাদিকে এমামের কোরাণ পড়ার সময়েও ছুরা ফাতেহা পড়িতে ব্যবস্থা দিয়া, এমাম বোখারি প্রভৃতি হাদিছজ্ঞ বিদ্বানদের মত ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে মোহাম্মদিদিগের আহ্‌লে হাদিছ হইবার দাবি রদ্দ হইয়া গেল।

মোহাম্মদী মুন্‌শী সাহেবের প্রশ্ন ,—

—০—

সরকার ইউছফ উদ্দীন সাহেব হেদায়েতল-মোকাল্লেদীনের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছহি বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত আছে, ছুরা ফাতেহা ভিন্ন নামাজ জায়েজ হইবে না, ইহাতে ছুরা ফাতেহা পড়া ফরজ সাব্যস্ত হইতেছে, কিন্তু হানিফিগণ বলেন, ছুরা ফাতেহা

পড়া ফরজ নহে এবং উহা না পড়িলেও নামাজ জায়েজ হইতে পারে। ইহা হাদিছের খেলাফ্।

হানিফিদের উত্তর ঃ—

ছহি বোখারি ও মোছলেমে আছে ;—

فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

"কোরাণের যাহা কিছু সহজ হয়, তাহাই পড়।"

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নামাজে কোরাণের কোন এক অংশ পড়া ফরজ।

ছহি মোছলেমে আছে ;—

فِي كُلِّ صَلٰوةٍ قِرَاءَةٌ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"প্রত্যেক নামাজে কোরাণ পড়িতে হইবে, ছুরা ফাতেহা হউক, বা অন্য কোন ছুরা হউক।"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ছুরা ফাতেহা পড়া ফরজ নহে।

ছহি মোছলেমে আছে ;—

مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ

"যে ব্যক্তি বিনা ছুরা ফাতেহা কোন নামাজ পড়ে, তাহার নামাজ অসম্পূর্ণ (নাকেছ) হইবে।" ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ছুরা ফাতেহা পড়া ফরজ নহে, বরং ওয়াজেব হইবে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের জন্য হানিফিগণ বলেন, কোরাণের কোন একাংশ পড়া ফরজ এবং খাস্ ছুরা ফাতেহা পড়া ওয়াজেব হইবে, উহা পড়া ফরজ নহে।

মোহাম্মদিগণ হাদিছ পড়িবার দাবি করেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে

উহা বুঝিতে না পারিয়া অনর্থক হানিফিদের প্রতি কলঙ্কারোপ করিয়া থাকেন।

পাঠক, ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, উপরোক্ত ফরজ, ওয়াজেবের ব্যবস্থা একা নামাজি বা এমামের জন্য, মোক্তাদির পক্ষে কিছুই পড়া ফরজ, ওয়াজেব নহে।

আমিন চুপে চুপে পড়িবার দলীল।

—o—

১ম দলীল, ছহি মোছ্তাদরেক ঃ—

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلعم فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا وَلَفْظُ الْحَاكِمِ فِي كِتَابِ الْقِرَاءَاتِ وَخَفَضَ بِهِ صَوْتَهُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

হজরত ওয়াএল (রাজিঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সঙ্গে নামাজ পড়িয়াছিলেন, ইহাতে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া চুপে চুপে 'আমিন' পড়িয়াছিলেন। এমাম হাকেম বলেন, যদিও এমাম বোখারি ও মোছলেম এই হাদিছটী নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেন নাই, তথাচ ইহার ছনদ ছহি।

২য় দলীল, মোছনাদে এব্নে আবি শায়বা ঃ—

عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ

فَقَالَ آمِيْنَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া চুপে চুপে আমিন পড়িতেন।"

এই হাদিছটী বোখারি ও মোছলেমের শর্তানুযায়ী ছহি।

৩য় দলীল, মেশ্‌কাতের ৭৮ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ, তেরমজি, এবনে মাজা ও দারমি হইতে বর্ণিত হইয়াছে ;—

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَصَدَّقَهُ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ

ছোমরা বেনে জোন্দোব বলেন, নিশ্চয় তিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে দুইবার চুপ করিয়া থাকিবার কথা স্মরণ রাখিয়াছেন, একবার যে সময় তিনি তকবির পড়িতেন, আর একবার যে সময় তিনি ছুরা ফাতেহা শেষ করিতেন। ওবাই বেনে কা'ব এই হাদিছটী সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

মেরকাত গ্রন্থে আছে ;—

قال الطيبي الشافعي الاظهر ان السكتة الاولى للثناء والسكتة الثانية للتامين

শাফিয়ী মতাবলম্বী এমাম তিবি বলিয়াছেন, এই হাদিছে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) প্রথমবার ছানা পড়িতে চুপ করিতেন এবং দ্বিতীয় বার আমিন পড়িতে চুপ করিতেন।

৪র্থ দলীল, মছনদে-আহ্‌মদ :—

قَالَ آمِين وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) চুপে চুপে আমিন পড়িতেন।

৫ম দলীল, আবু দাউদ তায়ালাছি :—

فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِين وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া চুপে চুপে আমিন পড়িতেন।

৬ষ্ঠ দলীল, আবু ইয়ালি মুছেলি :—

فَقَالَ آمِين وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) চুপে চুপে আমিন পড়িতেন।

৭ম দলিল, মোহাল্লি :—

قَالَ آمِين وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া চুপে চুপে আমিন পড়িতেন।

৮ম দলীল, দারকুৎনি :—

قَالَ آمِين وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) আমিন মনে মনে পড়িতেন।

৯ম দলীল, তেবরানি :—

قَالَ آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ

(জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) চুপে চুপে আমিন পড়িতেন।

১০ম দলীল, তহজিবোল আছার ঃ—

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ يَجْهَرَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا بِآمِيْنَ

এমাম তিবরি হজরত আবু ওয়াএলের ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ওমার ও আলি (রাজিঃ) বিছমিল্লাহ ও আমিন চুপে চুপে পড়িতেন।

১১শ দলীল, তাহাবি, এবনে শাহিন ও এবনে জরির ;—

قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ

قَالَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ لَا يَجْهَرَانِ بِالْبَسْمَلَةِ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا

بِالتَّأْمِيْنِ

এমাম জালালুদ্দিন ছিউতি "জোময়োল-জাওয়ামে" কেতাবে উক্ত তিন খণ্ড কেতাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ওমার ও আলি (রাজি) 'বিছমিল্লাহ,' 'আউজো বিল্লাহ' ও 'আমিন' চুপে চুপে পড়িতেন।

১২শ দলীল, কেতাবোল আছার ঃ—

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ قَالَ أَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْإِمَامُ التَّعَوُّذُ

وَبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَآمِيْنَ

এমাম মোহাম্মদ এমাম নখয়ী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম

"আউজো বিল্লাহ,' 'বিছ্‌মিল্লাহ,' 'ছানা' ও 'আমিন' এই চারিটী চুপে চুপে পড়িবেন।

১৩শ দলীল, মছনদে এবনে আবি শায়বা :—

قَالَ عَبْدُاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْاِمَامُ اَلتَّعَوُّذُ وَالثَّنَاءُ وَالتَّسْمِيَةُ وَالتَّامِيْنَ

ফতহোল কদিরে উক্ত কেতাব হইতে বর্ণিত আছে ;—হজরত আবদুল্লা বেনে মছউদ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, এমাম 'আউজো বিল্লাহ,' 'ছানা', 'বিছমিল্লাহ,', ও 'আমিন' এই চারিটী চুপে চুপে পড়িবেন।

১৪শ দলীল, তফছির বয়জাবি ;—

رَوَى الْاِخْفَاءَ عَبْدُاللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ وَاَنَسٌ رض

হজরত আবদুল্লা বেনে মোগাফ্‌ফাল ও আনাছ (রাজিঃ) আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৫শ দলীল, ছহি তেরমজি ৩৪ পৃষ্ঠা :—

شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ اَبِي الْعَنْبَسِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَرَاَ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

এমাম শো'বা ছাল্‌মা হইতে, তিনি হোজ্‌র আবিল আম্বাছ হইতে, তিনি আলকামা হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা ওয়াএল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া চুপে চুপে আমিন পড়িয়াছিলেন।

এমাম তেরমজি ও সরকার ইউছুফ উদ্দীন সাহেবের প্রশ্ন ঃ—

এমাম আবু ইছা ছহি তেরমজির ৩৪ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছোফ উদ্দীন সাহেব হেদায়েতল-মোকাল্লেদীনের ৫৯।৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এই হাদিছটী এমাম শো'বা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এমাম ছুফিয়ানও এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আমিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িবার কথা আছে। এমাম বোখারি বলিয়াছেন, ছুফিয়ানের হাদিছটী বেশী ছহি এবং এমাম শো'বা উপরোক্ত হাদিছে তিন স্থানে ভ্রম করিয়াছেন ঃ—

প্রথম এই যে, তিনি উক্ত হাদিছের এক জন রাবির নাম (কুনিয়েত) আবিল আম্বাছ বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা এবনোল আম্বাছ হইবে। তাঁহার কুনিয়েত (এক রূপ নাম) আবুছ ছাকান ছিল।

দ্বিতীয় এই যে, তিনি উহাতে আলকামা শব্দ বেশী করিয়াছেন, উহা ছহি নহে।

তৃতীয় এই যে, তিনি আমিন চুপে চুপে পড়িবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু আমিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িবার কথা ছহি।

এই হাদিছের চতুর্থ ভ্রম এই যে, এমাম শো'বা বলিয়াছেন, আলকামা তাঁহার পিতা ওয়ায়েল হইতে এই হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এমাম তেরমজি এমাম বোখারি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলকামা তাঁহার পিতা হইতে কোন হাদিছ শ্রবণ করেন নাই; কেন না আলকামা তাঁহার পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

হানিফিদের উত্তর ;—

ছহি তেরমজি, ২৩৮ পৃষ্ঠা :—

سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شئ الا تركته — قال حماد بن سلمة ان اردت الحديث فعليك بشعبة — سمعت سفين يقول شعبة امير المؤمنين في الحديث سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس احد احب الى من شعبة ولا يعدله احد — قال على قلت ليحيى ايهما كان احفظ الاحاديث الطوال سفين او شعبة قال شعبة امر فيها — قال يحيى بن سعيد و كان شعبة اعلم بالرجال فلان عن فلان

এমাম তেরমজি বলেন, এমাম হাম্মাদ বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম শোবা যে কোন বিষয়ে তাহার খেলাফ করিতেন, তিনি উহা ত্যাগ করিতেন (এবং এমাম শোবার মত গ্রহণ করিতেন)। এমাম এব্‌নে ছালমা বলিয়াছেন, যদি তুমি হাদিছের জন্য চেষ্টা কর, তবে এমাম শোবার মত গ্রহণ কর। এমাম ছুফিয়ান বলিয়াছেন, এমাম শোবা হাদিছের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ছিলেন। এমাম এহিয়া বেনে ছয়ীদ বলিয়াছেন, আমার মতে এমাম শোবা সর্ব্বপ্রধান আলেম ছিলেন এবং তাঁহার তুল্য কেহই হইতে পারেন নাই। এমাম আলি এমাম এহিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এমাম ছুফিয়ান ও এমাম শোবা উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি বড় বড় হাদিছ বেশী স্মরণ রাখিতেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, এমাম শোবাই উক্ত প্রকার হাদিছ বেশী স্মরণ রাখিতেন। এমাম নাবাবি 'তহজিবোল-আছমা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

سفيان ثوري و ابن مهدي و وكيع و عبدالله بن مبارك و يحيي القطان و خلائق بيشمار از كبار ائمة حديث ازوي روايت كردة اند الخ

এমাম ছুফিয়ান, এব্‌নে মেহদি, অকি, এব্‌নে মোবারক, এহিয়া

কাত্তান ও বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান হাদিছতত্ত্বজ্ঞ এমাম, এমাম শো'বা হইতে হাদিছ শিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, এমাম শো'বা হাদিছের প্রধান আলেম ও অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ ছিলেন। এমাম আহ্‌মদ বলিয়াছেন, এমাম শো'বার সমান বা তদপেক্ষা প্রধান আলেম তাঁহার সময়ে কেহই ছিলেন না। এমাম শাফিয়ী বলিয়াছেন, যদি এমাম শো'বা প্রকাশ না পাইতেন, তবে এরাক প্রদেশে হাদিছ তত্ত্ব প্রকাশ পাইত না। এমাম আহ্‌মদ বলিয়াছেন, হাদিছ ও রাবিদের অবস্থা তদন্ত করিতে একা এমাম শো'বার কথা বহু আলেমের কথার সমান ছিল।

ছহি বোখারির টীকা আয়নিতে লিখিত আছে :—

قلت تخطيئه مثل شعبة خطأ وكيف وهو امير المؤمنين في الحديث وقوله هو حجر بن العنبس وليس بابي العنبس ليس كما قاله بل هو ابو العنبس حجر بن العنبس وجزم به ابن حبان في الثقات فقال كنيته كاسم ابيه - قول محمد ابا السكن لا ينافي ان تكون كنيته ايضا ابا العنبس لانه لامانع ان يكون لشخص كنيتان وقوله زاد فيه علقمة لا يضر لان الزيادة من الثقة مقبولة ولاسيما من مثل شعبة وقوله وقال وخفض بها صوتها وانما هو مد بها صوته ليس هو كما قال محمد بل هو كما قال شعبة ويؤيده ما رواه الدارقطني عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلعم فسمعته حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فاخفى بها صوته

"আল্লামা এমাম বদরদ্দিন বলিয়াছেন, এমাম শো'বা হাদিছ বিদ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন, এমাম বোখারি তাঁহার হাদিছকে ভ্রান্তি-মূলক বলায় নিজেই ভ্রম করিয়াছেন। এমাম বোখারি বলিয়াছেন, আবুল আম্বাছ, হোজ্‌র। বেনে আম্বাছের নাম ছিল না, ইহা তাঁহার ভ্রান্তি-মূলক ধারণা ; কেন না আবুল আম্বাছ নিশ্চয়

তাঁহার নাম ছিল, এরূপ নামকে কুনিয়েত (১) বলে। এমাম এব্নে হাব্বান 'ছেকাত' নামক গ্রন্থে দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হোজ্রকে এব্নোল-আম্বাছ ও আবুল আম্বাছ উভয় নামে অভিহিত করা হইত। এমাম বোখারি বলিয়াছেন, হোজ্রের কুনিয়েতি নাম কেবল আবুছ্ ছাকান ছিল, কিন্তু ইহাও তাঁহার ভ্রান্তিমূলক ধারণা; কেন না, যেরূপ তাঁহার কুনিয়েতি নাম আবুছ্ ছাকান ছিল, সেইরূপ আবুল আম্বাছও তাঁহার কুনিয়েতি নাম ছিল। এক জন লোকের দুইটী কুনিয়েতি নাম হওয়া অসম্ভব নহে।

এমাম বোখারি বলিয়াছেন, এমাম শো'বা 'আলকামা' নামক এক জন রাবির নাম বেশী বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতেও এমাম শো'বা বর্ণিত হাদিছের কোনই ক্ষতি হইতে পারে না; কেন না বিশ্বাস ভাজন আলেম যাহা কিছু বেশী বর্ণনা করেন, তাহা ছহি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাদিছজ্ঞ পণ্ডিত এমাম শো'বা যাহা বেশী বর্ণনা করিয়াছেন, উহা নিশ্চয় ছহি বলিয়া গণ্য হইবে।

এমাম বোখারি বলিয়াছেন, এমাম শো'বার আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিছটী ছহি নহে, বরং আমিন উচ্চ রবে পড়িবার হাদিছটী ছহি, কিন্তু ইহাও এমাম বোখারির ভ্রান্তি-মূলক উক্তি এবং এমাম শো'বার আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিছটী ছহি, কেন না একা এমাম শো'বা উহা বর্ণনা করেন নাই, বরং এমাম দারকুৎনিও আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাও এমাম শো'বার হাদিছটী ছহি হইবার একটী প্রমাণ।"

ছহি তের্মজি, ১৭৫ পৃষ্ঠা :—

---

(১) যে আরবি নামের প্রথমে আব (ابو), এব্ন (ابن) কিম্বা ওম্ম (ام) থাকে, তাহাকে "কুনিয়েত" বলে।

سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع
من ابيه ولا ادركه يقال انه ولد بعد موت ابيه باشهر وعلقمة بن
وائل بن حجر سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل
وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من ابيه

এমাম তেরমজি, এমাম বোখারি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুল জাব্বার তাঁহার পিতা ওয়ায়েল হইতে কোন হাদিছ শুনেন নাই, বরং তাঁহাকে দেখেন নাই। কথিত আছে যে, আবদুল জব্বার তাঁহার পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আরও বলিয়াছেন, আলকামা তাঁহার পিতা হইতে হাদিছ শুনিয়াছেন, তিনি আবদুল জাব্বারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।" পাঠক, ইহাতে আলকামার তাঁহার পিতা হইতে হাদিছ না শুনিবার অপবাদ খণ্ডন হইয়া গেল।

এমাম এবনে হাব্বান, দারকুৎনি, আবু দাউদ ও শোবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হোজর নামক রাবি আবুল আম্বাছ ও আবুছ ছাকান উভয় নামে অভিহিত হইতেন, কেবল এমাম বোখারি বলেন, আবুল আম্বাছ তাঁহার নাম ছিল না, ইহাতে এমাম শোবার আমিনঃ চুপে চুপে পড়িবার হাদিছের কোন দোষ হইতে পারে না। মিছরি ছাপা ছহি বোখারি ৩য় খণ্ড ৪৫।৭৫ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম বোখারি বলিয়াছেন, ছুরা নেছার উলোল-আমরের আয়েতটী এক জন আনছারী (মদিনাবাসী) আমিরের জন্য নাজিল হইয়াছে। আরও তিনি লিখিয়াছেন, উক্ত আয়েত আবদুল্লা বেনে হোজাফার জন্য নাজিল হইয়াছে, কিন্তু তিনি ছাহম বংশোদ্ভব ছিলেন, আনছারী ছিলেন না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এমাম বোখারি একই ব্যক্তিকে একবার আনছারী বলিয়াছেন, আর একবার ছাহমী বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাঁহার উক্ত হাদিছের কোন দোষ হইবে কি না, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

এমাম শো'বা আলকামা নামটী বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এমাম ছুফিয়ান ঐ নামটী বর্ণনা করেন নাই, ইহাতে এমাম শো'বার আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিছের কোন দোষ হইতে পারে না।

মিছরি ছাপা ছহি বোখারি ১ম খণ্ড ৮৬।৮৭ পৃষ্ঠা ঃ—এমাম বোখারি এব্‌নে ওমারের ছনদে তিনবার রফার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি উক্ত ছনদে ৪র্থ বার রফার কথা বেশী বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহা ছহি-সাব্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু এমাম এব্‌নে ইদরিছ, এছমাইল, আবদুল অহ্‌হাব, মোতামার, আবু দাউদ ও ছাকাফি বলিয়াছেন, উহা ছহি নহে, এক্ষেত্রে এমাম বোখারির বেশী কথাটী ছহি হইবে কিনা, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

এমাম মোছলেম, আবু দাউদ, ছামর্য়ানি, আবদুল বার, জাজ্‌রি, আবুল-মাহাছেন, এব্‌নে হাজার ও কাছেম প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন যে, আলকামা তাঁহার পিতা হইতে হাদিছ শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পিতাকে দেখেন নাই, তাহা হইলে উপরোক্ত বহু আলেমের বিরুদ্ধে এমাম বোখারির মত গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং এমাম শো'বার হাদিছের কোন দোষ হইতে পারে না।

এমাম বোখারি রফয়োল ইয়াদাএন পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, রফা সংক্রান্ত আবু হোমায়দের হাদিছের রাবি মোহাম্মদ বেনে আমর, আবু হোমায়েদ ও কাতাদাকে দেখিয়াছিলেন; কাজেই ঐ হাদিছটী ছহি, কিন্তু এমাম শা'বি, আবু জা'ফর তাহাবি ও এব্‌নে-হাজ্‌ম বলিয়াছেন যে, মোহাম্মদ বেনে আমর তাঁহাদিগকে দেখেন নাই, এক্ষেত্রে উপরোক্ত এমামদের বিরুদ্ধে এমাম বোখারির মত ও হাদিছ ছহি হইবে কিনা, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

এমাম শো'বা আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, আর তাঁহার শিষ্য এমাম ছুফিয়ান আমিন উচ্চ রবে পড়িবার

হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম বোখারি বিপরীত বিপরীত হাদিছ দেখিয়া এবং নিজের মতের খেলাফ্ বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, এমাম শো'বার আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিছটী ভ্রান্তি-মুলক।

পাঠক, এমাম বোখারি ৪৩০ জন রাবির হাদিছ ছহি বলিয়া ছহি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য এমাম মোছলেম তাঁহাদের হাদিছগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যদি এমাম শো'বার শিষ্য এমাম ছুফিয়ান তাঁহার খেলাফ্ করায় আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিছ ছহি না হয়, তাহা হইলে এমাম মোছলেমের খেলাফ্ করায় এমাম বোখারির ৪৩০ জন রাবির বর্ণিত সমস্ত হাদিছ বাতীল হইবে; বরং ছেহাহ্ ছেত্তার অনেক হাদিছ বাতীল হইয়া যাইবে; কেন না ছেহাহ্ লেখক গণ একে অন্যের খেলাফ্ করিয়াছেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এমাম শো'বার আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিছটী নিশ্চয় ছহি এবং এমাম ছুফিয়ানের আমিন উচ্চ রবে পড়িবার হাদিছটী জইফ্ কিম্বা মনছুখ।

১৬শ দলীল, কোরাণ ছুরা আ'রাফ :—

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর ভাবে ও চুপে চুপে দোয়া কর।"

তফ্ছির কবির ৪র্থ খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা :—

قال ابو حنيفة رح اخفاء التامين افضل وقال الشافعى رح اعلانه افضل و احتج ابو حنيفة على صحة قوله قال فى قوله آمين وجهان (احدهما) انه دعاء (والثانى) انه من اسماء الله فان كان دعاء وجب اخفاؤه لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية و ان كان اسما من اسماء الله تعالى وجب اخفاؤه لقوله تعالى واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة فان لم يثبت الوجوب فلا اقل من الندبية و نحن بهذا القول نقول.

এমাম রাজি বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা (রাঃ) বলেন, আমিন চুপে চুপে পড়া উত্তম, আর এমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন, আমিন উচ্চ রবে পড়া উত্তম। এমাম আবু হানিফা (র) নিজ মতের সত্যতা সপ্রমাণ করিবার জন্য এই দলীল প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমিন শব্দে দুই প্রকার মত আছে, প্রথম এই যে, উহা একটী দোয়া (প্রার্থনা-সূচক শব্দ), দ্বিতীয় এই যে, উহা খোদাতায়ালার একটী নাম। যদি আমিন দোয়া হয়, তবে উহা চুপে চুপে পড়া ওয়াজেব হইবে; কেন না খোদাতায়ালা বলিয়াছেন;—"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর ভাবে ও চুপে চুপে দোয়া কর।" আর যদি আমিন খোদাতায়ালার একটী নাম হয়, তাহা হইলেও উহা চুপে চুপে পড়া ওয়াজেব হইবে; কেন না খোদাতায়ালা বলিয়াছেন;—"তুমি তোমার প্রতিপালককে মনে মনে কাতর ও ভীত ভাবে ও অনুচ্চ স্বরে স্মরণ কর।" আর যদি উহা চুপে চুপে পড়া ওয়াজেব না হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে মোস্তাহাব হইবে। আমরা এই মত অবলম্বন করি।

ছহি বোখারিতে বর্ণিত আছে;—

قال عطاء آمين دعاء

"আতা বলিয়াছেন, 'আমিন' একটী দোয়া।"

তফ্‌ছির মায়ালেম;—

والتأمين دعاء

"'আমিন' পড়া একটী দোয়া।"

আয়নি ১১২ পৃষ্ঠা ঃ—

فاذا ثبت انه دعاء فاخفاؤه افضل من الجهر لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية

যখন 'আমিন' শব্দের দোয়া হওয়া প্রমাণিত হইল, তখন উহা চুপে চুপে পড়া উত্তম হইবে; কেন-না খোদাতায়ালা বলিয়াছেন;—

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর ভাবে ও চুপে চুপে দোয়া কর।"

হেদায়া-কেতাবে আছে ;—

ولانه دعاء فيكون مبناه على الاخفاء

আমিন শব্দটী দোয়া এবং দোয়াকে চুপে চুপে পড়াই প্রমাণ সিদ্ধ ; কাজেই আমিন শব্দটী চুপে চুপে পড়িতে হইবে।

মোহাম্মদী মৌলবি সাহেবের উক্তি ঃ—

সরকার ইউছোফ উদ্দীন সাহেব হেদাএতল-মোকাল্লেদীনের ৬১।৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হানিফি আলেমগণ উক্ত ছুরা আ'রাফের আয়েতকে আমিন চুপে চুপে পড়িবার দলীল বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু কোন তফ্‌ছিরে এইরূপ কথা লিখিত নাই এবং এমাম আজম ও এই আয়েতকে আমিন চুপে চুপে পড়িবার দলীল বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) উচ্চ রবে আমিন পড়িতেন, তবে কি তিনি এই আয়েতের মর্ম্ম বুঝিতেন না ?

আরও এমাম শাফিয়ী, মালেক ও আহ্‌মদ্ বেনে হাম্বল কি ইহার মর্ম্ম বুঝেন নাই ?

হানিফিদিগের উত্তর ;—

হে সরকার ভাই, আপনি দেখিলেনত, এমাম রাজি তফছিরে কবিরে এই আয়েত হইতে এমাম আজমের আমিন চুপে চুপে পড়ার মত সমর্থন করিয়াছেন।

নূতন ইস্‌লামে মদ্য পান ও মোতা নিকাহ্‌ হালাল ছিল, ইহার প্রমাণ হাদিছ শরিফে আছে, কিন্তু কোরাণ শরিফে অবশেষে উক্ত

কাজ দুইটী হারাম হইয়াছে। যদি কেহ কোরাণের আয়েত অনুসারে মদ্য পান ও মোতা নিকাহ্ হারাম বলেন, তবে সরকার ভাই উল্লিখিত কথা অনুসারে বলিতেও পারেন যে, হাদিছে উক্ত কাজ দুইটী হালাল হইয়াছে, তবে কিরূপে উহা হারাম হইবে? জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কি উক্ত আয়েতগুলি বুঝিতেন না, কিম্বা বুঝিয়াও উহার খেলাফ্ করিয়াছেন? এক্ষেত্রে সরকার ভাই সাহেবের মতে মদ্য পান ও মোতা নিকাহ্ হালাল হইবে কি না?

ছহি বোখারি, ১ম খণ্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা :—

صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم الاية

এমাম বোখারি বলিয়াছেন ;—"কোরাণ শরিফের উক্ত আয়েত অনুযায়ী বাণিজ্য দ্রব্যে জাকাত ফরজ হইবে।" মোহাম্মদী মৌলবী ছিদ্দিক হাছান সাহেব মেছকোল-খেতামে লিখিয়াছেন যে, বাণিজ্য দ্রব্যে জাকাত ফরজ হওয়া কোন ছহি হাদিছে সাব্যস্ত হয় নাই। এক্ষণে সরকার সাহেব বলিবেন যে, যদি উক্ত আয়েতে বাণিজ্য দ্রব্যে জাকাত ফরজ হইত, তবে মৌলবি ছিদ্দিক হাছান সাহেব উহা কি বুঝিতেন না?

আরও এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি বিদ্বানদের মধ্যে একজন এমাম এক হাদিছকে ছহি বুঝিয়াছেন, অপরে উহা জইফ্ বুঝিয়াছেন, এক্ষেত্রে সরকার ভাই বলিতেও পারেন যে, এমাম বোখারি যে হাদিছগুলি ছহি বলিয়াছেন, উক্ত হাদিছগুলি ছহি নহে, নচেৎ এমাম মোছলেম উক্ত হাদিছগুলি ছহি বলিতেন। এইরূপ এমাম মোছলেম যে হাদিছগুলি ছহি বলিয়াছেন, উপরোক্ত মতানুযায়ী উহা বাতীল হইবে।

১৭শ দলীল, ছহি নেছায়ী, ছহি এব্‌নে হাব্বান ও মছনদে আবদুর রাজ্জাক ;—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُوْلُ اٰمِيْنَ وَاِنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমাম যে সময় ছুরা ফাতেহা শেষ করেন, তোমরা আমিন পড়, কেন না নিশ্চয় ফেরেশ্‌তাগণ আমিন পড়েন এবং এমামও আমিন পড়েন। মাও-লানা আবদুল হাই সাহেব লিখিয়াছেন ;—

قوله فان الامام يقولها يدل على ان الامام يخفيها لانه لو كان جهر الكان مسموعا فحينئذ استغنى عن قوله فان الامام يقولها

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) উক্ত হাদিছে বলিয়াছেন, এমামও আমিন পড়েন, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এমাম চুপে চুপে আমিন পড়িতেন, যদি আমিন উচ্চ রবে পড়িবার নিয়ম থাকিত, তবে মোক্তাদিগণ উহা শুনিতে পাইতেন এবং জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) উক্ত রূপ কথা বলিতেন না। আরও ফেরেশ্‌তাগণ ও এমাম আমিন পড়েন, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ফেরেশ্‌তাগণ যেরূপ চুপে চুপে আমিন পড়েন, এমামও সেইরূপ চুপে চুপে আমিন পড়িয়া থাকেন।

এমামের উচ্চ রবে আমিন পড়িবার সম্বন্ধে মোহাম্মদিদের প্রথম দলিলের রদ ঃ—

মোহাম্মদী মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব ১৩১৫ সালের মুদ্রিত মাছায়েলে জরুরিয়ার ৬১ পৃষ্ঠায়, মৌলবী জাফর আলী সাহেব বোরহানে-হক পুস্তকের ৭ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছফ উদ্দীন সাহেব হেদাএতল-মোকাল্লেদীনের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ছহি আবুদাউদ ও তেরমজি ইত্যাদি গ্রন্থে হজরত ওয়াএল ছাহাবা হইতে বর্ণিত আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া উচ্চ রবে আমিন পড়িতেন। ইহাতে এমামের উচ্চৈঃস্বরে আমিন পাঠ করা সাব্যস্ত হইতেছে;

হানিফিদের উত্তর ;—

নাছ্‌বোর রায়াহ কেতাবে আছে ;—

قال ابن القطان و الرابع اختلافهما ايضا فجعله الثوري من رواية حجر عن وائل و جعله شعبة من رواية حجر عن علقمة بن وائل و صحح الدار قطني رواية الثوري و كانه عرف من حال حجر الثقة ولم يره منقطعا بزيادة شعبة علقمة بن وائل في الوسط و هذا الذي حمل الترمذي على ان حسنه والحديث الى الضعف اقرب منه الى الحسن

এমাম এব্‌নে-কাত্তান বলিয়াছেন, এমাম ছুফিয়ান ছওরির হাদিছে আছে, হোজ্‌র নামক রাবি হজরত ওয়ায়েল (রা) হইতে আমিন উচ্চ রবে পড়িবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আর এমাম শোবার ছনদে আছে, হোজর নামক রাবি আলকামা হইতে এবং তিনি হজরত ওয়ায়েল (রাঃ) হইতে আমিন চুপে চুপে পড়িবার হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও এমাম শোবা এই ছনদে মধ্যবর্ত্তী রাবি আলকামার নাম বেশী বর্ণনা করিয়াছেন, তথাচ এমাম দারকুৎনি

হোজ্রের প্রতি বিশ্বাস করিয়া ছুফিয়ানের হাদিসকে 'মোন্‌কাতা' (১) না বুঝিয়া ছহি বলিয়াছেন এবং এই হিসাবে এমাম তেরমজি উহাকে হাছান বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মোন্‌কাতা হওয়ার কারণে ছুফিয়ানের উচ্চ রবে আমিন পড়িবার হাদিছটী হাছান নহে, বরং উহার জইফ্ হওয়া প্রমাণ সঙ্গত। তব্‌য়িনোল হাকায়েক ঃ—

و ما رواه وائل ضعفه يحيى ابن معين وغيره

এমাম এহিয়াময়ীন প্রভৃতি বিদ্বানগণ ওয়ায়েলের উচ্চ রবে আমিন পড়িবার হাদিছটী জইফ্ বলিয়াছেন। দ্বিতীয় এই যে, ছহি তেরমজিতে আছে,—مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আমিনের স্বর লম্বা করিয়াছিলেন, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, তিনি আমিন শব্দের আলেফ্ উপরিস্থ মদ্‌কে কিম্বা উহার শেষ মদ্ তবয়িকে লম্বা করিয়া পড়িতেন, ইহাতে উহার উচ্চ রবে পড়িবার প্রমাণ হয় না, কিন্তু আবু দাউদের যে দুই ছনদে উহার উচ্চ রবে পড়িবার কথা আছে, উহা রাবির ভ্রান্তি-মূলক ব্যাখ্যা। রাবি মদ্ লম্বা করিয়া পড়িবার স্থলে উচ্চ রবে পড়িবার কথা নিজ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা অমূলক মর্ম্ম।

তৃতীয় এই যে, আবু দাউদে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে ;—

قَالَ آمِيْن حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এমন ভাবে আমিন পড়িতেন যে, যে ব্যক্তি প্রথম সারির মধ্যে তাঁহার (হজরতের) নিকটে

---

(১) হাদিছ লেখক হইতে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) পর্য্যন্ত যে সমস্ত হাদিছ প্রকাশক (রাবি) থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম উল্লেখ না হইলে, উহাকে "মোন্‌কাতা" বলে। এইরূপ হাদিছ জইফ্ হইয়া থাকে।

দাঁড়াইতেন, তিনিই শুনিতে পাইতেন। পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আমিন চুপে চুপে পড়িতেন, তবে প্রথম সারিতে যে ব্যক্তি হুজুরের নিকট দাঁড়াইতেন, তিনিই তাঁহার অস্পষ্ট স্বর বুঝিতে পারিতেন, ইহাতে আমিন উচ্চ রবে পড়া সাব্যস্ত হয় না।

চতুর্থ এই যে, আমিন উচ্চ রবে পাঠ করা স্বীকার করিলেও উহা নূতন ইস্‌লামের ব্যবস্থা ; জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) নূতন ইস্‌লামে সাধারণ লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কখন কখন আমিন উচ্চ রবে পড়িতেন, যেরূপ কখন কখন জোহরের নামাজে উচ্চ রবে কোরাণ পড়িতেন, কিন্তু তৎপরে উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ছহি এব্‌নে মাজা ৬২ পৃষ্ঠা ;— تَرَكَ النَّاسُ التَّامِينَ ছাহাবাগণ (উচ্চ রবে) আমিন পাঠ করা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মেশ্‌কাতের ৭৯ পৃষ্ঠায় ছহি বোখারি ও মোছলেম হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ— وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ اَحْيَانًا

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কখন কখন (জোহরের নামাজে) কোরাণের আ.য়ত আমাদিগকে শুনাইয়া পড়িতেন।

ছহি মোছলেম, ১৭২ পৃষ্ঠা ঃ—

اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ الخ

হজরত ওমার (রাঃ) উচ্চ রবে ছানা পড়িতেন।

পাঠক, নূতন ইস্‌লামে জোহরের নামাজে কোন কোন আয়েত কিংবা প্রত্যেক নামাজে ছানা উচ্চ রবে পাঠ করা হইত, পরিশেষে উহা মনছুখ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ নূতন ইস্‌লামে কখন কখন আমিন উচ্চ রবে পড়া হইত, শেষ ইসলামে উহা মনছুখ হইয়াছে।

এক্ষেত্রে যদি আমিন উচ্চ রবে পড়া হয়, তবে ছানা ও জোহরের কেরাত কেন উচ্চ রবে পড়া হয় না ?

—o—

এমামের উচ্চ রবে আমিন পড়িবার সম্বন্ধে মোহাম্মদি দিগের দ্বিতীয় দলীলের রদঃ—

মৌলবী জাফর আলী সাহেব বোরহানে-হকের ৭।১০ পৃষ্ঠায়, সরকার ইউছোফ-উদ্দীন সাহেব হেদাএতল-মোকাল্লেদীনের ৫৬ পৃষ্ঠায় ও মুন্শী জমিরুদ্দীন সাহেব ছেরাজল-ইস্লামের ৯০।৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—আবুদাউদ, হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) এমন ভাবে আমিন পড়িতেন যে, প্রথম সারির লোক উহা শুনিতেন এবং ইহাতে মস্জিদে প্রতিধ্বনি হইত। দারকুৎনি ও হাকেম উক্ত ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি উচ্চ রবে আমিন পড়িতেন।

হানিফিদিগের উত্তর ;—

প্রথম এই যে, এই হাদিছে বেশ্‌র নামক এক জন রাবির নাম উল্লেখ আছে, ইনি জইফ্‌ ছিলেন।

আয়নী টীকা ও তক্‌রিবে আছে ;—

وقد ضعفه البخاري والترمذي والنسائي واحمد وابن معين وقال ابن القطان هو ضعيف وفي التقريب بشر بن رافع ضعيف الحديث

"এমাম বোখারি, তেরমজি, নেছায়ী, আহ্‌মদ, এব্‌নে মরীন, এব্‌নে কাত্তান ও এব্‌নে হাজার বেশ্‌র নামক রাবিকে জইফ্‌ (দোষান্বিত) বলিয়াছেন।"

দ্বিতীয় এই যে, এই হাদিছের অন্য এক রাবির নাম আবু আবুদল্লা, এব্নে কাত্তান বলিয়াছেন, ইঁনি এক জন অপরিচিত লোক। জইফ্ ও অপরিচিত লোকের হাদিছ ছহি হইতে পারে না।

তৃতীয় এই যে, এবনে মাজার ছনদে আছে ;—

تَرَكَ النَّاسُ التَّامِيْنَ .

উহার টীকা এঞ্জাহোল হাজাতে আছে :—

هذا انكار من ابى هريرة على ترك الجهر بالتامين فلعل حديث الاخفاء لم يبلغه

হজরত আবু হোরায়রা (রা) বলিলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এরূপ উচ্চ রবে আমিন পড়িতেন যে, প্রথম সারির লোক উহা শুনিতেন, কিন্তু ছাহাবাগণ উচ্চ রবে আমিন পড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, উচ্চস্বরে আমিন পড়া মনছুখ হইয়াছিল, সেই হেতু ছাহাবাগণ উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ইহা অজ্ঞাত থাকায় উচ্চ রবে আমিন পড়িতেন ; অতএব অধিকাংশ ছাহাবার মতই স্থির সিদ্ধান্ত।

চতুর্থ এই যে, মদিনা শরিফের মছ্জিদ ছোট ছিল, উহা খোরমা কাষ্ঠের ছিল এবং উহার ছাদও উচ্চ ছিল না, উক্তরূপ মছ্জিদে প্রতিধ্বনি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব ; কাজেই এই হাদিছের বাতীল হওয়া সাব্যস্ত হয়।

পঞ্চম এই যে, এব্নে মাজার হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এমন ভাবে আমিন পড়িতেন যে, কেবল প্রথম সারির লোক শুনিতেন এবং উহাতে মছ্জিদে প্রতিধ্বনি উঠিত।

পাঠক, যাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির লোক শুনিতে না পায়,

উহাতে প্রতিধ্বনি প্রকাশ পাওয়া কিরূপে সম্ভব হইবে ? এইরূপ বিপরীত কথা নিশ্চয় ভিত্তিহীন ও বাতীল।

ষষ্ঠ এই যে, এব্‌নে মাজাতে আছে, প্রথম সারির লোক শুনিতে পাইতেন, আর আবু দাউদে আছে, প্রথম সারির মধ্যে যিনি জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) নিকটে থাকিতেন, তিনিই শুনিতে পাইতেন, এইরূপ পরস্পর বিপরীত কথা কিরূপে ছহি হইবে ?

সপ্তম এই যে, নিকটস্থ লোক শুনিলে, আমিন উচ্চ রবে পাঠ করা সাব্যস্ত হয় না, কেননা মেশকাতের ৯৭ পৃষ্ঠায় ছহি মোছলেম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জাবের বেনে ছোমরা বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) জোহর ও আছরে ছুরা আল্লায়লে পড়িতেন।

পাঠক, নিকটস্থ লোকে যেরূপ জোহর ও আছরের অস্পষ্ট কেরাতের স্বর শুনিতেন, সেইরূপ নিকটস্থ লোক আমিনের অস্পষ্ট স্বর শুনিতেন, ইহাতে আমিনের উচ্চ রবে পাঠ করা সাব্যস্ত হয় না।

অষ্টম এই যে, উচ্চ রবে আমিন পাঠ করা স্বীকার করিলেও উহা প্রথম ইস্‌লামের ব্যবস্থা ছিল, যেরূপ ছানা ও জোহরের কেরাত উচ্চ রবে পাঠ করা প্রথম ইস্‌লামের ব্যবস্থা ছিল, অবশেষে তৎসমস্তই পরিত্যাক্ত হইয়াছে।

এমামের উচ্চস্বরে আমিন পড়িবার সম্বন্ধে মোহাম্মদিদিগের তৃতীয় দলীলের রদ ঃ—

—০—

মৌলবি জাকর আলি সাহেব বোরহানে-হকের ৮ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছোফ উদ্দীন সাহেব হেদাএতল-মোকাল্লেদীনের ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছহি নেছায়ী ও এব্‌নে মাজাতে বর্ণিত আছে ;—রাবি ওয়াএল বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আমিন

পড়িতেন, আমি শুনিতাম। আর এক ছনদে আছে, আমরা শুনিতাম।

হানিফিদিগের উত্তর ;—

এই হাদিছে আছে, আবদুল জাব্বার তাঁহার পিতা হজরত ওয়াএল হইতে হাদিছ শুনিয়াছেন যে, সেই হজরত ওয়াএল জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছিলেন।

এমাম আবু ইছা ছহি তেরমজির ১৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

وعبد الجبار بن وائل لم يسمع عن ابيه

"আবদুল জাব্বার তাঁহার পিতা হজরত ওয়াএল হইতে কোন হাদিছ শুনেন নাই।" এক্ষেত্রে এই হাদিছটী মোন্‌কাতা বা জইফ্ ; ইহা দলীল হইতে পারে না।

পাঠক, আবদুল জাব্বার তাঁহার পিতা হইতে হাদিছ শুনেন নাই, কাজেই এই হাদিছটী জইফ্ হইবে ; এই দোষ গোপন করিবার জন্য সরকার ইউছোফ উদ্দীন সাহেব হেদাএতল-মোকাল্লেদীনের ৫৬ পৃষ্ঠায় জাল করিয়া লিখিয়াছেন যে, আবদুল জাব্বার স্বয়ং জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছিলেন। দিনী বিষয়ে জালছাজি করা ভাই সাহেবদের চির প্রচলিত নিয়ম।

দ্বিতীয় এই যে, নিকটস্থ এক জন বা কয়েকজন লোক আমিনের স্বর শুনিতে পাইলেও, আমিন উচ্চরবে পাঠ করা সাব্যস্ত হয় না।

ছহি নেছায়ীর ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) জোহরের কেরাত শুনিতেন। ইহাতে কি জোহরের কেরাত উচ্চরবে পাঠ করা সাব্যস্ত হইবে? মৌলবি জাফর আলি সাহেব ও সরকার ইউছোফ উদ্দীন সাহেব হাদিছের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ)

উচ্চ স্বরে আমিন পড়িয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত হাদিছে উচ্চ রবে পড়িবার কোন কথাই নাই।

তৃতীয় এই যে, হাদিছের রাবি একবার বলেন, আমি একা শুনিয়াছিলাম, আর একবার বলেন, আমরা সকলে শুনিয়াছিলাম, এইরূপ বিপরীত কথার কোন্‌টী সত্য ও কোন্‌টী বাতীল হইবে, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

এমামের উচ্চ রবে আমিন পড়িবার সম্বন্ধে মোহাম্মদিদের চতুর্থ দলিলের রদ ঃ—

মৌলবি জাফর আলি সাহেব বোরহানে হকের ৯।১১।১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এবনে মাজাতে আছে, হজরত আলি (রা) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে আমিন পড়িতে শুনিয়াছিলেন। মছনদে এবনে আবি শায়বা, তেবরানি ও বয়হকিতে আছে, হজরত ওয়াএল (রাঃ) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে 'আমিন রাব্বেগ্‌ ফেরলি' বলিতে শুনিয়াছিলেন। আরও তেবরানিতে আছে, তিনি তাঁহাকে তিনবার আমিন পড়িতে শুনিয়াছিলেন।

হানিফিদের উত্তর ;—

আয়নি, ১১ পৃষ্ঠা ঃ—

حديث ابن ماجه ايضا قال البزار في مسنده هذا حديث لم يثبت من جهة النقل

"এমাম বাজ্জাজ বলিয়াছেন, হজরত আলি (রাঃ) এবনে মাজার হাদিছটী ছহি নহে।" আরও হজরত ওয়াএলের হাদিছটী ইতিপূর্ব্বে জইফ্‌ সাব্যস্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় এই যে, হজরত আলি ও ওয়াএল (রা) জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) নিকটে দাঁড়াইয়া আমিন পড়া শুনিয়াছিলেন, ইহাতে উচ্চ রবে আমিন পড়া সাব্যস্ত হয় না।

তৃতীয় এই যে, কোন হাদিছে একবার আমিন পড়িবার কথা আছে, কোন হাদিছে তিনবার আমিন পড়িবার কথা আছে, আর কোন হাদিছে আমিনের সহিত "রাব্বেগ্ ফেরলি" পড়িবার কথাও আছে, এক্ষেত্রে এই তিন্‌টী বিভিন্ন মতের কোন্‌টী ছহি ও কোন্‌টী বাতীল হইবে, ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

মোক্তাদিদিগের আমিন উচ্চ রবে পড়িবার সম্বন্ধে মোহাম্মদিদিগের প্রথম দলীলের রদ ও এমাম বোখারির বাতীল কেয়াছ ঃ—

মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ৬১।৬২ পৃষ্ঠায় ও মৌলবী জাফর আলী সাহেব বোরহানে হকের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ছহি বোখারির হাদিছে বর্ণিত আছে, এমাম যে সময় আমিন পড়িবেন, মোক্তাদিগণ সেই সময় উচ্চ রবে আমিন পড়িবেন।

হানিফিদিগের উত্তর ;—

এমাম বোখারি ছহি গ্রন্থে মোক্তাদিদের উচ্চ রবে আমিন পড়িবার জন্য এই হাদিছ পেশ করিয়াছেন ;—

اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه —

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমাম যে সময় ছুরা ফাতেহা শেষ করেন, তোমরা আমিন বল ; কেন না যাহার

আমিন পড়া ফেরেশতাদের আমিন পড়ার সহিত ঐক্য হয়, তাহার পূর্ব্বকার গোনাহ, মার্জ্জনা হইয়া যায়। এমাম বোখারি মোক্তাদি-দের উচ্চ রবে আমিন পড়িবার কোন ছহি হাদিছ না পাইয়া কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত হাদিছে আছে, "তোমরা আমিন বল," ইহাতে উচ্চ স্বরে আমিন পাঠ করা সাব্যস্ত হয়। ইহা এমাম বোখারির ভ্রান্তি-মূলক কেয়াছ; কেন না ছহি মোছলেমে বর্ণিত আছে;—

فاذا كبر فكبروا و اذا قال غير المغضوب عليهم و لا الضالين فقولوا آمين

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমাম যে সময় তকবির পড়েন, তোমরা তকবির পড়, এমাম যে সময় ছুরা ফাতেহা শেষ করেন, তোমরা আমিন পড়।

এ স্থলে মোক্তাদিদের উচ্চ রবে আমিন পড়িবার কোনই কথা নাই, তবে যদি এমাম বোখারির কেয়াছি মতে মোক্তাদিদের উচ্চ স্বরে আমিন পড়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত হাদিছ অনুযায়ী মোক্তাদিদের উচ্চ রবে তকবির পড়া আবশ্যক হইবে, কিন্তু যখন মোক্তাদিগণ চুপে চুপে তকবির পড়িয়া থাকেন, তখন মোক্তাদিদের চুপে চুপে আমিন পড়াও স্থির সিদ্ধান্ত হইবে। সেই হেতু আল্লামা ছিন্দি ছহি বোখারির টীকায় লিখিয়াছেন, "উপরোক্ত হাদিছে মোক্তাদিদের চুপে চুপে আমিন পড়াই সাব্যস্ত হয়, ইহাই যুক্তি-যুক্ত মত।"

আরও অন্যান্য হাদিছে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তোমরা আত্তাহিয়াতো, ছোবহানা রাব্বিয়াল-আলা ইত্যাদি বল। যদি জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) আমিন পড়িতে বলায় উহার উচ্চ রবে পড়া সাব্যস্ত হয়, তবে আত্তাহিয়াতো ইত্যাদি উচ্চ স্বরে পড়া সাব্যস্ত হইবে।

মোক্তাদিদের আমিন উচ্চ রবে পড়িবার সম্বন্ধে মোহাম্মদিদিগের দ্বিতীয় দলীলের রদ ঃ—

—০—

মৌলবি জাফর আলি সাহেব বোরহানে-হকের ৮১৯ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছোফ উদ্দীন সাহেব হেদাএতল-মোকাল্লেদীনের ৫৪।৫৫। ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এমাম বোখারি বর্ণনা করিয়াছেন, আতা বলিয়াছেন, আমিন একটী দোয়া। এবনে জোবাএর ও তাঁহার পশ্চাতের মোক্তাদিগণ এমন ভাবে আমিন পড়িয়াছিলেন যে, মছজিদে উহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল। এবনে হাব্বান ও বয়হকি আতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দুই শত ছাহাবা আমিন উচ্চ স্বরে পড়িতেন, উহাতে মছজিদে প্রতিধ্বনি হইত।

হানিফিদিগের উত্তর ;—

এই হাদিছ কয়েকটীর ছনদ নাই, এমাম বোখারি প্রভৃতি বিদ্বানগণ উক্ত কথাগুলি বিনা ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন। মোহাম্মদিগণ বিনা ছনদের হাদিছ বাতীল বলিয়া থাকেন, এ ক্ষেত্রে উহা তাঁহাদের পক্ষে দলীল হইতে পারে না।

দ্বিতীয় এই যে, মদিনা শরিফের মছজিদে প্রতিধ্বনি হওয়া অসম্ভব ছিল; কাজেই উক্ত কথাগুলি বাতীল।

তৃতীয় এই যে, ইহা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছ নহে, বরং কতক ছাহাবার কাজ, কিন্তু মোহাম্মদিগণ ছাহাবাদের কাজকে দলীল বলিয়া গ্রহণ করেন না; সেই হেতু ছাহাবাগণ বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ পড়া সত্বেও মোহাম্মদিগণ উহা পড়েন না, এ ক্ষেত্রে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছে মোক্তাদিদের উচ্চ রবে আমিন পড়িবার কোনই

প্রমাণ নাই, অবশ্য উহা কতক ছাহাবার মত; কিন্তু উহা মোহা-ম্মদিদের পক্ষে গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না।

চতুর্থ এই যে, এব্‌নে মাজাতে আছে;— ترك الناس التامين "ছাহাবাগণ উচ্চ রবে আমিন পড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন।" হজরত ওমার, আলি ও এব্‌নে মছউদ (রাজিঃ) প্রভৃতি কয়েক সহস্র ছাহাবা উচ্চ রবে আমিন পড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে যে অল্প সংখ্যক ছাহাবা উহার মনছুখ সংবাদ অজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারাই কেবল উহা উচ্চ রবে পড়িতেন। এত অধিক সংখ্যক ছাহাবার বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যক ছাহাবার মত দলীল হইতে পারে না। যদি উহা মনছুখ না হইত, তবে বহু সংখ্যক ছাহাবা উহা কখনও ত্যাগ করিতেন না।

পঞ্চম এই যে, আতা বলিয়াছেন, আমিন একটী দোয়া। এমাম রাজি তফছিরে কবিরে লিখিয়াছেন;—

و اعلم ان الاخفاء معتبر في الدعاء و يدل عليه وجوه الاول هذه الاية فانها تدل على انه تعالى امر بالدعاء مقرونا بالاخفاء و ظاهر الامر للوجوب فان لم يحصل الوجوب فلا اقل من كونه ندبا

"দোয়া চুপে চুপে পড়া প্রমাণ সঙ্গত, ইহার কতকগুলি প্রমাণ আছে, প্রথম ছুরা আ'রাফের আয়েত; কেন না খোদাতায়ালা উক্ত আয়েতে চুপে চুপে দোয়া পড়িতে বলিয়াছেন, ইহাতে চুপে চুপে দোয়া পড়া ওয়াজেব সাব্যস্ত হয়, আর যদি ওয়াজেব সাব্যস্ত না হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে মোস্তাহাব হইবে।

পাঠক, আতার মতানুযায়ী আমিন শব্দটী দোয়া সাব্যস্ত হওয়ায় উপরোক্ত আয়েত অনুযায়ী উহার চুপে চুপে পড়াও সাব্যস্ত হইল।

পাঠক, ছহি বোখারির উপরোক্ত হাদিছে আছে;—

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَٰلِكَ خَبَرًا

"নাফে বলিয়াছেন, হজরত এবনে ওমার (রা) আমিন পড়া ত্যাগ করিতেন না এবং লোককে আমিন পড়িতে উৎসাহ দিতেন, আর আমি হজরত এব্‌নে ওমার হইতে আমিন পড়িবার বিষয়ে একটী হাদিছ শুনিয়াছি।" মৌলবি জাফর আলি সাহেব বোরহানে হকের ৯ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছফ উদ্দীন সাহেব হেদাএতল মোকাল্লেদীনের ৫৭ পৃষ্ঠায় হাদিছের প্রকৃত মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন যে, হজরত এব্‌নে ওমার উচ্চ রবে আমিন পড়িতেন এবং নাফে তাঁহার নিকট উচ্চ রবে আমিন পড়িবার হাদিছ শুনিয়াছেন। ভাই সাহেবেরা এইরূপ অসংখ্যক স্থানে কারিগিরি করিয়াছেন।

মোক্তাদিদের উচ্চৈস্বরে আমিন পড়িবার সম্বন্ধে মোহাম্মদিদের তৃতীয় দলীলের রদ ঃ—

মৌলবি জাফর আলি সাহেব বোরহানে-হকের ১০।১১ পৃষ্ঠায় ও সরকার ইউছোফ উদ্দীন সাহেব হেদায়েতল-মোকাল্লেদীনের ৫৮।৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এব্‌নে মাজা হজরত আএশা (রাজিঃ) ও এব্‌নে আব্বাছের (রাজিঃ) ছনদে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, য়িহুদিগণ তোমাদের আমিন ও ছালামের প্রতি অতিরিক্ত হিংসা করিয়া থাকে।

তেবরানি হজরত মায়াজের (রাজিঃ) ছনদে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, য়িহুদিগণ তোমাদের ছালামের উত্তর দেওয়া, নামাজের কাতার সোজা করা ও এমামের পশ্চাতে আমিন পড়ার প্রতি বেশী হিংসা করিয়া থাকে।

এস্থলে মোহাম্মদি লেখকদ্বয় কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতে মোক্তাদিদের উচ্চ রবে আমিন পাঠ করা সাব্যস্ত হইতেছে।

হানিফিদিগের উত্তর ঃ—

পাঠক, হাদিছ কয়েকটীর প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, ছালাম করা মহা নেকির কাজ; কেন না ইহার সৃষ্টি হজরত আদম (আঃ) হইতে হইয়াছে, তিনিই প্রথমে ফেরেশ্তাগণকে ছালাম করিয়াছিলেন, সেই হইতে ইহা সমস্ত আদম বংশধরের কর্ত্তব্য কাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, পরিচিত বা অপরিচিত সকলকেই ছালাম করা ইস্‌লামের সর্ব্বোত্তম কাজ। একবার ছালাম করিলে, ১০ হইতে ৪০টী নেকী পাওয়া যাইতে পারে।

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, "ফেরেশ্তাগণ যেরূপ আকাশে সোজা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন, তোমরাও নামাজে সেইরূপ সারি বাঁধিয়া দাড়াও। ইহাতে তোমাদের মধ্যে একতার সৃষ্টি হইবে। ফল কথা, ইহাতেও বহু নেকি পাওয়া যায়।

জনাব হজরত নবি করিম (ছা) বলিয়াছেন, ফেরেশ্তাগণের আমিন বলার সহিত মোক্তাদিদের আমিন বলা ঐক্য হইলে, তাঁহাদের সমস্ত গোনাহ্ মার্জ্জনা হইবে। আরও আমিন শব্দটী অধিকাংশ আলেমের মতে দোয়া। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, "চুপে চুপে একবার দোয়া করা ৭০ বার উচ্চ স্বরে দোয়া করা অপেক্ষা বেশী নেকীর কাজ বা ফল দায়ক। তাহা হইলে আমিন শব্দটী একবার চুপে চুপে পড়িলে, ৭০ গুণ বেশী নেকী হইবে।

য়িহুদিগণ এই সমস্ত নেকীর কথা শুনিয়া মুসলমানদের প্রতি হিংসা করিয়া থাকে, সেই হেতু জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমিন পড়ার এত বেশী নেকী যে, য়িহুদিগণ উহার নেকীর কথা শুনিয়া হিংসা করিয়া থাকে, তোমরা কখন উহা ত্যাগ

করিও না। ইহাতে আমিন উচ্চ রবে পড়া সাব্যস্ত হয় না, বরং চুপে চুপে পড়াই সাব্যস্ত হয়, কিন্তু মোহাম্মদি লেখকদ্বয় উহার বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণ লোককে ধোকা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রাব্বানা লাকাল্ হামদো চুপে চুপে পড়িবার দলীল ঃ—

—০—

মেশ্কাতের ৮২ পৃষ্ঠায় ছহি বোখারি ও মোছলেম হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ الْمَلٰٓئِكَةِ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ۔

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এমাম যে সময় 'ছামেয়াল্লাহোলেমান হামেদাহ্' বলেন, তোমরা 'আল্লাহোম্মা রাব্বানা লাকাল্ হামেদা' বল, কেন না যাহার কথা ফেরেশ্তাদের কথার সহিত ঐক্য হইবে, তাহার পূর্ব্বকার গোনাহ্ মার্জ্জনা হইয়া যাইবে।

এই হাদিছে 'আল্লাহোম্মা রাব্বানা লাকাল্ হামদো' বলিতে হুকুম হইয়াছে, যেরূপ অন্যান্য হাদিছে আত্তাহিয়াতো ও রুকু ও ছেজ্দার তসবিহ্ বলিতে হুকুম হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত দোয়াটী আত্তাহিয়াতো ও তছবিহের ন্যায় চুপে চুপে পড়া সাব্যস্ত হইবে। আরও জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কখনও উহা উচ্চ স্বরে পড়িতে বলেন নাই।

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ৭০ পৃষ্ঠায় মোক্তাদি দিগকে উক্ত দোয়া পড়িতে বলিয়াছেন, কিন্তু উচ্চস্বরে পড়িতে বলেন নাই। মোহাম্মদিগণ দল সমেত উহা উচ্চ রবে পড়িয়া তাঁহাদের নেতা মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেবের মত ত্যাগ করিয়াছেন।

দোররোল-মোখ্‌তার, ৩৬ পৃষ্ঠা :—

وافضله اللهم ربنا ولك الحمد ثم حذف الواو ثم حذف اللهم فقط

'আল্লাহোম্মা রাব্বানা অলাকাল্ হামদো' পড়া উত্তম ; 'আল্লা-হোম্মা রাব্বানা লাকাল্ হামদো' ; 'রাব্বানা অলাকাল্ হামদো' পড়াও জায়েজ হইবে।

বিছ্‌মিল্লাহ্ চুপে চুপে পড়িবার দলীল :—

ফৎহোল কদির ১১৭ পৃষ্ঠা :—

عَنْ اَنَسٍ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلعم وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ لَمْ يَرِدْ نَفْيُ الْقِرَأَةِ بَلِ السَّمَاعِ لِاَجْلِ الْخِفَاءِ بِدَلِيْلِ مَا صُرِّحَ بِهٖ عَنْهُ فَكَانُوْا لَا يَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ بِاِسْنَادٍ عَلٰى شَرْطِ الصَّحِيْحِ وَعَنْهُ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلعم وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رض فَكَانُوْا يُخْفُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَفِيْ مُسْلِمٍ لَفْظُ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰه صلعم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم و ابا بكر و عمر رض و روى الطبراني عن انس ان رسول الله كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم و ابا بكر و عمر و عثمان و عليا رض و من تقدم من التابعين

ছহি মোছলেমে হজরত আনাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত আছে ; আমি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ), হজরত আবুবকর, ওমার এবং ওছমানের (রাঃ) পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বিছ্‌মিল্লাহ্‌ পড়িতে শুনি নাই, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা চুপে চুপে বিছমিল্লাহ্‌ পড়িতেন ; সেই হেতু হজরত আনাছ উহা শুনিতে পান নাই।

আহ্‌মদ ও নেছায়ী, ছহি বোখারি ও মোছলেমের শর্ত্তানুযায়ী হজরত আনাছের ছনদে এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বিছ্‌মিল্লাহ্‌ উচ্চ রবে পড়িতেন না। এব্‌নে মাজা উক্ত ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ), হজরত আবুবকর এবং হজরত ওমারের (রাজিঃ) পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই চুপে চুপে বিছমিল্লাহ্‌ পড়িতেন। ছহি মোছলেমে আছে—জনাব হজরত নবি করিম, হজরত আবুবকর এবং হজরত ওমার (রাঃ) চুপে চুপে বিছ্‌মিল্লাহ্‌ পড়িতেন। তেবরানিতে হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে ;—জনাব হজরত নবি করিম, (ছাঃ) হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান, আলি (রাজিঃ) ও প্রাচীন তাবিয়িগণ চুপে চুপে বিছ্‌মিল্লাহ্‌ পড়িতেন।"

আরও ফৎহোল-কদিরে আছে ;—

হজরত এব্‌নে মছউদ, এব্‌নে জোবায়ের, আম্মার, আবদুল্লা

বেনে মোগাফ্ফাল, হাকেম, হাছান, শায়াবি, নাখ্য়ি, আওজায়ী, কাতাদা, ওমার বেনে আবদুল আজিজ, আমাশ, জুহরি, মোজাহেদ, হাম্মাদ, আবু ওবাএদ, ছুফিয়ান ছওরি, এব্নে মোবারক, আহ্মদ ও ইস্হাক প্রভৃতি বিদ্বান্গণ বিছমিল্লাহ্ চুপে চুপে পড়িবার মত ধারণ করিতেন।

মোহাম্মদি মৌলবি সাহেবের উক্তি :—

—০—

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব ১৩১৫ সালের মুদ্রিত মাছায়েলে-জরুরিয়ার প্রথম খণ্ডে (৫৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, জাহেরা নামাজে আউজোবিল্লাহ্ ও বিছ্মিল্লাহ্ উচ্চস্বরে পড়াও জায়েজ আছে, দারকুৎনি ও নেছায়ীতে উচ্চ স্বরে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িবার হাদিছ আছে।

হানিফিদের উত্তর :—

ফৎহোল কদির, ১১৫ পৃষ্ঠা :—

قال بعض الحفاظ ليس حديث صريح في الجهر الا في اسناده مقال عند اهل الحديث و لهذا اعرض ارباب المسانيد المشهورة الاربعة و احمد فلم يخرجوا منها شيأ مع اشتمال كتبهم على احاديث ضعيفة قال ابن تيمية و روينا عن الدار قطني انه قال لم يصح عن النبي صلعم في الجهر حديث و عن الدارقطني انه صنف كتابا بمصر في الجهر بالبسملة فاقسم بعض المالكية ليعرفه الصحيح منها فقال لم يصح في الجهر حديث و قال الحازمي احاديث الجهر وان كانت ماثورة عن نفر من الصحابة غيران اكثرها لم يسلم من شوائب و قد روى الطحاوي عن ابن عباس رض لم يجهر النبي صلعم بالبسملة حتى مات

"কোন কোন হাদিছের হাফেজ বলিয়াছেন, যে কোন হাদিছে

উচ্চ স্বরে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িবার স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে, উহা আহ্লে-হাদিছদের নিকটে জইফ্ (দোষান্বিত)। সেই হেতু যদিও বিখ্যাত মোছনদ লেখক চারি জন এমাম ও এমাম আহ্মদের হাদিছ গ্রন্থে অনেক জইফ্ হাদিছ আছে, তথাচ তাঁহারা উচ্চ রবে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িবার একটী হাদিছও তাঁহাদের গ্রন্থ সমূহে বর্ণনা করেন নাই। এবনে তায়মিয়া, দারকুৎনি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উচ্চ রবে বিছ্-মিল্লাহ্ পড়িবার কোন ছহি হাদিছ নাই। এমাম দারকুৎনি মিসর দেশে পৌঁছিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িবার সম্বন্ধে একখণ্ড কেতাব লিখিয়াছিলেন, ইহাতে এক জন মালিকি আলেম তাঁহাকে শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার মধ্যে কোন্ হাদিছটী ছহি, উহা কি আপনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন? তিনি তদুত্তরে বলিলেন, উচ্চ স্বরে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িবার কোন হাদিছ ছহি নহে। এমাম হাজিমি বলিয়াছেন, যদিও উচ্চস্বরে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িবার হাদিছ কয়েকজন ছাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তথাচ উহার অধিকাংশ জইফ্ (দোষান্বিত) সাব্যস্ত হইয়াছে। এমাম তাহাবি হজরত এবনে আব্বাছ (রাজিঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উচ্চ স্বরে বিছ্মিল্লাহ্ পড়েন নাই।" দারকুৎনি হজরত আবু হোরায়রার ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন, "যে সময় ছুরা ফাতেহা পড়িতে ইচ্ছা কর, বিছ্মিল্লাহ্ পড়, কেন না বিছ্মিল্লাহ্ ছুরা ফাতেহার একটী আয়ত।"

পাঠক, আয়নি গ্রন্থে আছে;—"এই হাদিছটী জইফ্, কেন না এমাম ছুফিয়ান ছওরি এই হাদিছের রাবি আবদুল হামিদকে জইফ্ বলিয়াছেন। এমাম দারকুৎনি বলিয়াছেন, ইহা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছ নহে, ইহা হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) মত। আরও ছহি বোখারিতে উক্ত হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) হইতে ছুরা ফাতেহা পড়িবার কথা আছে, কিন্তু বিছ্মিল্লাহ্ পড়িবার

কথা নাই। তাহা হইলে দারকুৎনির মওকুফ্ হাদিছও জইফ্। আরও উহাকে ছহি স্বীকার করিলেও উহাতে উচ্চ রবে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িবার কোন কথা নাই।"

ছহি নেছায়ীতে আছে, "নয়ীম বলেন, আমি হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছিলাম, তিনি ছুরা ফাতেহার অগ্রে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িয়াছিলেন।"

পাঠক, আয়নিতে আছে;—উচ্চ স্বরে বিছ্মিল্লাহ্ পড়া সাব্যস্ত হয় না, কেন না ইহা হইতে পারে যে, হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) চুপে চুপে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িয়াছিলেন, নয়ীম তাঁহার নিকটে থাকিয়া উহা শুনিয়াছিলেন, আরও ইহা হইতে পারে যে, হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) নামাজ শেষ করিয়া নয়ীমকে এই সংবাদ জ্ঞাত করাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় এই যে, ইহাতে উচ্চ স্বরে বিছ্মিল্লাহ্ পড়া স্বীকার করিলেও এই হাদিছ জইফ্ হইবে; কেন না হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) ৮০০ শিষ্যের মধ্যে কেবল নয়ীম এই হাদিছ প্রকাশ করিয়াছেন, আর সকলেই চুপে চুপে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন; তাহা হইলে নয়ীমের হাদিছ ছহি হইতে পারে না।" উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব উচ্চ রবে বিছ্মিল্লাহ্ পড়িতে ফৎওয়া দিয়া জইফ্ হাদিছের পয়রবি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আউজোবিল্লাহ্ উচ্চ রবে পড়িতে ফৎওয়া দিয়া কোন দলীল আনিতে পারেন নাই।

নামাজে নাভীর নীচে হাত বাঁধিবার দলীল :—

১ম দলীল, মছ্নদে এব্নে আবি শায়বা :—

حدثنا وكيع عن موسى ابن عمير عن علقمة بن وائل

بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم وَضَعَ

يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ

হজরত ওয়াএল (রাঃ) বলেন, আমি হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে নাভীর নীচে বাম হাতের ডাহিন হাতের উপর বাঁধিতে দেখিয়াছি।

قال ابو الطيب المدنى. ثم اطلعنا على حديث صحيح بعمد الله وهو سند المفت و مويد لحديث على رض وهو ما اخرجه ابن ابن شيبة في مصنفه و هذا حديث قوى من حيث السند

আল্লামা আবুৎ তাইয়েব মাদানি বলিয়াছেন, মছ্নদে এব্নে আবি শায়বার হাদিছটী ছহি, ইহার ছনদ অতি ছহি, ইহাই হানিফি মজহাবের দলীল, আরও ইহাতে হজরত আলির (রাজিঃ) হাদিছের ছহি হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

২য় দলীল, এবনে হাজ্‌ম বর্ণনা করিয়াছেন ;—

مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ

تَحْتَ السُّرَّةِ

হজরত আনাছ বলিয়াছেন, (নামাজে) নাভীর নীচে বাম হাতের উপর ডাহিন হাত রাখা নবুয়তের চরিত্র (ছুন্নত)।

৩য় দলীল, এমাম মোহাম্মদের কেতাবোল-আছার ;—

قَالَ مُحَمَّدٌ يَضَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْأَيْمَنِ عَلَى رُسْغِ الْيُسْرَى

تَحْتَ السُّرَّةِ

"এমাম মোহাম্মদ বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) নাভীর নীচে বাম হাতের কব্জার উপর ডাহিন হাতের তালু রাখিতেন।" তেরমজির টীকাকার বলেন, ইহা উত্তম ছনদ।

৪র্থ দলীল, মছনদে এব্‌নে আবি শায়বা ;—

سمعت ابا مجلز او سألته قلت كيف يضع قال يضع

بطن كف على ظاهر كف شماله و يجعلهما اسفل من السرة

"রাবি বলেন, আমি আবু মাজ্‌লাজ্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, (নামাজে) হাত কিরূপে রাখিতে হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ডাহিন হাতের তালু বাম হাতের কব্‌জার উপর নাভীর নীচে রাখিতে হইবে।" তেরমজি টীকাকার বলিয়াছেন, ইহা উত্তম ছনদ।

৫ম দলীল, তইছিরোল-অছুল ২১৬ পৃষ্ঠা ঃ—

ان عليا رض قال السنة وضع الكف في الصلوة و يضعهما

تحت السرة اخرجه رزين

এমাম রজিন বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, নামাজে নাভীর নীচে হাত বাঁধা ছুন্নত (জনাব হজরত নবি করিমের তরিকা)।

৬ষ্ট দলীল, মছনদে আহ্‌মদ ;—

عن علي رض قال من السنن في الصلوة وضع الاكف

تحت السرة

হজরত আলি (রাজিঃ) বলিয়াছেন, নাভীর নীচে এক হাত অন্য হাতের উপর রাখা নামাজের ছুন্নত।

৭ম দলীল, ছহি আবু দাউদ, ১১১ পৃষ্ঠা ঃ—

عن ابي جحيفة ان عليا رض قال السنة وضع الاكف

على الاكف في الصلوة تحت السرة

আবু হোজায়ফা হইতে বর্ণিত আছে ;—

নিশ্চয় হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, নামাজে নাভীর নীচে এক হাত অন্য হাতের উপর রাখা ছুন্নত।

৮ম দলীল, উক্ত কেতাবের ঐ পৃষ্ঠা ঃ—

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَخْذُ الْاَكُفِّ فِي الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) বলিয়াছেন, নামাজে নাভীর নীচে হাত রাখিতে হইবে।

৯ম দলীল, ছহি তেরমজি ৩৪ পৃষ্ঠা ঃ—

وَرَاٰى بَعْضُهُمْ اَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَاٰى بَعْضُهُمْ

اَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذٰلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ

কতক ছাহাবা ও তাবিয়ির মত এই যে, দুই হাত নাভীর উপরে বাঁধিবে, আর কতক ছাহাবা ও তাবিয়ির মত এই যে, নাভীর নীচে দুই হাত বাঁধিবে, উভয় কাজ তাঁহাদের মতে জায়েজ আছে।

১০ম দলীল, ছহি মোছলেমের টীকা ১৭৩ পৃষ্ঠা ঃ—

و يجعلهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهبنا المشهور و به قال الجمهور و قال ابوحنيفة و سفيان الثوري و اسحق بن راهويه و ابو اسحق يجعلهما تحت سرته و عن على بن ابي طالب روايتان كالمذهبين و عن احمد روايتان كالمذهبين

"এমাম শাফিয়ির প্রসিদ্ধ মতে ও অধিকাংশ আলেমের মতে দুই হাত বুকের নীচে নাভীর উপরে রাখিবে। এমাম আবু হানিফা, ছুফিয়ান ছওরি, ইস্‌হাক ও আবু ইস্‌হাকের মতে নাভীর নীচে দুই হাত রাখিবে।" হজরত আলি (রাঃ) হইতে দুই প্রকার হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। এমাম আহ্‌মদ এক মতে বলেন, বুকের নীচে

নাভীর উপরে হাত রাখিবে, আর এক মতে বলেন, নাভীর নীচে হাত রাখিবে।"

পাঠক, পুরুষ লোকের হাত রাখিবার ব্যবস্থা হাদিছ ও ছাহাবাদের মত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে এতদ্ সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা উক্ত দুই দলীল হইতে সাব্যস্ত হয় নাই; কাজেই এমাম আজম (র) কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকেরা নামাজে দুই হাত বুকের উপর বাঁধিবে, ইহাতে তাহাদের পরদা রক্ষা হইবে, কাপড় খুলিতে পারিবে না।

মোহাম্মদিদের প্রথম প্রশ্ন ঃ—

—o—

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার প্রথম খণ্ডে (৫৮ পৃষ্ঠায়) ও সরকার ইউছফ উদ্দীন সাহেব হেদাএতল মোকাল্লেদীনের ৩৯।৪০।৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, নামাজে নাভীর নীচে হাত বাঁধিবার হাদিছ ছহি নহে; কেন না হজরত আলি (রাজিঃ) হইতে ছহি আবু দাউদে যে হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, উহার একজন রাবি জইফ। আরও ইহা কেবল হজরত আলির (রা) কথা, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কাজ বা হুকুম নহে, অতএব হানফিরা ছহি হাদিছ ত্যাগ করিয়া জইফ হাদিছের কথা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

—o—

হানিফিদের উত্তর ;—

আয়নি, তৃতীয় খণ্ড ; ১৫ পৃষ্ঠা ঃ—

فان قلت سلمنا هذا ولكن الذي روي عن علي فيه مقال
لان في سنده عبد الرحمن بن اسحق الكوفى قال احمد ليس بشي
منكر الحديث قلت روى ابوداؤد وسكت عليه و بعضده ما رواه

ابن حزم من حديث انس من اخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرة ، وقال الترمذى العمل عند اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وضع اليمين على الشمال فى الصلوة ورأى بعضهم ان يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم ان يضعهما تحت السرة وكل ذالك واسع

আল্লামা বদরুদ্দিন বলিয়াছেন ;—

"হজরত আলি (রাজিঃ) নাভীর নীচে হাত বাঁধা ছুন্নত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কোন ছাহাবা ছুন্নত বলিলে, সাধারণতঃ নবীর ছুন্নত বুঝা যায়, ইহাও বিদ্বান্‌গণের এক মতে, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছের তুল্য হইয়া থাকে।

আরও এমাম আহ্‌মদ এই হাদিছের আবদুর রহমানকে জইফ্ বলিলেও, এবনে হাজ্‌ম হজরত আনাছ হইতে যে নাভীর নীচে হাত বাঁধিবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং এমাম তেরমজি যে নাভীর নীচে হাত বাঁধা কতক ছাহাবার তরিকা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, হজরত আলির (রা) হাদিছ জইফ্ নহে, সেই হেতু এমাম আবু দাউদ উহার প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই।

পাঠক, এবনে আবি শায়বার স্পষ্ট ছহি হাদিছে, এবনে হাজ্-মের বর্ণিত হজরত আনাছের হাদিছে এবং এমাম মোহাম্মদের বর্ণিত হাদিছে নামাজে নাভীর নীচে হাত বাঁধিবার ব্যবস্থা প্রমাণিত হই-য়াছে, এ ক্ষেত্রে হজরত আলির (রাজিঃ) হাদিছ জইফ স্বীকার করিলেও কোনই ক্ষতি হইবে না।

উপরোক্ত বিবরণে মৌলবি আব্বাছ আলি ও সরকার ইউছফ উদ্দীন সাহেবদ্বয়ের কথা রদ হইল এবং নামাজে নাভীর নীচে হাত বাঁধা ছহি হাদিছে সাব্যস্ত হইল।

মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ায় লিখিয়াছেন,

উচ্চ রবে আউজোবিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ, পড়া জায়েজ আছে; স্ত্রীলোক, গোলাম, মোছাফের ও পীড়িত ব্যক্তির উপর জোমা ফরজ নহে; কিন্তু ইহা কোন ছহি হাদিছে নাই। আরও তিনি লিখিয়াছেন, ঈদের গোছল করা ছুন্নত, কিন্তু ইহা হজরত নবি করিমের (ছা) হাদিছ নহে, ছাহাবার কাজ। মোহাম্মদিগণ যদি ইহাকে ছুন্নত বলিয়া স্বীকার করেন এবং উক্ত জইফ হাদিছ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে হজরত আলির (রাজি) হাদিছ কিজন্য গ্রাহ্য হইবে না?

মোহাম্মদিদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ—

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার প্রথম খণ্ডে (৫৮ পৃষ্ঠায়), সরকার ইউছফ উদ্দীন সাহেব হেদাএতল মোকা-ল্লেদীনের ৩৬।৩৮।৪০।৪১ পৃষ্ঠায়, মৌলবি জাফর আলি সাহেব বোরহানে হকের ১৮ পৃষ্ঠায় ও মুন্সী জমিরদ্দিন সাহেব ছেরাজল-ইসলামের ৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এবনে খোজায়মা হজরত ওয়াএল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি (হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) সঙ্গে নামাজ পড়িয়াছিলেন, হজরত নবি করিম (ছাঃ) ডাহিন হাত বাম হাতের উপর বুকে রাখিয়াছিলেন।

হানিফিদের উত্তর ;—

এবনে ছাল্লা "উলুমোল-হাদিছে" লিখিয়াছেন ;—

زاد ابن خزيمة على صدره و لم يثبت

"এবনে খোজায়মা বুকের উপর হাত রাখা এ কথাটী বেশী বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহা ছহি নহে।

অকুদোল-জওয়াহের গ্রন্থে বর্ণিত আছে;—জনাব হজরত বিন

করিম (ছাঃ) (নামাজে) ডাহিন হাত বাম হাতের উপর রাখিয়াছিলেন, ইহাই ছহি, কিন্তু বুকের উপর হাত রাখা কথাটী ছহি নহে।

ছালাত হান্‌ফিয়াতে বর্ণিত আছে ;—"এবনে খোজায়মার বুকের উপর হাত রাখা কথাটী মোদরাজ (কোন রাবি নিজ হইতে উহা বেশী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন), উহা পরিত্যক্ত ও বাতীল।"

এই কারণে ছেহাহ্ লেখক কোন এমাম উহা বর্ণনা করেন নাই, ছাহাবাগণ নাভীর নীচে কিম্বা নাভীর উপরে বুকের নীচে হাত বাঁধিতেন, এব্‌নে খোজায়মার হাদিছ ছহি হইলে, তাঁহারা বুকের উপর হাত বাঁধিতেন। অতএব উক্ত হাদিছ দলীল হইতে পারে না।

মোহাম্মদিদের তৃতীয় প্রশ্ন ঃ—

—০—

হেদাএতল মোক্কাল্লেদীনের ৪০।৪১।৪২ পৃষ্ঠায় ও বোরহানে-হকের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

তফছির কবির ও মায়ালেমোৎ তঞ্জিলে আছে, হজরত আলি ও এব্‌নে আব্বাছ (রাজিঃ) ছুরা কাওছারের وَانْحَرْ 'অন্‌হার' শব্দের অর্থ নামাজে বুকের উপর হাত বাঁধা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

হানিফিদিগের উত্তর ;—

الأول وهو قول عامة المفسرين ان المراد هو نحر البدن — قال الاكثرون حمله على نحر البدن اولى لوجوه —

তফছির কবির, ৮ম খণ্ড ৫০২ পৃষ্ঠা ঃ—

অধিকাংশ টীকাকার বলেন, উহার অর্থ কোরবাণী করা। ইহাই দলীল সঙ্গত মত। তৎপরে কয়েকটী প্রমাণ দ্বারা ইহার যুক্তি যুক্ত হওয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

ফৎহোল কাদির, ১১৩ পৃষ্ঠা :—

و اما قوله تعالى فصل لربك وانحر فمدلول اللفظ طلب النحر نفسه و هو غير طلب وضع اليدين عند النحر فالمراد نحر الاضحية

"উক্ত শব্দের অর্থ কোরবাণী করা, বুকের উপর হাত রাখা মর্ম্ম ছহি নহে।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মোহাম্মদিদের দাবি বাতীল এবং আয়েত হইতে তাঁহাদের মত প্রমাণিত হয় না।

মোহাম্মদি লেখকের জাল :—

সরকার ইউছুফ উদ্দীন সাহেব হেদায়েতল-মোকাল্লেদীনের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"কবিছা বেনে হলব তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কে নামাজে বুকের উপর হাত বাঁধিতে দেখিয়াছিলেন। ইহা ছহি বোখারিতে আছে।"

পাঠক, ছহি বোখারিতে এই হাদিছের নাম গন্ধও নাই, কিন্তু সরকার ভাই সাধারণ লোককে ধোকা দিবার জন্য এইরূপ চাল চালিয়াছেন। ছহি বোখারির কোন্ স্থানে এই হাদিছ আছে, তিনি কি তাহা দেখাইয়া দিতে পারেন?

তিন রেকাত বেতের পড়িবার দলীল।

এমাম বোখারি, মোছলেম, মালেক, মোহাম্মদ, আবু দাউদ, তেরমজি, নেছায়ী ও তাহাবি হজরত আএশার (রাঃ) ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي
أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) অনেক সময় ধরিয়া সুচারু-রূপে চারি রাকয়াত (তাহাজ্জদ) নামাজ পড়িতেন, তৎপরে ঐরূপ আরও চারি রাকয়াত পড়িতেন এবং অবশেষে তিন রাকয়াত (বেতের) পড়িতেন।

এমাম আবু হানিফা, আবু দাউদ, তেরমজি ও এবনে মাজা হজরত আএশার (রাজিঃ) ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ يُوتِرُ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم قَالَتْ كَانَ
يَقْرَأُ فِي الْأُولٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ
بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

রাবি বলেন, "আমরা হজরত আএশাকে (রা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বেতেরে কোন্ কোন্ ছুরা পড়িতেন ? (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) প্রথম রাকয়াতে ছুরা আলা, দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা কাফেরুন এবং তৃতীয় রাকয়াতে ছুরা এখলাছ, নাছ ও ফালাক পড়িতেন।"

এমাম আবু দাউদ ও তাহাবি ঐ ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم يُوتِرُ قَالَتْ كَانَ
يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ
وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَ

এবনে আবি কায়েছ বলেন, "আমি হজরত আএশা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কত রাক্য়াত বেতের পড়িতেন, (তদুত্তরে) তিনি বলিলেন, চারি ও তিন রাক্য়াত, ছয় ও তিন রাক্য়াত, আট ও তিন রাক্য়াত এবং দশ ও তিন রাক্য়াত। সাত রাক্য়াতের কম ও তের রেকাতের বেশী পড়িতেন না।

পাঠক, প্রথম হাদিছে স্পষ্ট তিন রাকআত বেতেরের কথা বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয় হাদিছে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) তিন রাক-য়াত বেতের পড়ার কথা প্রমাণিত হইল। যদি তিনি শেষ ইস্‌লামে এক, পাঁচ বা সাত রাকয়াত বেতের পড়িতেন, তবে হজরত আএশা (রাজিঃ) পৃথক্ ভাবে প্রকাশ করিতেন যে, এক রাক্আতের এই ছুরা, পাঁচ রাক্আতের এই ছুরা এবং সাত রাক্আতের এই ছুরা পড়িতেন। আর তৃতীয় হাদিছে প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরতনবি করিম (ছাঃ) প্রত্যেক সময়ে তিন রাক্আত বেতের পড়িতেন; আরও প্রমাণিত হইল যে, তাহাজ্জদ ও বেতের উভয়কে বেতের বলা ছাহাবাদের নিয়ম ছিল, সেই হেতু এই হাদিছে উভয়কে বেতের বলা হইয়াছে।

এমাম তেরমজি, এব্‌নে মাজা, এব্‌নে আবি শায়বা, আবু হানিফা ও তাহাবি (র) হজরত এবনে আব্বাছের ছনদে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) তিন রাকয়াত বেতের পড়িবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম নেছায়ী এইরূপ ছয়টী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম তেরমজি ও আবু হানিফা (র) হজরত আলি (রাঃ) হইতে তিন রাকয়াত বেতেরের হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম তাহাবি হজরত এমরান (রা) হইতে তিন রাকআত বেতেরের হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম এবনে মাজা, হজরত ওবাই হইতে তিন রাক্আত বেতেরের একটী হাদিছ এবং এমাম নেছায়ী পাঁচটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম নেছায়ী হজরত আবদুর রহমান (রা) হইতে তিন রাক-য়াত বেতেরের দশটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম আবু হানিফা (রা) হজরত এবনে মছউদ (রা) হইতে এতদসম্বন্ধীয় একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

মোহাম্মদিদের প্রথম প্রশ্ন ঃ—

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ১০৫।১০৬ পৃষ্ঠায় ও মৌলবী জাকির আলী সাহেব বোরহানে-হকের ২০।২১। ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছ অনুযায়ী ৯।৭।৫।৩।১ রাকয়াত বেতের পড়া জায়েজ আছে। নয় রাকআত পড়িতে গেলে কেবল অষ্টম ও নবম এই দুই রাকয়াতে দুইবার আত্তাহিয়াতো পড়িতে হইবে, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ রাকয়াতে আত্তাহিয়াতো পড়িতে ও বসিতে হইবে না, এই নয় রাকয়াত এক ছালামে পড়িতে হইবে।

সাত রাকআত এক ছালামে পড়িতে গেলে কেবল ষষ্ঠ ও সপ্তম রাকয়াতে বসিতে ও আত্তাহিয়াতো পড়িতে হইবে। পাঁচ রাকয়াত এক ছালামে পড়িতে গেলে, কেবল শেষ রাকয়াতে বসিবে ও আত্তা-হিয়াতো পড়িবে। আর তিন রাকয়াত পড়িতে গেলে, কেবল শেষ রাকয়াতে বসিবে ও আত্তাহিয়াতো পড়িবে।

হানিফিদিগের উত্তর ;—

ছহি বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত আছে ;—

صلوة الليل مثنى مثنى

"রাত্রের নামাজ দুই রাক্য়াত দুই রাক্য়াত।"

এই হাদিছে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, রাত্রের প্রত্যেক নামাজে দুই দুই রাক্য়াতে বসিতে হইবে। ছহি মোছলেমে বর্ণিত হইয়াছে ;—

كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিতেন, প্রত্যেক দুই রাক্য়াতে আত্তাহিয়াতো পড়িতে হইবে।

ছহি তেরমজিতে আছে ;—

تَشَهُّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন ;—প্রত্যেক দুই রাক্য়াতে আত্তাহিয়াতো পড়িতে হইবে।

প্রশ্নোল্লিখিত নয়, সাত ও পাঁচ এবং তিন রাকয়াত নমাজে প্রত্যেক দুই রাক্য়াতে বসিবার ব্যবস্থা নাই, কাজেই এই হাদিছ সকল দ্বারা উপরোক্ত রূপ নমাজ পড়া মনছুখ হইয়াছে।

মায়ানিয়োল-আছার, ১৭৪ পৃষ্ঠা :—

فاخبر في هذا الحديث انهم كانوا مخيرين في ان يوتروا بما احبوا لا وقت في ذلك و لا عدد بعد ان يكون ما يصلون وترا و اجمعت الامة بعد رسول الله صلعم على خلاف ذلك و اوتروا وترا لا يجوز لكل من اوتر عنده ترك شيء منه فدل اجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من رسول الله صلعم لان الله عز و جل لم يكن ليجمعهم على ضلال.

এমাম তাহাবি লিখিয়াছেন ;—(প্রশ্নোল্লিখিত) হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, (নূতন ইস্লামে) ছাহাবাগণ বেজোড় যে কয় রাক্য়াত বেতের পড়িতে ইচ্ছা করিতেন, তাহাদের পক্ষে তাহাই জায়েজ ছিল।

তৎপরে ছাহাবা, তাবিয়ী ও তাবা-তাবিয়িগণের এক এক দল নির্দ্দিষ্ট ভাবে এক এক প্রকার বেতের পড়িতে লাগিলেন। তদ্বিপরীতে অন্য প্রকার পড়া নাজায়েজ মনে করিলেন, এই তরিকার উপর তাঁহাদের এজমা হইয়া গিয়াছে ; ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রশ্নোল্লিখিত প্রকারে বেতের পড়া মনছুখ হইয়াছে ; কেন না খোদাতায়ালা সমস্ত উম্মতকে গোমরাহ্ করিবেন না।

আয়নি ৩য় খণ্ড, ৪০৫ পৃষ্ঠা :—

قُلْتُ هُوَ مَحْمُوْلٌ عَلٰى اَنَّهٗ كَانَ قَبْلَ اِسْتِقْرَارِهَا

প্রশ্নোল্লিখিত প্রকারে বেতের নামাজ নূতন্ ইস্লামে ছিল, তৎপরে উহা মনছুখ হইয়াছে।

এমাম তাহাবি বর্ণনা করিয়াছেন :—

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَلْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ وَكَانَ يُوْتِرُ بِثَلٰثِ رَكَعَاتٍ

হজরত আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, বেতের তিন রাকয়াত এবং তিনি তিন রাকয়াত বেতের পড়িতেন।

মায়ানিয়োল-আছার ১৬৪ পৃষ্ঠা ও মোয়াত্তায় মোহাম্মদ ১৪৬ পৃষ্ঠা :—

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَلْوِتْرُ ثَلٰثٌ كَثَلٰثِ الْمَغْرِبِ

হজরত এব্নে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, বেতের মগরেবের ন্যায় তিন রাকয়াত।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ ১৪৬ পৃষ্ঠা :—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَلْوِتْرُ كَصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, বেতের মগরেবের নামাজের তুল্য (তিন রাক্‌য়াত)।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ ১৪৬ পৃষ্ঠা :—

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا اَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ قَطُّ

হজরত এব্‌নে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, এক রাকয়াত বেতের কখনও জায়েজ হইবে না।

মায়ানিয়োল-আছার ১৬৪ পৃষ্ঠা :—

سَأَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ عَلَّمَنَا اَصْحَابُ

رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم اَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ هٰذَا وِتْرُ اللَّيْلِ

وَهٰذَا وِتْرُ النَّهَارِ

রাবি বলেন, "আমি আবুল আলিয়াকে বেতের নামাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) ছাহাবাগণ আমাদিগকে (তাবিয়ি গণকে) শিক্ষা দিয়াছেন যে, বেতের মগরেবের নমাজের ন্যায় (তিন রাকয়াত), ইহা রাত্রের বেতের এবং মগরেব দিবসের বেতের।"

মোয়াত্তায় মালেক ৮৪ পৃষ্ঠা :—

قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلُ بِبَلَدِنَا وَلٰكِنَّ اَدْنٰى

الْوِتْرِ ثَلٰثٌ

এমাম মালেক বলেন, মদিনা বাসিগণ এক রাকয়াত বেতের পড়েন না, বেতের অতি কম তিন রাকয়াত।"

পাঠক, যে মদিনা শরিফে (জনাব হজরত) নবি করিমের ছাহাবাগণ জীবন কাটাইয়াছেন, তথাকার লোক এক রাকয়াত

বেতের নাজায়েজ বলেন, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এক রাকয়াত বেতেরের হাদিছের মর্ম্ম অন্যরূপ, কিম্বা উহা মনছুখ হইয়াছে।

যদি এক রাকয়াত নামাজ সিদ্ধ হইত, তবে ফজরের নমাজে এক রাকয়াত কছরের হুকুম হইত।

ছহি বোখারি—মিছরি ছাপা, ১ম খণ্ড ১১৩ পৃষ্ঠা :—

قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُوْنَ بِثَلَاثٍ

এমাম কাছেম বলিয়াছেন, আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া অবধি (মদিনা শরিফে) ছাহাবাগণকে তিন রাকয়াত বেতের পড়িতে দেখিয়াছি।

মায়ানিয়োল আছার, ১৬৪ পৃষ্ঠা :—

أَثْبَتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْوِتْرَ بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثًا لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ

খলিফা মহাত্মা ওমার বেনে আবদুল আজিজ, ফকিহ এমামগণের ফৎওয়া অনুযায়ী মদিনা শরিফে এক ছালামে তিন রাকয়াত বেতেরের ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন।

ফৎহোল-কদিরের ১৭৭ পৃষ্ঠা :—

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ رواه ابن ابى شيبة

এমাম এবনে আবি শায়বা, এমাম হাছান বছরি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুসলমানদের এক মত হইয়াছে যে, বেতের এক ছালামে তিন রাকয়াত নামাজ।

মায়ানিয়োল-আছার ১৬৫ পৃষ্ঠা :—

عن الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير والقاسم بن محمد و ابي بكر بن عبدالرحمن و خارجة بن زيد و عبيد الله و سليمان بن يسار في مشيخة سواهم اهل فقه و صلاح فكان مما وعيت عنهم ان الوتر ثلث لايسلم الا في آخرهن

আবু জিয়াদ বলেন, আমি বিখ্যাত সাত জন ফকিহ, ছয়ীদ, ওরওয়া, কাছেম, আবুবকর, খারেজা, ওবায়দুল্লা, ছোলোয়মান ও এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের অনেক পরহেজগার ফকিহ শিক্ষক হইতে স্মরণ রাখিয়াছি যে, বেতের এক ছালামে তিন রাকয়াত নামাজ।

মোহাম্মদিদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ;—

মাছায়েলে জরুরিয়ার ১০৬ পৃষ্ঠায় ও বোরহানুল হকের ২২।২৩।২৪।২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—হজরত এবনে ওমার, আএশা, এব্নে আব্বাছ ও আবু আইউব (রা) হইতে এক রাকয়াত বেতে-রের হাদিছে বর্ণিত আছে।

হানিফিদের উত্তর ;—

ছহি মোছলেমে হজরত এব্নে ওমারের (রাজিঃ) ছনদে বর্ণিত আছে যে, বেতের শেষ রাত্রে এক রাকয়াত নামাজ।

মায়ানিয়োল-আছার, ১৬৪ পৃষ্ঠা ঃ—

يحتمل ان يكون ركعة مع شفع قد تقدمها و ذلك كله وتر فتكون تلك الركعة توتر الشفع المتقدم لها اي مضمومة الى الشفع الذي قبلها كما قال ابن الملك

এব্নে মালেক বলেন, ইহার মর্ম্ম এই যে, রাত্রির নামাজ দুই রাকয়াত, উহার সঙ্গে এই এক রাকয়াত যোগ করিলে একুনে তিন রাকয়াত বেতের হইবে।

ছহি বোখারি ও মোছলেমে ঐ ছনদ বর্ণিত আছে, রাত্রের নামাজ দুই রাকয়াত, যে সময় তোমাদের কেহ ছোবাহ্ ছাদেক হইবার ভয় করে, সেই সময় এক রাকয়াত নামাজ পড়িয়া লইবে, ইহাতে এই এক রাকয়াত প্রথম নামাজকে বেতের নামাজে পরিণত করিবে।

আয়নি, ৩য় খণ্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা ঃ—

قلت معناه متصلة بما قبلها و لذلك قال يوتر لك ما قبلها و من يقتصر على ركعة واحدة كيف يوتر له ما قبلها و ليس قبلها شئ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এই এক রাক্‌য়াত প্রথম দুই রাকয়াতকে বেতের করিবে, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বেতের এক রাকয়াত নহে, বরং জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তিন রাকয়াতকে বেতের বলিয়াছেন।

ফৎহোল কদির, ১৭৭ পৃষ্ঠা ঃ—

اخرج الحاكم قيل للحسن ان ابن عمر رض كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال ابن عمر رض افقه منه و كان ينهض في الثانية بالتكبيرة و سلمت عنه

হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—কোন লোক হজরত হাছান বছরিকে বলিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় হজরত এবনে ওমার (রা) বেতেরের দুই রাকয়াত পড়িয়া ছালাম দিতেন) এবং পৃথক ভাবে আর এক রাকয়াত পড়িতেন), তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হজরত এবনে ওমার (রা) এরূপ প্রবীণ আলেম ছিলেন যে, তিনি এইরূপ কাজ কখনও করিতে পারেন না; তিনি দ্বিতীয় রাকয়াতে (বসিয়া) তকবির পড়িয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন (এবং শেষ রাকয়াত পড়িয়া একেবারে ছালাম দিতেন)। এমাম হাকেম এই হাদিছের প্রতি কোনওরূপ দোষারোপ করেন নাই, তাহা হইলে তাঁহার মতে এই হাদিছটী ছহি।

মায়ানিয়োল-আছার ১৬৪ পৃষ্ঠা :—

عن عقبة بن مسلم قال سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال اتعرف وتر النهار فقلت صلوة المغرب قال صدقت و احسنت انتهى و قال الطحاوي و عليه يحمل حديث ابن عمر ان رجلا سأل النبي صلعم عن صلوة الليل فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما صليت قال معناه صل ركعة مع ثنتين قبلها و يتفق بذالك الاخبار

আকাবা বেনে মোছলেম বলেন, আমি হজরত এব্‌নে ওমারকে বেতেরের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি দিবসের বেতেরকে জান কিনা? আমি বলিয়াছিলাম, মগরেবের নামাজ (দিবসের বেতের)। তিনি বলিয়াছিলেন, সত্য এবং অতি উত্তম কথা বলিয়াছ।

এমাম তাহাবি বলেন, ইহাতে যেরূপ বেতের কেবল তিন রাক্‌য়াত সাব্যস্ত হইল, সেইরূপ বোখারি ও মোছলেম বর্ণিত হজরত এব্‌নে ওমারের (রা) হাদিছে বেতের তিন রাকয়াতই সাব্যস্ত হয়; কেন না জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, রাত্রির নামাজ দুই দুই রাকয়াত, ছোবেহ্ ছাদেক হওয়ার সন্দেহ হইলে, উহার সহিত আর রাকয়াত যোগ করিলে, এই তিন রাকয়াত একুনে বেতের হইয়া যাইবে।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, হজরত এব্‌নে ওমারের (রাজিঃ) হাদিছের মর্ম্ম কেবল এক রাকয়াত নহে, বরং তিন রাকয়াত।

ছহি মোছলেমে হজরত আএশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রাত্রে একাদশ রাকয়াত নামাজ পড়িতেন, উহার মধ্যে এক রাকয়াত দ্বারা বেতের আদায় করিতেন।

মায়ানিয়োল-আছার ১৭৫ পৃষ্ঠা :—

فكان معنى ثم يوتر بعد ذلك ثم يوتر بثلث منهن ركعتان

من الثمان و ركعة بعدها فيكون جميع ما قالى احدى عشرة ركعة

উপরোক্ত হাদিছের মর্ম্ম এই যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) প্রথমে আট রাক্য়াত তাহাজ্জদ পড়িতেন, তৎপরে দুই রাক্য়াত পড়িতেন, অবশেষে আর এক রাক্য়াত উহার সহিত যোগ করিতেন, তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে আট রাক্য়াত তাহাজ্জদ ও তিন রাক্য়াত বেতের হইল।

ছহি আবু দাউদে আছে ;—

উক্ত হজরত আএশা (রা) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাজ্জদ চারি, ছয়, আট কিম্বা দশ হউক, কিন্তু বেতের তিন রাক্য়াত।

নেছায়ী, তাহাবি ও আবু বকর এবনে আবি শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন ;—

كان رسول الله صلعم لا يسلم فى ركعتى الوتر

হজরত আএশা (রাজিঃ) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি দুই রাক্য়াত পড়িয়া ছালাম দিতেন না, (বরং উঠিয়া আর এক রাক্য়াত উহার সহিত যোগ করিতেন)।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, হজরত আএশার (রাঃ) হাদিছের মর্ম্ম এক রাক্য়াত বেতের নহে, বরং তিন রাক্য়াত।

ছহি বোখারিতে বর্ণিত আছে, "কেহ হজরত এবনে আব্বাছকে (রা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি হজরত মায়াবিয়ার সম্বন্ধে কি বলেন ? তিনি এক রাক্য়াত বেতের পড়েন। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, তিনি ফকিহ ছিলেন, ঠিক পড়িয়াছেন।"

পাঠক, এই এক রাক্য়াতও প্রথম দুই রাক্য়াতের যোগে তিন রাক্য়াত বেতেরে পরিণত হইয়াছিল।

হজরত এবনে আব্বাছ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, বেতের মগ-

রেবের ন্যায় তিন রাক্য়াত। আরও হজরত এব্নে আব্বাছ (রাঃ) হজরত মায়াবিয়ার (রাঃ) কাজকে ছহি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত হাদিছের প্রকৃত মর্ম্ম তিন রাক্য়াতের বেতের হইবে।

আবু দাউদ, নেছায়ী ও এব্নে মাজা বর্ণিত হজরত আবু আইউবের (রাঃ) হাদিছের মনছুখ হওয়া প্রথমে প্রমাণিত হইয়াছে; কেন না উহাতে পাঁচ ও তিন রাক্য়াত এক আত্তাহিয়াতো দ্বারা পড়া সাব্যস্ত হয়, ইহা হজরত আএশা, কজল ও এব্নে ওমারের (রাঃ) হাদিছ হইতে মনছুখ হইয়াছে।

মোহাম্মদিদের তৃতীয় প্রশ্ন ;—

—o—

দারকুৎনি বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عن النبی صلعم قال لا توتروا بثلاث او تـروا بخمس او سبع و لا تشبهوا بصلوة المغرب

(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তিন রাক্য়াত বেতের পড়িও না, পাঁচ কিম্বা সাত রাক্য়াত পড়; মগরেবের তুল্য নামাজ পড়িও না।

হানিফিদের উত্তর ;—

এমাম তাহাবি লিখিয়াছেন ;—

فقد یحتمل ان یکون کرہ افراد الوتر حتی یکون معـہ شفـع فیکون ذلک تطوعا

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বেতেরের অগ্রে দুই, চারি, ছয়, আট কিম্বা দশ রাক্য়াত নফল (তাহাজ্জদ) পড়িতেন, আর মগরেবের অগ্রে নফল পড়িতেন না, সেই অর্থে বলিতেছেন যে, তোমরা বেতেরের অগ্রে দুই কিম্বা চারি রাক্য়াত নফল পড়, তাহা

হইলে উহা মগরেবের তুল্য হইবে না। ইহাতেই প্রমাণিত হইল যে, এক রাক্‌য়াত বেতের হইতে পারে না।

ছহি তেরমজি, ৬০ পৃষ্ঠা ঃ—

قال اسحق بن ابراهيم معنى ما روى ان النبى صلعم كان يوتر بثلث عشرة قال انما معناه انه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل الى الوتر

এছহাক বেনে এবরাহিম বলেন, ১৩ রাক্‌য়াত বেতের বলিলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাজ্জদ সমেত বেতের ১৩ রাক্‌য়াত। তাহাজ্জদকেও কখন কখন বেতের বলা হয়।

পাঠক, উপরোক্ত পাঁচ কিম্বা সাত রাক্‌য়াত বেতেরের মর্ম্ম বুঝিতে হইবে যে, বেতের তিন রাক্‌য়াত এবং অবশিষ্ট দুই কিম্বা চারি রাক্‌য়াত তাহাজ্জদ বা নফল।

মোহাম্মদিদের চতুর্থ প্রশ্ন ঃ—

—০—

মাছায়েলে জরুরিয়ার ১০৫।১০৬ পৃষ্ঠায় ও বোরহানে-হকের ২১। ২২।২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, তিন রাক্‌য়াত বেতের পড়িতে গেলে, কেবল শেষ রাক্‌য়াতে বসিয়া একবার আত্তাহিয়াতো পড়িবে, কিম্বা দুই রাক্‌য়াত পড়িয়া ছালাম দিয়া তৃতীয় রাক্‌য়াত পৃথক ভাবে পড়িবে।

হানিফিদিগের উত্তর ;—

হাকেম বর্ণনা করিয়াছেন ;—

হজরত আএশা (রাঃ) বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তিন রাকয়াত বেতেরের শেষ রাকয়াতেই ছালাম দিতেন (দ্বিতীয় রাকয়াতে ছালাম দিতেন না)।

এমাম আহমদ, হজরত আএশার (রাজি) ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন :—

عَنْ عَائِشَةَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তিন রাকয়াত বেতের পড়িতেন, কিন্তু দ্বিতীয় রাকয়াতে ছালাম দিতেন না।

আয়নি, ৩য় খণ্ড ৪০৫ পৃষ্ঠা :—

وَمِمَّنْ قَالَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ وَأَبُو أُمَامَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ

"হজরত ওমার, আলি, এবনে মছউদ, হোজায়ফা, এবনে আব্বাছ, আনাছ, আবু এমামা, ওমার বেনে আবদুল আজিজ (রাজিঃ) ও সাত জন ফকিহ্ ও কুফাবাসী বিদ্বান্‌গণ বলিতেন, তিন রাকয়াত বেতের পড়িতে হইবে, কিন্তু দ্বিতীয় রাকয়াতে ছালাম দিতে হইবে না।

মোয়াত্তায় মালেকে বর্ণিত আছে যে, হজরত এবনে ওমার (রা) দ্বিতীয় রাকয়াতে ছালাম দিয়া কোন কাজের হুকুম করিতেন, তৎপরে আর এক রাকয়াত পড়িতেন।

মোহাল্লি বলেন :—

ظاهره انه كان يصلي الوتر موصولا فان عرضت له حاجة فسلم ثم بنى على ما مضى

হজরত এবনে ওমার এক ছালামে তিন রাকয়াত পড়িতেন,

তবে দৈবাৎ মল-মূত্রের আবশ্যক হইলে, দ্বিতীয় রাকয়াতে ছালাম দিয়া, অবশেষে এক রাকয়াত পড়িয়া লইতেন।

হাকেম, হাছান বছরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত এব্নে ওমার (রাঃ) দ্বিতীয় রাকয়াতে ছালাম দিতেন না।

আরও জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, রাত্রের নামাজ দুই দুই রাকয়াত। ইহাতে প্রত্যেক দুই রাকয়াতে বসিয়া আত্তাহিয়াতো পড়া সাব্যস্ত হইল।

উপরোক্ত বিবরণে তিন রাকয়াত বেতের এক ছালাম ও দুইবার আত্তাহিয়াতোর সহিত অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইল।

বেতের ওয়াজেব হইবার দলীল ঃ—

—o—

মেশ্কাত, ১১৩ পৃষ্ঠা ঃ—

اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, বেতের ওয়াজেব, যে ব্যক্তি বেতের না পড়িবে, আমার তরিকা ছাড়া হইবে। এইরূপ তিনবার বলিয়াছিলেন।

মেশ্কাত, ১১২ পৃষ্ঠা ঃ—

قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ

بِصَلٰوةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَّطْلُعَ الْفَجْرُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْدَاوُدَ

আবু দাউদ ও তেরমজি বর্ণনা করিয়াছেন, খারেজা বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, নিশ্চয় খোদাতায়ালা তোমাদিগকে এক নামাজ দান করিয়াছেন, যাহা উট হইতে তোমাদের পক্ষে উত্তম, উহা বেতেরের নামাজ।

খোদাতায়ালা এশা হইতে ফজর প্রকাশ পাওয়া অবধি উহার সময় (ওক্ত) নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাঠক, উপরোক্ত দুইটী হাদিছ হইতে উহার ওয়াজেব হওয়া প্রতিপন্ন হইল, ইহাই এমাম আজমের মজহাব।

মাছায়েলে জরুরিয়ার ১০৪।১০৫ পৃষ্ঠায় হজরত আলি (রাজিঃ) হইতে উহার ছুন্নত হইবার কথা লিখিত আছে, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, বেতের পাঞ্জেগানা নামাজের ন্যায় ফরজ নহে, তবে উহা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) ছুন্নত (হাদিছ) হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে উহার ওয়াজেব হইবার কোন বাধা হইতে পারে না।

বেতেরের নামাজে রুকুর অগ্রে দোয়া কুনত পড়িবার দলীল :—

মেশকাত, ১১৩ পৃষ্ঠা :—

عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فِي الصَّلٰوةِ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم

بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا اِنَّهُ كَانَ بَعَثَ اُنَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ سَبْعُونَ رَجُلًا فَاُصِيبُوا فَقَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ "

ছহি বোখারি ও মোছলেমে আছে, আছেম বলেন :—আমি হজ-রত আনাছ বেনে মালেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নামাজে রুকুর অগ্রে কনুত পড়ার নিয়ম ছিল, কিম্বা রুকুর পরে ? হজরত আনাছ (রা) বলিলেন, রুকুর অগ্রে কুনত পড়ার নিয়ম ছিল। কেবল তিনি এক মাস রুকুর পরে কনুত পড়িয়াছিলেন, নিশ্চয় তিনি ৭০ জন হাফেজে কোরাণকে (এক স্থানে) পাঠাইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহারা শত্রুদের দ্বারা নিহত (শহিদ) বা বন্দী হইয়াছিলেন, (সেই সময়) তিনি শত্রুদের প্রতি বদ দোয়া করিবার জন্য এক মাস রুকুর পরে কনুত পড়িয়াছিলেন।

ফৎহোল কদির, ১৭৮ পৃষ্ঠা :—

عن الحسن بن علي رض قال علمني رسول الله كلمات اقولهن في الوتر اخرجه الاربعة و حسنه الترمذي و قال النووي اسناده صحيح او حسن و عن علي رض انه عم كان يقول في آخر وتره اللهم الخ اخرجه الاربعة و حسنه الترمذي و عن رسول الله صلعم انه كان يوتر فيقنت قبل الركوع رواه ابن ماجة و عنه انه كان يوتر بثلث و يقنت قبل الركوع رواه النسائي — عن عبدالله بن مسعود ان النبي صلعم قنت في الوتر قبل الركوع اخرجه الخطيب في كتاب القنوت و ذكره ابن الجوزي في التحقيق و سكت عنه عن ابن عباس قال اوتر النبي صلعم بثلث فقنت فيها قبل الركوع اخرجه ابو نعيم و عن ابن عمر ان النبي صلعم كان يوتر بثلث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع اخرجه الطبراني و ما في حديث انس

انه عليه السلام قنت بعد الركوع فالمراد منه ان ذلك كان شهرا فقط بدليل مافي الصحيح عن عاصم الاحول سألت انسا عن القنوت في الصلوة قال نعم فقلت كان قبل الركوع او بعده قال قبله قلت فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعده قال كذب انما قنت عليه الصلوة والسلام بعد الركوع شهرا و عاصم كان ثقة جدا ولا معارضة محققة في ذلك مع ما رواه اصحاب انس بل هذه تصلح مفسرة للمراد بمرويهم انه قنت بعده و مما يحقق ذلك ان عمل الصحابة او اكثرهم كان على وفق ما قلنا - عن علقمة ان ابن مسعود و اصحاب النبي صلعم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع اخرجه ابن ابي شيبة انتهى مختصرا مع تقديم و تاخير

আবু দাউদ, তেরমজি, নেছায়ী ও এব্‌নে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত আলির (রাঃ) পুত্র হজরত এমাম হাছান (রা) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আমাকে কতকগুলি কথা (দোয়া কনুত) বেতের নামাজে পড়িবার জন্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। এমাম তেরমজি ইহাকে হাছান (এক প্রকার ছহি) এবং এমাম নাবাবি ইহাকে হাছান বা ছহি বলিয়াছেন।

উক্ত চারি খণ্ড কেতাবে হজরত আলি (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বেতেরের শেষে দোয়া কনুত পড়িতেন। এমাম তেরমজি এই হাদিছকে হাছান বলিয়াছেন।

এব্‌নে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বেতেরের রুকুর অগ্রে কনুত পড়িতেন।

নেছায়ী বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তিন রাকয়াত বেতের পড়িতেন এবং রুকুর অগ্রে দোয়া কনুত পড়িতেন।

খতিব হজরত এব্‌নে মছউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে,

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বেতেরের রুকুর অগ্রে কনুত পড়িতেন। এবনে জাওজি এই হাদিছটীর প্রতি কোনওরূপ দোষা-রোপ করেন নাই।

আবু নয়ীম হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) ছনদে ও তেবরানি হজরত এবনে ওমারের (রাঃ) ছনদে তিন রাকয়াত বেতের ও রুকুর অগ্রে কনুত পড়িবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

হজরত আনাছের (রাঃ) হাদিছে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে যে রুকুর পরে কনুত পড়িবার ব্যবস্থা বর্ণিত হই-য়াছে, উহা জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেবল এক মাসের জন্য করিয়াছিলেন, (তৎপরে আর কখন উহা করেন নাই); কেন না ছহি বোখারিতে আছে ;—

আছেম হজরত আনাছকে (রাঃ) নামাজে কনুতের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, অবশ্য কনুত পড়া হইত। তৎপরে আছেম বলিলেন, কনুত রুকুর অগ্রে কিম্বা পরে পড়া হইত ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, রুকুর অগ্রে পড়া হইত। আছেম বলিলেন, অমুক লোক আমাকে সংবাদ দিয়াছে, আপনি নাকি বলিয়াছেন যে, রুকুর পরে কনুত পড়া হইত। তিনি বলি-লেন, সে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেবল এক মাস রুকুর পরে কনুত পড়িয়াছিলেন (তৎপরে আর রুকুর পরে কনুত পড়েন নাই)।

এবনে হাম্মাম বলেন, আছেম অতি বিশ্বাস ভাজন আলেম ছিলেন। হজরত আনাছের অন্যান্য শিষ্য যে রুকুর পরে কনুত পড়িবার কথা তাঁহা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই তাহার তাৎ-পর্য্য।

আর অধিকাংশ ছাহাবা যে রুকুর অগ্রে কনুত পড়িতেন, ইহাতেই উপরোক্ত মতের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

এবনে আবি শায়বা নিজ মছনদে (হাদিছ গ্রন্থে) বর্ণনা করিয়াছেন, আলকামা বলেন, নিশ্চয় হজরত এব্‌নে মছউদ (রাঃ) ও জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) ছাহাবাগণ বেতেরের রুকুর অগ্রে কনুত পড়িতেন।

আয়নি তৃতীয় খণ্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা :—

و حكاه ابن المنذر عنهما و عن علي و ابي موسى الاشعري و البراء بن عازب و ابن عمر و ابن عباس و عمر بن عبد العزيز و عبيدة السلماني و حميد الطويل و عبد الرحمن ابن ابي ليلى رضي الله عنهم و في المصنف و قال ابراهيم كانوا يقولون القنوت بعد ما فرغ من القراءة في الوتر

এব্‌নে মোনজার বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ওমার, এব্‌নে মছউদ, আলি, আবু মুছা, বারা, এব্‌নে ওমার, এব্‌নে আব্বাছ, ওমার বেনে আবদুল আজিজ, ওবায়দা, হোমাএদ এবং আবদুর রহমান (রা) বলিতেন, বেতেরে রুকুর অগ্রে কনুত পড়িতে হইবে।

মোছান্নাফে এমাম এবরাহিম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ছাহাবাগণ বলিতেন, বেতেরের কেরাত শেষ করিয়া (রুকুর অগ্রে) দোয়া কনুত পড়িতে হইবে।

পাঠক ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কোন বিশেষ কারণ বশতঃ কেবল এক মাস রুকুর পরে কনুত পড়িয়াছিলেন, তৎপরে সকল সময়েই রুকুর অগ্রে কনুত পড়িতেন; অতএব রুকুর পরে কনুত পড়া মনছুখ হইয়াছে।

মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১০৮ পৃষ্ঠায় যে রুকুর পরে কনুত পড়িবার কথা লিখিত আছে, উহা মনছুখ বা পরিত্যক্ত মত।

ফজর, মগরেব বা অন্যান্য অক্তিয়া নামাজে দোয়া কনুত মনছুখ হইবার দলীল।

—০—

ফৎহোল কদির, ১৮০।১৮১ পৃষ্ঠা :—

عن علقمة عن عبد الله قال لم يقنت رسول الله صلعم في الصبح الا شهرا ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده رواه البزار و ابن ابي شيبة و الطبراني و الطحاوي و عن عاصم قال قلنا لانس بن مالك رض ان قوما يزعمون ان النبي صلعم لم يزل يقنت بالفجر فقال كذبوا انما قنت رسول الله صلعم شهرا واحدا يدعو على احياء من احياء المشركين — و عن قتادة عن انس ان النبي صلعم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا عليهم رواه الخطيب هذا سند صحيح قال صاحب تنقيح التحقيق و عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلعم لم يقنت في الفجر قط الا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك و بعده اخرجه ابو حنيفة فهذا الغبار عليه — و عن غالب قال كنت عند انس بن مالك رض شهرين فلم يقنت في صلوة الغداة رواه الطبراني و قد صح حديث ابي مالك عن ابيه صليت خلف النبي صلعم فلم يقنت و صليت خلف ابي بكر رض فلم يقنت و صليت خلف عمر رض فلم يقنت و صليت خلف عثمان رض فلم يقنت و صليت خلف علي رض فلم يقنت ثم قال يا بني بدعة رواه النسائي و ابن ماجه و الترمذي وقال حديث حسن صحيح و لفظ ابن ماجه عن ابي مالك قال قلت لابي يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلعم و ابي بكر و عمر و عثمان و علي رض بكوفة نحوا من خمس سنين اكانوا يقنتون في الفجر قال اي بني محدث و عن ابي بكر و عمر و عثمان رض كانوا لا يقنتون في الفجر رواه ابن ابي شيبة و عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن عمر و ابن الزبير

رضى الله عنهم كانوا لا يقنتون فى صلوة الفجر انتهى ملخصا مع تقديم و تاخير

এমাম বাজ্জাজ, এবনে আবি শায়বা, তেবরানি ও তাহাবি আলকামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; "হজরত এবনে মছউদ (রা) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এক মাস কেবল ফজরের নামাজে দোয়া কনুত পড়িয়াছিলেন, তৎপরে উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বে বা পরে আর (ফজরে) কনুত পড়েন নাই।"

আছেম বলিয়াছেন, আমি হজরত আনাছ (রা) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এক দল লোক বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) সর্ব্বদা ফজরের নামাজে কনুত পড়িতেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন; জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এক দল মোশরেকের প্রতি বদ দোয়া করিবার জন্য কেবল এক মাস (ফজরে) কনুত পড়িয়াছিলেন।

খতিব, হজরত কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেবল কোন দলের প্রতি নেক কি বদ দোয়া করিবার জন্য (ফজরে) কনুত পড়িতেন। তনকিহ লেখক বলেন, এই হাদিছটী ছহি।

এমাম আবু হানিফা (র) বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এবনে মছউদ (রাজিঃ) বলিলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) একমাস ভিন্ন কখনও ফজরের নামাজে কনুত পড়েন নাই, তিনি ইহার পূর্ব্বে বা পরে ফজরে তাঁহাকে কনুত পড়িতে দেখেন নাই। এবনে হাম্মাম বলেন, এই হাদিছটী ছহি।

এমাম তেবরানি বর্ণনা করিয়াছেন, গালেব বলেন, আমি হজরত আনাছের (রাজিঃ) নিকট দুই মাস কাল ছিলাম, কিন্তু তিনি ফজরে কনুত পড়েন নাই।

ছহি নেছায়ী, এব্‌নে মাজা ও তেরমজিতে আছে ;—হজরত আবু মালেক তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (তিনি বলেন), আমি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ), হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান এবং আলির (রা) পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছি, তাঁহারা (ফজর বা অক্তিয়া নামাজে) কনুত পড়িতেন না, তৎপরে তিনি বলিলেন, হে পুত্র, (ফজর বা অক্তিয়া নামাজে) কনুত পড়া বেদাত কাজ। এমাম তেরমজি বলেন, এই হাদিছটী ছহি ও হাছান।

এব্‌নে মাজাতে আছে, আবু মালেক বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পিতঃ, নিশ্চয় আপনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ও চারি খলিফার পশ্চাতে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল নামাজ পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা কি ফজরে কনুত পড়িতেন ? তিনি বলিলেন, না। হে পুত্র, ফজরে কনুত পড়া বেদাত কাজ।

এব্‌নে আবি শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান, এব্‌নে আব্বাছ, এব্‌নে মছউদ, এব্‌নে ওমার ও এব্‌নে জোবাএর (রা) ফজরের নামাজে কনুত পড়িতেন না।

মোহাম্মদি দিগের প্রশ্ন ;—

—o—

দারকুৎনি প্রভৃতি এমামগণ আবু জাফর রাজি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ;—হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এন্তেকালের সময় পর্য্যন্ত ফজরের নামাজে কনুত পড়িতেন।

ছহি বোখারিতে আছে, হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, ফজর ও মগরেবে কনুত পড়া ছিল। আরও উক্ত কেতাবে আছে, হজরত আবু হোরায়রা (রা) জোহর, এশা ও ফজরের শেষ রাকয়াতে

কনুত পড়িতেন এবং ইমানদারদের জন্য নেক দোয়া ও কাফেরদের জন্য বদ দোয়া (লানত) করিতেন।

হানিফিদের উত্তর ;—

নাছ্‌বার-রায়াহ্‌ গ্রন্থের ২৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

আল্লামা জয়লয়ী বলিয়াছেন, এমাম এব্‌নে জওজি 'তহকিক' ও 'এলাল' কেতাবদ্বয়ে লিখিয়াছেন, দারকুৎনি বর্ণিত আবু জাফর রাজির হাদিছটী ছহি নহে ; কেন না তাঁহার অন্য নাম ইছা, ইনি হামানের পুত্র। এমাম আলি মদিনি, এহিয়া, আহ্‌মদ বেনে হাম্বল, আবু জোরয়া ও এব্‌নে হাব্বান তাঁহাকে ভ্রমকারী, অযোগ্য ও জইফ্‌ বলিয়াছেন, অতএব উক্ত হাদিছটী বাতীল। আর উহাকে ছহি স্বীকার করিলেও হাদিছের মর্ম্ম এইরূপ হইবে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ফজরের নামাজে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতেন ; কেন না কনুতের এক অর্থ দাঁড়ানও আছে।

আয়নি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হজরত আনাছের হাদিছের (রাঃ) মর্ম্ম এই যে, প্রথম ইস্‌লামে ফজর ও মগরেবে এক মাসের জন্য কনুত পড়া হইয়াছিল, তৎপরে উহা মনছুখ হইয়া গিয়াছে।

আবু দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عن انس ان النبي صلعم قنت شهرا ثم تركه

"হজরত আনাছ বলেন, নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) [ফজর কি অক্তিয়া নামাজে] কনুত পড়িয়াছিলেন, তৎপরে উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন।" ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, অক্তিয়া নামাজে কনুত পড়া মনছুখ হইয়াছে।

এমাম এব্‌নে হাব্বান বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেবল কোন দলের প্রতি দোয়া করার জন্যই কনুত পড়িতেন। এই হাদিছটী

ছহি। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিনা কারণে অক্তিয়া নামাজে কনুত পড়ার ব্যবস্থা ছহি নহে।

এমাম তাহাবি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এব্‌নে ওমার ও আব-দুর রহমান (রা) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কাফের-দের প্রতি বদ দোয়া করিবার জন্য কনুত পড়িতেন, তৎপরে খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফের একটী আয়েত নাজিল করিয়া তাঁহাকে কাফেরদের উপর বদ দোয়া করিতে নিষেধ করেন, সেই অবধি তিনি আর অক্তিয়া নামাজে কাফেরদের প্রতি বদ দোয়া করিবার জন্য কনুত পড়েন নাই। হজরত আবু হোরায়রা (রা) এই সংবাদ অজ্ঞাত থাকায় কাফের দের প্রতি লানতের জন্য জোহর, এশা ও ফজরে কনুত পড়িতেন, অতএব এই মত ছহি নহে।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কাফেরদের প্রতি বদ দোয়া করিবার জন্য এক মাস অক্তিয়া নামাজে কনুত পড়িয়াছিলেন, তৎপরে খোদাতায়ালার নিষেধাজ্ঞা নাজিল হওয়ায় আর উহা করেন নাই। কেবল বেতেরে কনুত পড়া শেষ নিয়ম ছিল, তাহাই এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। মাছা-য়েলে-জরুরিয়ার ১০৮ পৃষ্ঠায় যে মগরেব ও ফজরের দোয়া কনুত পড়িবার ফৎওয়া আছে, উহা মনছুখ (পরিত্যক্ত) মত।

কনুত পড়িবার সময় রফাইয়াদাএন করিবার (দুই হাত উঠাইবার) দলীল।

—o—

মিছরি ছাপা ছহি বোখারি, ৬৫ পৃষ্ঠা :—

قَالَ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صلعم ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ

"হজরত আবু মুছা আশআরী (রা) বলিয়াছেন, জনাব হজরত

নবি করিম (ছাঃ) দোয়া করিতে দুই হাত উঠাইয়াছিলেন।"
এইরূপ হজরত আবু হোমায়েদ ও আনাছ (রা) হইতে ছেহাহ্ ছেত্তার মধ্যে অনেক হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) দোয়া করিবার সময় দুই হাত উঠাইতেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, দোয়া করিবার সময় দুই হাত উঠান হজরত নবি করিমের (ছাঃ) ছুন্নত। কনুত একটী দোয়া, এই হাদিছ অনুযায়ী কনুত পড়িবার সময় দুই হাত উঠান ছুন্নত হইবে।

আল্লামা বাহ্রুল উলুম 'আরকান-আরবায়া'র ২৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ثم مذهب الامام احمد و الامام الشافعي ان يرفع اليدين عند القنوت لانه سنة الدعاء مطلقا

এমাম আহ্মদ ও শাফিয়ি (র) বলেন, কনুত পড়িবার সময় দুই হাত উঠাইতে হইবে ; কেন না প্রত্যেক দোয়ার সময় হাত উঠান ছুন্নত।

এমাম বোখারি 'রফয়োল-ইয়াদাএন' পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قَالَ كَانَ عُمَرُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوْتِ

আবু ওছমান বলেন, হজরত ওমার (রাঃ) দোয়া কনুত পড়িতে দুই হাত উঠাইতেন।

আরও উক্ত পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ;—

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ آخِرِ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ

হজরত আবদুল্লা বেতেরের শেষ রাকয়াতে ছুরা এখ্লাছ পড়ি-

তেন, রুকুর অগ্রে কনুত পড়িতেন এবং (কনুত পড়িতে) দুই হাত উঠাইতেন।

মায়ানিয়োল আছার, ৩৯১ পৃষ্ঠা :—

عن ابراهيم النخعى قال ترفع الايدي فى سبع مواطن (الى) وفى التكبير للقنوت فى الوتر

এমাম এবরাহিম নখয়ী বলিয়াছেন, সাত স্থানে দুই হাত উঠাইতে হইবে, তন্মধ্যে বেতেরে কনুত পড়িবার সময় দুই হাত উঠাইতে হইবে।

কেতাবোল আছার, ৭৬ পৃষ্ঠা :—

عن ابراهيم ان القنوت فى الوتر واجب في شهر رمضان وغيره قبل الركوع فاذا اردت ان تقنت فكبر

এমাম এবরাহিম বলেন ;—কি রমজান, কি অন্য মাসে বেতেরের নামাজে দোয়া কনুত পড়া ওয়াজেব, (কিন্তু) উহা রুকুর অগ্রে পড়িবে এবং কনুত পড়িতে ইচ্ছা করিলে, তকবির পড়িবে (রফাইয়া-করিবার জন্য)।

মনিয়ার টীকা, ৩১৭ পৃষ্ঠা :—

رفع تكبيرات القنوت مروي عن عمر وعلي و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر والبراء بن عازب ذكره الاثرم و البيهقي في سننه الكبرى.

এমাম বয়হকি ও আছরাম বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ওমার আলি, এবনে মছউদ, এবনে আব্বাছ, এবনে ওমর ও বারা (রা:) কনুত পড়িতে দুই হাত উঠাইতেন।

পাঠক, জনাব হজরত নবি করিমের (ছা:) হাদিছ অনুযায়ী ও প্রধান প্রধান ছাহাবাদের তরিকা অনুযায়ী দোয়া কনুতের সময় দুই হাত উঠান ছুন্নত সাব্যস্ত হইল। মোহাম্মদিগণ এই ছুন্নতকে এনকার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইঁহদের গোছল করা জনাব হজরত

নবি করিমের কোন ছহি হাদিছে সাব্যস্ত হয় নাই, কেবল হজরত এব্নে ওমার (রাঃ) উহা করিয়াছেন, সেই হেতু মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ায় উক্ত গোছলকে ছুন্নত বলিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বহু ছাহাবা রুকুতের সময়ে হাত উঠাইতেন এবং হাদিছ হইতেও উহা প্রমাণ সিদ্ধ হইল, এরূপ কাজ ছুন্নত হইল না এবং একজন ছাহাবা যাহা করিলেন, তাহাই ছুন্নত হইল, ইহা কিরূপ এজ্‌তেহাদ ও কিরূপ বিচার ?

দুই ঈদের নামাজে ছয় তকবির পড়িবার দলীল।

—০—

মেশ্‌কাতের ১২৬ পৃষ্ঠায়, ছহি আবু দাউদ হইতে বর্ণিত আছে ঃ—

عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا مُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يُكَبِّرُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهٗ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ

"হজরত ছয়ীদ বেনেল্ আছ বলেন, আমি হজরত আবু মুছা ও হোজায়ফা (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) দুই ঈদের নামাজে কিরূপ তকবির পড়িতেন ? তদুত্তরে হজরত আবু মুছা (রা) বলিলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) জানাজা নামাজের ন্যায় (উহার প্রত্যেক রাকয়াতে)

চারি তকবির পড়িতেন, তৎপরে হজরত হোজায়ফা বলিলেন, ইনি সত্য কথা বলিয়াছেন।"

হাদিছের সার মর্ম্ম এই যে, প্রথম রাকয়াতে নামাজ আরম্ভ করিতে এক তকবির, তৎপরে বেশী তিন তকবির পড়িতেন। আর শেষ রাক্য়াতে রুকু করিতে এক তকবির এবং বেশী তিন তকবির পড়িতেন। অতএব এই হাদিছে দুই ঈদের নামাজে ছয় তকবির পড়া সাবাস্ত হইল।

এমাম আবু দাউদ ও মোন্জারি এই হাদিছ বর্ণনা করিয়া কোন প্রকার দোষারোপ করেন নাই, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে এই হাদিছটী ছহি।

এব্নে জওজি এই হাদিছের রাবি আবদুর রহমানের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন এবং এব্নে কাত্তান ইহার অন্য রাবি আবু আএশাকে অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত মত নহে; কেন না তহকিক লেখক বলিয়াছেন, অনেক বিদ্বান্—বিশেষতঃ এমাম এহিয়া, আবদুর রহমানকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন এবং এমাম হাকেম বলিয়াছেন, আবু আএশা এক জন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ছয়ীদের গোলাম (ক্রীত দাস) ছিলেন, হজরত আবু মুছা, আবু হোরায়রা ও হোজায়ফার শিষ্য ও এমাম মকহুলের শিক্ষক ছিলেন, অতএব উপরোক্ত হাদিছটী নিশ্চয় ছহি।

ফৎহোল কাদির, ২৫৯ পৃষ্ঠা :—

عن علقمة و الاسودان ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا اربعا قبل القرأة ثم يكبر فيركع و في الثانية يقرأ فاذا فرغ كبر اربعا ثم ركع اخرجه عبدالرزاق

মোছনাদে আবদুর রাজ্জাকে এমাম আল্কামা ও আছওয়াদ হইতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় হজরত এব্নে মছউদ (রা) ঈদের প্রথম রাক্য়াতে নামাজ আরম্ভ করিতে এক তকবির ও বেশী তিন

তকবির পড়িয়া কেরাত পড়িতেন এবং অবশেষে রুকু করিতে আর এক তকবির পড়িতেন। দ্বিতীয় রাক্য়াতে প্রথম কেরাত পড়িতেন, তৎপরে বেশী তিন তকবির এবং শেষ রুকুর জন্য আর এক তকবির পড়িতেন।” মূল কথা এই যে, দুই ঈদে ছয় তকবির পড়িতেন।

عن علقمة والاسود قالا كان ابن مسعود رض جالسا و عنده حذيفة و ابوموسى الاشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلوة العيد فقال حذيفة سل الاشعري فقال الاشعري سل عبد الله فانه اقدمنا و اعلمنا فسألهم فقال ابن مسعود يكبر اربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم الى الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا بعد القرأة

আরও উক্ত কেতাবে উক্ত দুই ব্যক্তি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, “হজরত এব্‌নে মছউদ (রা) বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হজরত হোজায়ফা ও আবু মুছা আশয়ারি (রা) ছিলেন, তৎপরে হজরত ছয়ীদ বেনে আছ (রা) তাঁহাদের নিকট ঈদের তকবিরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে হজরত হোজায়ফা (রা) বলিলেন, আপনি হজরত আবু মুছা (রা) কে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি বলিলেন, হজরত এব্‌নে মছউদ (রা) কে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি আমাদের মধ্যে বহুদর্শী ও প্রধান বিদ্বান্, তখন হজরত ছয়ীদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, প্রথমে নামাজের তকবির, তৎপরে তিন তকবির, তৎপরে কেরাত ও অবশেষে রুকুর তকবির পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় রাক্য়াতে দাঁড়াইয়া প্রথমে কেরাত, তৎপরে তিন তকবির ও শেষে রুকুর তকবির পড়িতে হইবে।”

এইরূপ এব্‌নে আবি শায়বা ও এমাম মোহাম্মদ নিজ নিজ গ্রন্থে হজরত এব্‌নে মছউদ (রা) হইতে দুই ঈদের ছয় তকবিরের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

قال الترمذي وقد روي عن ابن مسعود رض انه قال في التكبير

في العيد تسع تكبيرات في الاولى خمسا قبل القراءة وفي الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا وهذا اثر صحيح قاله بحضرة جماعة من الصحابة ، ومثل هذا يحمل على الرفع

এমাম তেরমজি বর্ণনা করিয়াছেন, "ঈদের প্রথম রাক্‌য়াতে নামাজ আরম্ভ করিতে এক তকবির, তৎপরে বেশী তিন তকবির, অবশেষে রুকু করিতে এক তকবির পড়িতে হইবে, কিন্তু তিন তকবির কেরাতের অগ্রে পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে প্রথম কেরাত, তৎপরে বেশী তিন তকবির, অবশেষে রুকুর তকবির পড়িতে হইবে। ইহা হজরত এব্‌নে মছউদ ও অনেক ছাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে।"

এবনে হাম্মাম বলেন, হজরত এব্‌নে মছউদ এক দল ছাহাবার সাক্ষাতে এইরূপ ছয় তকবিরের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা ছহি হাদিছ। ইহা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে; কেন না যদি তিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে ইহা না শুনিতেন, তবে কখনও নিজে এরূপ ফৎওয়া দিতেন না।

নাছবোর রায়াহ, ৩২২ পৃষ্ঠা :—

عن انس انه كان يكبر في العيد تسعا فذكر مثل حديث ابن مسعود اخرجه ابن ابي شيبة عن عبد الله بن حرث قال شهدت ابن عباس كبر في صلوة العيد بالبصرة تسع تكبيرات اخرجه عبد الرزاق - قال وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك ايضا فسألت خالدا كيف كان فعل ابن عباس ففسر لنا كما صنع ابن مسعود اخرجه ايضا -

এব্‌নে আবি শায়বা, হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে এবং আব্দুর রাজ্জাক, হজরত এব্‌নে আব্বাছ, মোগিরা ও খালেদ হইতে ঈদের ছয় তকবিরের কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

মনিয়ার টীকা, ৫২৬ পৃষ্ঠা ঃ—

و هو قول ابن مسعود و ابي موسى الاشعري و حذيفة بن اليمان و عقبة بن عامر و ابن الزبير و ابي مسعود البدري والحسن وابن سيرين والثوري وهو رواية عن احمد وحكاه البخاري مذهبا لابن عباس وفي الاسرار جعله قول عمر ابن الخطاب ايضا و زاد المرغيناني ابا سعيد والبراء

হজরত এব্‌নে মছউদ, আবু মুছা, হোজায়ফা, আকাবা, এব্‌নে জোবাএর, আবু মছউদ, হাছান, এব্‌নে ছিরিন, ছুফিয়ান ছওরি, আবু ছয়ীদ, বারা, ওমার, এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) ও আহমদ সকলেই দুই ঈদের নামাজে ছয় তকবির পড়িতেন।

মূল কথা এই যে, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছ হইতে ঈদের ছয় তকবির প্রমাণিত হইল এবং অনেক ছাহাবার তরিকা হইতেও উহা প্রমাণিত হইল।

ঈদের বার তকবিরের সমস্ত হাদিছ জইফ্।

মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১২৮ পৃষ্ঠায়, হেদায়েতল মোকাল্লেদীনের ৯১।৯০ পৃষ্ঠায় ও বোরহানে-হকের ২৬।২৭।২৮ পৃষ্ঠায় ঈদের বার তকবিরের সম্বন্ধে কয়েকটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহার একটীও ছহি নহে।

১ম, আবু দাউদ ও এব্‌নে মাজা, আম্‌র বেনে শোয়ায়বের ছনদে বার তকবিরের একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম তেরমজি বলেন, এমাম বোখারি এই হাদিছকে ছহি বলিয়াছেন। নাছ্‌বোর-রায়াহ্ ইত্যাদি কেতাবে আছে, এমাম ছয়ীদ কাত্তান বলিয়াছেন, এমাম বোখারির মত যুক্তিযুক্ত নহে; কেন না এই হাদিছের এক জন রাবির নাম আব্দুর রহমান তায়িফি; এমাম এহিয়াময়ীন,

আহ্মদ নেছায়ী ও আবু হাতেম প্রভৃতি বিদ্বান্‌গণ উক্ত রাবিকে জইফ্ বলিয়াছেন, অতএব এই হাদিছটী জইফ্।

আরও এই হাদিছটী এমাম বোখারির মতেও ছহি হইতে পারে না; কেন না ইহার ছনদে আছে, রাবি আম্র তাঁহার পিতা শোয়ীএব হইতে, শোয়াএব তাঁহার পিতা মোহাম্মদ হইতে এবং মোহাম্মদ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে এই হাদিছ শুনিয়াছেন; কিম্বা শোয়াএব তাঁহার পিতামহ আবদুল্লা হইতে শুনিয়াছেন, কিন্তু আমরের পিতামহ মোহাম্মদ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে দেখেন নাই, এবং শোয়াএব তাঁহার পিতামহ আবদুল্লাকে দেখেন নাই, তাহা হইলে এই হাদিছটী মোরছাল কিম্বা মোনকাতা হইবে; এই হেতু এমাম বোখারি ও মোছলেম এই ছনদকে ছহি গ্রন্থে গ্রহণ করেন নাই, এক্ষণে এই হাদিছ এমাম বোখারির মতেও ছহি হইতে পারে না।

২য়, তেরমজি ও এবনে মাজা, আম্র বেনে আওফের ছনদে ঈদের বার তকবিরের একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম তেরমজি বলেন, এই হাদিছটী হাছান (উত্তম) এবং এমাম বোখারি ইহাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন।

নাছবোর রায়াহ্ ইত্যাদি কেতাবে বর্ণিত আছে;—"এমাম ছয়ীদ কাত্তান বলিয়াছেন, এমাম বোখারির কথার মর্ম্ম এই যে, উহা অতিরিক্ত জয়ীফ্ নহে, কিন্তু ইহাতে উহার ছহি হওয়া প্রমাণিত হয় না। এই হাদিছের এক জন রাবির নাম কছির বেনে আবদুল্লা; এমাম আহ্মদ, এহিয়া মযীন, নেছায়ী, দারকুৎনি, আবু জোরয়া, শাফিয়ি ও এবনে হাব্বান উক্ত রাবিকে মিথ্যাবাদী, পরিত্যক্ত, বাতীল ও জাল হাদিছ প্রকাশক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবনে দাহ্ইয়া বলিয়াছেন, এমাম তেরমজি অনেক বাতীল ও জাল হাদিছকে হাছান (উত্তম) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও

একটী জাল হাদিছ।" ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এই হাদিছটী ছহি নহে।

৩য়, আবু দাউদ ও এবনে মাজা, হজরত আএশার (রা) ছনদে ঈদের বার তকবিরের একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। নাছবোর-রায়াহ কেতাবে আছে;—এমাম দারকুৎনি এই হাদিছকে মোজতারেব (১) বলিয়াছেন। এমাম তেরমজি ও বোখারি উহাকে জইফ বলিয়াছেন।

৪র্থ, এমাম শাফিয়ী, এমাম জাফরের ছনদে বার তকবিরের একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা মোরছাল। এই হাদিছের ছনদে মধ্যবর্ত্তী ছাহাবার নাম উল্লেখ নাই, এক জন তাবিয়ী—যিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে দেখেন নাই, তিনি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ হাদিছকে মোরছাল বলে। মোহাদ্দেছগণও এইরূপ হাদিছকে ছহি বলেন না, তবে ইহা তাঁহাদের পক্ষে কিরূপে দলীল হইবে?

৫ম, এবনে মাজা, ছাদের ছনদে বার তকবিরের একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম আবু হাতেম এই হাদিছকে বাতীল বলিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে ঈদের বার তকবিরের কোন হাদিছ ছহি নহে।

অবশ্য মোয়াত্তা মালেকে বর্ণিত আছে যে, হজরত আবু হোরায়রা (রা) ঈদের নামাজে বার তকবির পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইহা এক

---

(১) যে হাদিছটী কয়েক ছনদে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রথম ছনদে রাবিদের নাম যে তরতিবে বর্ণিত হইয়াছে, অন্যান্য ছনদে তাহার বিপরীত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, উহাকে মোজতারেব বলে; এইরূপ হাদিছ জইফ হইয়া থাকে।

জন ছাহাবার কাজ। মোহাম্মদিগণ ছাহাবার কাজকে দলীল বলিয়া গ্রাহ্য করেন না, নচেৎ তাঁহারা ২০ রাক্‌য়াত তারাবিহ্ পড়িতেন, এক্ষেত্রে তাঁহারা এক জন ছাহাবার মতে দুই ঈদে বার তকবির পড়িতে পারেন না, অতএব মোহাম্মদিদের পক্ষে বার তকবিরের কোনই ছহি দলীল নাই। আর যদি তাঁহারা এখন হইতে ছাহাবাদের কাজ গ্রহণ করেন, তবে হানিফিগণ যে হাদিছ ও বহু ছাহাবার মতানুযায়ী দুই ঈদে ছয় তকবির পড়িয়া থাকেন, তাহাই বেশী গ্রহণীয় হইবে।

হে সরকার ভাই, আপনি হেদাএতল মোকাল্লেদীনের ৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বার তকবিরের মত হাদিছে আছে, হানিফিদের ছয় তকবিরের মত কেয়াছ ও মনোক্তি কথা ; এখন দেখিলেন ত ; হানিফিদের মত হাদিছ ও ছাহাবাদের তরিকা সঙ্গত, কিন্তু বার তকবিরের মত কোন ছহি হাদিছে নাই।

প্রথম বা তৃতীয় রাক্‌য়াতে না বসিয়া দাঁড়াইবার দলীল ও জমির উপর হাত রাখিয়া উঠা মকরুহ্ হইবার দলীল ;—

—o—

মিছরি ছাপা ছহি বোখারি, চতুর্থ খণ্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা :—

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, "তৎপরে (দ্বিতীয়) ছেজদা কর, এমন কি ছেজদায় কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাক, তৎপরে মস্তক উঠাইয়া সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া যাও।"

ছহি তেরমজি, ৩৮ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَنْهَضُ فِي الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ قَالَ اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُوْنَ اَنْ يَّنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَخَالِدُ بْنُ اِيَاسٍ ضَعِيْفٌ

হজরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম [ছাঃ] (প্রথম বা তৃতীয় রাক্য়াতে না বসিয়া) উরুর উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন। এমাম আবু ইছা বলেন, মোজতাহেদ বিদ্বানগণ (ছাহাবা, তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়িগণ) উপরোক্ত হাদিছ অনুযায়ী (প্রথম বা তৃতীয় রাক্য়াতে না বসিয়া জমির উপর হাত না লাগাইয়া) উরুর উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন। তৎপরে এমাম আবু ইছা বলেন, এই হাদিছের এক জন রাবি খালেদ বেনে আয়াছ জইফ (অর্থাৎ শেষাবস্থায় তাঁহার স্মরণশক্তি কম হইয়াছিল)।

ফৎহোল কদিরে বর্ণিত আছে ;—

قَالَ اِبْنُ هُمَامٍ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَقْتَضِيْ قُوَّةَ اَصْلِهِ وَاِنْ ضَعُفَ خُصُوْصُ هٰذَا الطَّرِيْقِ وَهُوَ كَذٰلِكَ

এবনে হাম্মাম বলিয়াছেন, এমাম তেরমজি যে বলিয়াছেন, মোজতাহেদ ছাহাবা, তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়িগণ উপরোক্ত হাদিছ

গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, যদিও খাস এই ছনদটী জইফ, তথাচ মূল হাদিছটী ছহি।

মছনদ এবনে আবি শায়বা ;—

أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينهض في الصلوة على صدور قدميه ولم يجلس واخرج نحوه عن علي رض وكذا عن ابن عمر وابن الزبير وكذا عن عمر واخرج عن الشعبي كان عمر وعلي واصحاب رسول الله صلعم ينهضون في الصلوة على صدور اقدامهم واخرج عن ابي عياش ادركت غير واحد من اصحاب رسول الله صلعم فكان اذا رفع احدهم راسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى والثالثة نهض كما هو ولم يجلس

হজরত এব্নে মছউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি (প্রথম বা তৃতীয় রাকয়াতে) না বসিয়া উরুর উপর হাত রাখিয়া উঠিয়া যাইতেন। এইরূপ হজরত আলি, এব্নে ওমার, এব্নে জোবাএর ও ওমার (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এমাম শা'বি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত ওমার, আলি ও জনাব নবি করিমের (ছাঃ) অন্যান্য ছাহাবাগণ (প্রথম ও দ্বিতীয় রাকয়াতে না বসিয়া জমির উপর হাত না লাগাইয়া) উরুর উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন। নৌমান, আবু আইয়াশ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি

অনেক ছাহাবাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম বা তৃতীয় রাক্য়াতে দ্বিতীয় ছেজদার পরে না বসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন।

মছনদে আবদুর রাজ্জাক ;—

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَاِبْنِ عَبَّاسٍ وَاِبْنِ عُمَرَ مِثْلَهٗ

হজরত এব্নে মছউদ, এব্নে আব্বাছ ও এব্নে ওমার (রা) প্রথম ও দ্বিতীয় রাকয়াতে দ্বিতীয় ছেজদার পরে বসিতেন না।

বয়হকি ;—

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهٗ رَاٰى اِبْنَ مَسْعُوْدٍ

فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

হজরত এব্নে মছউদ (রা) প্রথম ও দ্বিতীয় রাক্য়াতের দ্বিতীয় ছেজদার পরে না বসিয়া উরুর উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন।

মেশ্কাত, ৮৫ পৃষ্ঠা ঃ—

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ نَهٰى اَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰي يَدَيْهِ اِذَا نَهَضَ

فِي الصَّلٰوةِ

"আবু দাউদে আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) নামাজে দাঁড়াইবার সময় দুই হাতের উপর ভর করিয়া উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রথম বা তৃতীয় রাক্য়াতে জমির উপর হাত লাগাইয়া দাঁড়ান মকরুহ্।

মোহাম্মদিদের প্রশ্ন ;—

—o—

ছহি বোখারিতে বর্ণিত আছে, মালেক বেনে হোয়ায়রেছ (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) নামাজের অবস্থা বর্ণনা করিতে প্রথম বা তৃতীয় রাকয়াতে দ্বিতীয় ছেজদার পরে কিছুক্ষণ বসিয়া দুই হাত জমির উপর লাগাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন।

ছহি বোখারিতে লিখিত আছে, হজরত আবু হোরায়রা (রা), জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) নামাজের অবস্থা বর্ণনা করিতে, দ্বিতীয় ছেজদার পরে কিছুক্ষণ বসিবার কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

মাছায়েলে-জরুরিয়ার ৭৩ পৃষ্ঠার আবু দাউদ, তেরমজি ও দারমি হইতে বর্ণিত আছে, আবু হোমাএদ (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) নামাজ বর্ণনা করিতে প্রথম রাকয়াতের দ্বিতীয় ছেজদার পরে বসিয়াছিলেন।

একমাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে ;—

مالك ابن الحويرث هو مالك ابن الحويرث الليثي وفد على النبي صلعم واقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة

মালেক বেনে হোয়ায়রেছ, জনাব নবি করিমের (ছাঃ) নিকট আসিয়া ২০ দিবস তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তৎপরে বাছরার (বস্রা বা বসোরার) বাশেন্দা হইয়াছিলেন।

হানিফিদের উত্তর ;—

ছহি বোখারি (মিছরি ছাপা), ৯৫ পৃষ্ঠা ঃ—

قَالَ اَيُّوْبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ اَرَهُمْ يَفْعَلُوْنَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ ـ

"হজরত আইউব (রা) বলেন, মালেক বেনে হোয়ায়রেছ এই-রূপ একটী কাজ করিতেন, যাহা ছাহাবাগণকে করিতে দেখি নাই, তিনি তৃতীয় রাক্‌য়াতে (দ্বিতীয় ছেজদার পরে) বসিতেন (অন্যান্য ছাহাবাগণ ইহা করিতেন না)।"

এমাম তেরমজি বলিয়াছেন, মোজ্‌তাহেদ ছাহাবা, তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়িগণ প্রথম বা তৃতীয় রাকয়াতে দ্বিতীয় ছেজদার পরে না বসিয়া উরুর উপর হাত রাখিয়া উঠিয়া যাইতেন।

মেরকাত ;—

فقد اتفق اكابر الصحابة الذين كانوا اقرب الى رسول الله صلعم و اشد اتباعا لاثره و الزم لصحبته من مالك بن الحويرث على ماقال فوجب تقديمه

মালেক বেনে হোয়ায়রেছ প্রথম বা তৃতীয় রাকয়াতে দ্বিতীয় ছেজদার পর কিছুক্ষণ বসিতেন, কিন্তু যে সমস্ত প্রধান প্রধান ছাহাবা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) নিকটবর্ত্তী, চির সহচর ও তাঁহার তরিকার সম্পূর্ণ অনুসরণকারী (তাবেদার) ছিলেন, তাঁহারা প্রথম বা তৃতীয় রাক্‌য়াতে দ্বিতীয় ছেজদার পর না বসিয়া উরুর উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন ; তাহা হইলে প্রধান প্রধান ছাহাবাদের মত অগ্রগণ্য হইবে এবং উহা গ্রাহণ করা আবশ্যক হইবে।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মালেক বেনে হোয়ায়-রেছের হাদিছ কোন বিশেষ কারণে পরিণত হইবে, আলেমগণ বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) পীড়িত বা দুর্ব্বল অবস্থায় এইরূপ করিয়া থাকিবেন, যথা ;—

আবু দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে ;

لا تبادروا فی رکوع و سجود انی قد بدنت

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এক সময় ছাহাবাগণকে

বলিয়াছিলেন, "আমি দুর্ব্বল হইয়াছি, তোমরা আমার অগ্রে রুকু ও ছেজদা করিও না।" প্রধান প্রধান ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) উপরোক্ত কাজকে পীড়িত অবস্থার কাজ বুঝিয়া সাধারণতঃ প্রথম বা তৃতীয় রাক্য়াতে দ্বিতীয় ছেজ্‌দার পর বসিতেন না, কিন্তু মালেক বেনে হোয়ায়রেছ কিম্বা আবু হোমায়েদ (রা) উহা বুঝিতে না পারিয়া বসিয়া যাইতেন; অতএব উক্ত স্থলে বসিতে হইবে না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

এমাম এব্‌নে হাজার 'ফতহোল বারি'তে লিখিয়াছেন;—

و اشار البخاري الى ان هذه اللفظة وهم فانه عقبه بان قال قال ابو اسامة فى الاخير حتى تستوي قائما والصحيح رواية عبيدالله بن سعيد بن قدامة ويوسف ابن موسى عن ابي اسامة ولفظ ثم اسجد حتى تطمئن

এমাম বোখারি প্রকাশ করিয়াছেন যে, হজরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত যে হাদিছ দ্বিতীয় ছেজ্‌দার পরে বসিবার কথা আছে, উহা ছহি নহে, কেননা তিনি উক্ত হাদিছ বর্ণনা পরে লিখিয়াছেন, আবু ওছামা শেষে বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) দ্বিতীয় ছেজদার পরে দাঁড়াইয়া যাইতেন, এই হাদিছটীই ছহি। আরও আবু হোমায়দের যে হাদিছ ছহি বোখারিতে বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে প্রথম বা তৃতীয় রাক্য়াতে দ্বিতীয় ছেজদার পর বসিবার কথা নাই। এমাম আবু দাউদ ও তাহাবি উক্ত আবু হোমায়েদের একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাতে বর্ণিত আছে;—জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) প্রথম রাক্য়াতে দ্বিতীয় ছেজদার পর না বসিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন। তাহা হইলে প্রশ্নোল্লিখিত আবু হোমায়দের হাদিছ দলীল হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, মালেক বেনে হোয়ায়রেছের হাদিছটীর জইফ হওয়া ঐ কেতাবের ২৭ পৃষ্ঠায় প্রমাণিত হইয়াছে। আরও আবু হোমায়দের

হাদিছটীর জইফ্ হওয়া এই কেতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় প্রমাণিত হইয়াছে; তাহা হইলে উক্ত হাদিছ দ্বয় কিছুতেই দলীল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

শেষ বৈঠকে বসিবার নিয়ম।

—০—

ছহি নেছায়ী, ১৭৩ পৃষ্ঠা :—

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض اَنَّهُ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ يَنْصَبَ الْقَدَمُ

الْيُمْنٰى وَ اِسْتِقْبَالُهُ بِاَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَ الْجُلُوْسُ عَلَى الْيُسْرٰى

নিশ্চয় হজরত এবনে ওমার (রাজি) বলিয়াছেন, নামাজের ছুন্নত এই যে, ডাহিন পা খাড়া রাখা, উহার অঙ্গুলি গুলি কেবলার দিকে ফিরান এবং পায়ের উপর বসা।

ছহি বোখারি (মিছরি ছাপা), ৯৬ পৃষ্ঠা :—

وَ قَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى

وَ تَثْنِيَ الْيُسْرٰى

হজরত এব্‌নে ওমার বলিয়াছেন, নামাজের ছুন্নত এই যে, তুমি ডাহিন পা খাড়া রাখিবে এবং বাম পা বিছাইবে।

ছহি তেরমজি, ৩৮ পৃষ্ঠা :—

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ

لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي

لِلتَّشَهُّدِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى

يُفْضِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَقَالَ

أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

হজরত ওয়াএল (রা) বলিয়াছেন, আমি মদিনা শরিফে পৌঁছিয়া বলিলাম, নিশ্চয় আমি জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) নামাজের অবস্থা দেখিব,—জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আত্তাহিয়াতো পড়িতে বসিয়া বাম পা বিছাইয়া দিলেন, বাম হাত বাম জানুর উপর রাখিলেন এবং ডাহিন পা খাড়া করিয়া রাখিলেন, এমাম তেরমজি বলেন, এই হাদিছটী ছহি।

মছনদে আহমদ :—

عَنْ رِفَاعَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا

جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى

হজরত রেকায়া বলেন, নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এক অরণ্যবাসীকে বলিয়াছিলেন, যে সময় তুমি (আত্তাহিয়াতো পড়িতে) বসিবে, তোমার বাম পায়ের উপর বসিও।

এমাম এব্‌নে আবি শায়বা হজরত ওয়াএল (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বাম পা বিছাইয়া ও ডাহিন পা খাড়া করিয়া বসিয়াছিলেন।

এমাম তাহাবি উক্ত রাবি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বাম পা বিছাইয়া উহার উপর বসিয়াছিলেন।

মেশ্‌কাত, ৭৫ পৃষ্ঠা :—

عَنْ عَائِشَةَ كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ

رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"ছহি মোছলেমে হজরত আএশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিতেন যে, প্রত্যেক দুই রাক্য়াত অন্তে আত্তাহিয়াতো পড়িতে হইবে, আরও তিনি (প্রত্যেক দুই রাক্য়াতে) বাম পা বিছাইতেন ও ডাহিন পা খাড়া রাখিতেন।" ইহাই এমাম আজমের ব্যবস্থা।

মোহাম্মদি মৌলবি সাহেবের প্রশ্ন :—

—০—

মাছায়েলে-জরুরিয়ার ৭৫ পৃষ্ঠার লিখিত আছে যে, শেষ বৈঠকে বাম পা ডাহিন পায়ের নীচে দিয়া ডাহিন দিকে বাহির করিয়া দিতে হইবে এবং নিজ বাম চুতড়ের (নিতম্বের) উপর বসিতে হইবে, ইহা আবু দাউদ ও তেরমজিতে আবু হোমাএদ হইতে বর্ণিত আছে।

হানিফিদের উত্তর :—

প্রথমোক্ত হাদিছ সমূহ প্রশ্নোক্ত হাদিছ সমূহ অপেক্ষা বেশী ছহি ; কেন না এমাম আবু জাফর তাহাবি, হজরত আবু হোমায়দের (রা) হাদিছটী জইফ বলিয়াছেন,—উক্ত হাদিছের আবদুল হামিদ বেনে জাফর নামক একজন রাবি জইফ, আর এমাম শাবি ও এবনে হাজ্‌ম উক্ত হাদিছকে মোনকাতা বলিয়াছেন, কিন্তু হজরত আএশা (রাঃ) প্রভৃতির হাদিছগুলি নির্দ্দোষ ছহি, তাহা হইলে উপরোক্ত হাদিছগুলির বিরুদ্ধে আবু হোমায়দের হাদিছ দলীল হইতে পারে না।

দ্বিতীয় এই যে, হজরত আবু হোমায়দের হাদিছে আবু দাউদ ও দারমির ছনদে বর্ণিত আছে :—

اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ قَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ

(জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) শেষ রাক্‌য়াতে বাম পা পিছনে হাটাইতেন এবং বাম চুতড় (পাছা) জমির উপর লাগাইয়া বসিতেন।

আর ছহি বোখারির ছনদে বর্ণিত আছে :—

قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) শেষ বৈঠকে বাম পা ছামনের দিকে টানিয়া রাখিতেন, ডাহিন পা খাড়া রাখিতেন এবং চুতড়ের উপর বসিতেন।"

আর আবু দাউদের অন্য ছনদে আছে :—

أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) চতুর্থ রাক্‌য়াতে বাম চুতড় জমিতে লাগাইয়া বসিতেন এবং দুই পা এক দিকে বাহির করিয়া দিতেন।"

পাঠক, এই তিনটী হাদিছ এক আবু হোমাএদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটীতে আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বাম পা পিছনে হাটাইতেন এবং ডাহিন পায়ের কোন কথা নাই। আর এক হাদিছে আছে, বাম পা ছামনের দিকে রাখিতেন এবং ডাহিন পা খাড়া রাখিতেন। আর এক হাদিছে আছে, উভয় পা এক দিক্ হইতে বাহির করিতেন এবং ডাহিন পা খাড়া করিবার কথা নাই। এইরূপ পরস্পর বিপরীত বিপরীত তিনটী কথা কি ছহি হইতে পারে ?

তৃতীয় এই যে, উপরোক্ত হাদিছটী ছহি স্বীকার করিলেও উহা নামাজের বাহিরের বৈঠকের অবস্থা হইবে, নামাজের মধ্যের বৈঠকের

অবস্থা নহে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) প্রথম বৈঠকের ন্যায় শেষ বৈঠকেও হজরত আএশার (রাঃ) হাদিছ অনুযায়ী বাম পা বিছাইয়া উহার উপর বসিতেন এবং ডাহিন পা খাড়া রাখিতেন, কিন্তু নামাজ শেষ করিয়া হজরত আবু হোমায়দের হাদিছের ন্যায় বসিতেন, হজরত আবু হোমাএদ নামাজান্তে ইহা দেখিয়া নামাজের বৈঠক ধারণা করিয়া ভুলক্রমে উহা শেষ বৈঠকের অবস্থা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব ইহা অন্যের পক্ষে দলীল হইতে পারে না।

চতুর্থ এই যে, উহা নামাজের মধ্যবর্ত্তী বৈঠকের অবস্থা স্বীকার করিলেও, ইহা কোন ওজ্রের জন্য করিয়াছিলেন, ইহা সাধারণতঃ শেষ বৈঠকের ব্যবস্থা নহে; অতএব হানিফি মজহাবের ব্যবস্থা অকাট্য ছহি।

গুহ্যস্থান স্পর্শ করিলে অজু ভঙ্গ না হইবার দলীল ঃ—

—০—

মেশকাত, ৪১ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلَّا بِضْعَةٌ مِنْهُ رواه ابوداؤد والترمذي والنسائي و روي ابن ماجة نحوه

"ছহি আবু দাউদ, তেরমজি, নেছায়ী ও এবনে মাজাতে তালক বেনে আলি হইতে বর্ণিত হইয়াছে;—কোন ব্যক্তি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেহ অজু করিবার পর আপন পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে, (উহাতে অজু ভঙ্গ হয় কিনা ?) তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, উহা ঐ ব্যক্তির একখণ্ড মাংস মাত্র

(উহাতে অজু ভঙ্গ হইবে না)।" এমাম এব্‌নে হাব্বান, তেবরানি ও এব্‌নে হাজ্‌ম এই হাদিছটীকে ছহি বলিয়াছেন। এমাম তেরমজি বলিয়াছেন, এই হাদিছটী তিন ছনদে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এই মোলাজেমের ছনদটী ছহি। এমাম তাহাবি ইহাকে ছহি বলিয়াছেন।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, ৫২ পৃষ্ঠা :—

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رض فِيْ مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ مَا اُبَالِيْ مَسِسْتُهُ اَوْ طَرَفَ اَنْفِيْ

হজরত আলি (রা) হইতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিবার সম্বন্ধে বর্ণিত আছে,—আমি উহা স্পর্শ করি, কিম্বা নিজের নাসিকা স্পর্শ করি, ইহাতে কোন চিন্তা করি না (অর্থাৎ যেরূপ নাসিকা স্পর্শ করিলে অজু নষ্ট হয় না, সেইরূপ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে অজু নষ্ট হয় না)।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ ৫২ পৃষ্ঠা :—

اِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ اِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ

নিশ্চয় এক ব্যক্তি হজরত এব্‌নে মছউদ (রা) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে, অজু ভঙ্গ হয় কিনা? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, যদি উহা নাপাক হয়, তবে উহা কাটিয়া ফেল (অর্থাৎ উহা নাপাক বস্তু নহে, তবে উহা স্পর্শ করিলে, কি জন্য অজু নষ্ট হইবে?)

এইরূপ উক্ত কেতাবের ৫২।৫৫।৫৮ পৃষ্ঠায় হজরত এব্‌নে আব্বাছ, হোজায়ফা, আম্মার, ছাঈদ, আবুদ্দারদা, এবরাহিম, ছয়ীদ ও আলকামা প্রভৃতি ছাহাবা ও তাবিয়ি বিদ্বানগণ হইতে বর্ণিত

হইয়াছে যে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে, অজু নষ্ট হয় না। এমাম তাহাবি, হজরত আলি, এব্‌নে মছউদ, ছাদ, হাছান (রাঃ) ও অনেক ছাহাবা হইতে উহাতে অজু নষ্ট না হইবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

পাঠক, উপরোক্ত ছহি হাদিছ ও ছাহাবাদের মত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক অজু করিয়া নিজ নিজ মল মূত্রের স্থান স্পর্শ করিলে, অজু নষ্ট হয় না। ইহাই এমাম আজমের মজহাব।

মোহাম্মদিদের ১ম প্রশ্ন ;—

মাছায়েলে জরুরিয়ার ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—আবু দাউদে আছে যে, কেহ প্রস্রাবের স্থান স্পর্শ করিলে অজু ভঙ্গ হইয়া যায়। আর মোস্তাকাল আখবার ও নয়লোল আওতার গ্রন্থদ্বয়ে আছে যে, যদি পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক নিজ নিজ মল-মূত্রের স্থান স্পর্শ করে এবং মধ্যে কোন বস্ত্র না থাকে, তবে অজু নষ্ট হইবে ; কিন্তু উক্ত স্থানদ্বয়ের কাপড়ের উপর হাত লাগিলে অজু নষ্ট হইবে না।

হানিফিদের উত্তর ;—

আবু দাউদের হাদিছটী বোছরা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আর মোস্তাকাল-আখবারের হাদিছটী হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে।

এমাম আলি মদিনি ও আম্‌রে বেনে আলি বলিয়াছেন, বোছরা অজু ভঙ্গ হইবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, আর তাল্‌ক বেনে আলি অজু ভঙ্গ না হইবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাল্‌কের হাদিছ বোছরার হাদিছ অপেক্ষা বেশী ছহি।

আল্লামা-বাহরুল উলুম বলিয়াছেন, অজু ভঙ্গ হইবার হাদিছে

আছে যে, ওরওয়াহ্ নামক রাবি বোছ্রার নিকট ঐ হাদিছ শুনিয়াছিলেন, কিন্তু মোয়াত্তা, নেছায়ী ইত্যাদির ছনদে প্রমাণিত হয় যে, ওরওয়াহ্ বোছরার নিকট এই হাদিছ শুনেন নাই, বরং এক জন পেয়াদাও মারওয়ানের নিকট শুনিয়াছিলেন। পেয়াদা এক জন অপরিচিত লোক; এবং মারওয়ান একজন ফাছেক লোক; কেননা মারওয়ান শঠতা করিয়া হজরত ওছমান (রা) কে বধ করাইয়াছিল, মদিনা শরিফ ধ্বংস করিবার জন্য এজিদের সহকারী হইয়া তথায় গিয়াছিল এবং মদিনাবাসিদিগের সহিত যৎপরোনাস্তি অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল। উক্ত অপরিচিত পেয়াদা বা ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক ও পাপাচারী মারওয়ান বর্ণিত বোছরার হাদিছ কিছুতেই ছহি হইতে পারে না।

ফৎহোল কদিরের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) হাদিছ জইফ; কেননা উহার এজিদ নামক এক জন রাবি জইফ্ (অযোগ্য), কাজেই উক্ত হাদিছ ছহি নহে।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, গুহ্য স্থান স্পর্শ করিলে, অজু ভঙ্গ হয়না বা উহাতে অজু ভঙ্গ হইবার সম্বন্ধে কোন হাদিছ ছহি নাই।

মোহাম্মদিদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ;—

শেখ মোহিউছ ছুন্নাহ্ বলিয়াছেন, তাল্কের হাদিছ হজরত আবু হোরায়রার (ছাঃ) হাদিছ দ্বারা মনছুখ হইয়াছে; কেননা তাল্কের মদিনা শরিফে পৌঁছিবার পরে হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) মুসলমান হইয়াছিলেন।

হানিফিদের উত্তর ;—

আল্লামা তুরপুস্তি বলিয়াছেন, মোহিউছ্ ছুন্নাহ্ এস্থলে আনুমানিক (কেয়াছি) মতের অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার

যুক্তিযুক্ত অনুমান নহে; কেননা হজরত তাল্কের (রাঃ) মদিনা শরিফে পৌঁছার পরে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মুসলমান হইলেও, ইহা বিশেষ সম্ভব যে, হজরত তাল্ক তাঁহার মুসলমান হইবার পরে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে এই হাদিছ শুনিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাল্কের হাদিছের মনছুখ হইবার দাবি বাতীল হইল। আল্লামা বাহরুল উলুম ও এমাম এব্নে হাজার ও মোহিউছ্ছুন্নাতের দাবিকে অমূলক স্থির করিয়াছেন।

এমাম এহিয়া ময়ীন বলেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে অজু নষ্ট হয় না, যদি হজরত তাল্কের হাদিছ মনছুখ হইত, তবে তিনি এইরূপ ব্যবস্থা প্রকাশ করিতেন না।

আরও হজরত আবু হোরায়রার (রাজিঃ) হাদিছ ছহি নহে, উহা দ্বারা ছহি হাদিছের মনছুখ হইবার দাবি করা অসঙ্গত কাজ।

আরও বোছরার হাদিছে আছে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে, অজু নষ্ট হইবে, মধ্যে পর্দা থাকুক বা নাই থাকুক।

আরও হজরত আবু হোরায়রার (রাজি) হাদিছে আছে, মধ্যে কাপড় থাকিলে অজু ভঙ্গ হইবে না। এক্ষণে উভয় হাদিছের কোন্টী গ্রহণ করা যাইবে?

উটের মাংস ভক্ষণ করিলে, অজু ভঙ্গ না হইবার দলীল ঃ—

—০—

عَنْ جَابِرٍ كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلعم تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

"হজরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম

(ছাঃ) প্রথমাবস্থার অগ্নি পরিপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া অজু করিতেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় উহা ভক্ষণ করিয়া অজু করিতনে না।”

এই হাদিছে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, উটের মাংস খাইলে অজু ভঙ্গ হইবে না।

মোহাম্মদিদের প্রশ্ন ;—

—o—

মাছায়েলে-জরুরিয়ার ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ছহি মোছলেমের হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, উটের মাংস খাইলে অজু ভঙ্গ হয়।

হানিফিদের উত্তর ;—

ছহি মোছলেমের টীকা, ১৫৮ পৃষ্ঠা ;—

فذهب الاكثرون الى انه لا ينقض الوضوء مما ذهب اليه الخلفاء الاربعة الراشدون ابوبكر و عمر و عثمان و على و ابن مسعود و ابي بن كعب و ابن عباس و ابو الدرداء و ابو طلحة و عامر بن ربيعة و ابو امامة و جماهير التابعين و مالك و ابو حنيفة والشافعي و اصحابهم و قد اجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الامرين من رسول الله صلعم ترك الوضوء مما مست النار

“অধিকাংশ আলেম বলিয়াছেন, উটের মাংস খাইলে অজু নষ্ট হইবে না। হজরত আবুবকর, ওমার, ওছমান, আলি, এবনে মছউদ, ওবাই-বেনে কাব, এবনে আব্বাছ, আবুদ্দারদা, আবু তাল্‌হা, আমের বেনে রাবিয়া, আবু এমামা (রাঃ) ও প্রায় সমস্ত তাবিয়ি বিদ্বান, মহাত্মা এমাম আবু হানিফা, মালেক শাফিয়ির মত এই যে, উটের মাংস খাইলে অজু নষ্ট হয় না। তাঁহারা বলেন,

হজরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) শেষাবস্থায় অগ্নি-পরিপক্ক দ্রব্য খাইয়া অজু করিতেন না; এই হাদিছ দ্বারা ছহি মোছলেমের উটের মাংসে অজু ভঙ্গ হইবার হাদিছ মনছুখ হইয়াছে।"

পাঠক, যদি উক্ত হাদিছ মনছুখ না হইত, তবে অধিকাংশ প্রধান প্রধান ছাহাবা উহা খাইয়া অজু ত্যাগ করিতেন না।

মেরকাতে লিখিত আছে, অনেক আলেম বলেন, উক্ত হাদিছের অজুর মর্ম্ম দুই হাত ও মুখ ধৌত করা; কেন না উটের মাংসে দুর্গন্ধ ও চর্ব্বি আছে, সেই হেতু জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) উক্ত দুর্গন্ধ ও চর্ব্বি পরিষ্কার করিবার জন্য হাত ও মুখ ধুইতে বলিয়াছিলেন, অজু কখন উপরোক্ত মর্ম্মেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ছানা পড়িবার দলীল :—

—০—

ছহি মোছলেম, ১৭২ পৃষ্ঠা :—

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

হজরত ওমার (রাঃ) উচ্চ রবে এই শব্দগুলি পড়িতেন :— "ছোব্‌হানাকা আল্লাহোম্মা অবেহাম্‌দেকা অতাবারাকাছমোকা অতায়ালা জাদ্দোকা অলাএলাহা গায়রোকা।"

হজরত ওমার (রাজিঃ) নামাজ আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোককে শিক্ষা দিবার জন্য উক্ত শব্দগুলি উচ্চ রবে পড়িতেন, কিন্তু শেষ

ইস্‌লামে মনে মনে পড়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। উক্ত শব্দ-গুলিকে সাধারণতঃ 'ছানা' বলা হয়।

ফতহোল কদিরে বর্ণিত আছে, এমাম বয়হকি হজরত আনাছ, আএশা, আবু ছয়ীদ ও জাবের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) নামাজে ছানা পড়িতেন, এই হাদিছগুলি ছহি।

এমাম দারকুৎনি হজরত ওছমানের (রা) ছানা পড়িবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ছয়ীদ বেনে মনছুর হজরত আবু বকরের (রা) ছানা পড়িবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম বয়হকি, হজরত এব্‌নে মছউদের (রাঃ) ছানা পড়িবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

ছহি তেরমজি, ৩৩ পৃষ্ঠা :—

و اما اكثر اهل العلم فقالوا انما يروى عن النبي صلعم انه كان يقول سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك و هكذا روى عن عمر و عبد الله والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من التابعين و غيرهم

"অধিকাংশ বিদ্বান্ বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে ছানার হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ হজরত ওমার ও এব্‌নে মছউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকাংশ তাবিয়ি ও তাবা-তাবিয়ি এমামগণ নামাজে ছানাই পড়িতেন।

বাহরুল উলুম বলিয়াছেন, ছানার হাদিছ নিশ্চয় ছহি এবং এমাম ছুফিয়ান, আহ্‌মদ ও ইছ্‌হাক ছানা পড়িতেন।

দুই ওয়াক্তের নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া জায়েজ নহে।

—o—

কোরাণ ;—

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

নিশ্চয় ইমানদারদের উপর নামাজ ফরজ হইয়াছে এবং উহার জন্য এক একটী সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তফ্‌ছির মোজহারি ;—

قوله كتابا موقوتا يقتضى الكون لكل صلوة وقتا علحدة

উপরোক্ত আয়েতে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রত্যেক নামাজের জন্য এক একটী পৃথক্ সময় নিরূপিত হইয়াছে।

কোরাণ, ছুরা বাকার ;—

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

তোমরা সকল নামাজকে বিশেষতঃ মধ্যম নামাজকে (আছরকে) রক্ষা কর।

তফ্‌ছির বয়জবি ;—

حافظوا على الصلوات بالاداء لوقتها و لمداومة عليها

আয়েতের অর্থ, তোমরা সকল নামাজকে সর্ব্বদা উহার আপন আপন অক্তে পাঠ কর।

কোরাণ, ছুরা মরিয়ম ;—

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অনন্তর তাহাদের পরে একদল লোক তাহাদের স্থানে আসিল

যাহারা নামাজ নষ্ট করিল ও অসৎ ইচ্ছার অনুসরণ করিল, অবশ্য তাহারা 'গাই' নামক শাস্তির স্থান পাইবে।

আয়নি, ২য় খণ্ড, ৫২১ পৃষ্ঠা ;—

قوله تعالى (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة) قال ابن مسعود رض اخروها عن مواقيتها وصلوها لغير وقتها

হজরত এবনে মছউদ (রা) উক্ত আয়েতের অর্থে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহারা নামাজের অক্ত নষ্ট করিয়া অন্য অক্তে নামাজ পড়িবে, তাহারাই উক্ত শাস্তি পাইবে।

কোরাণ, ছুরা মাউন ;—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُوْنَ

অয়েল নামক জাহান্নামের কূপ উক্ত নামাজী সকলের জন্য,— যাহারা আপন আপন নমাজ ভুলিয়া থাকে।

তফছির জালালাএন,

غافلون يؤخرونها عن وقتها

আয়েতের অর্থ এই যে, যাহারা নমাজ পড়িতে অমনোযোগী এবং নামাজের অক্তে নামাজ না পড়িয়া কাজা করে, তাহাদের জন্য অয়েল নামক জাহান্নামের কূপ প্রস্তুত রহিয়াছে।

ছহি মোছলেম, ২৩৯ পৃষ্ঠা ;—

قال رسول الله صلعم ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصل الصلوة حتى يجئى وقت الصلوة الاخرى

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিদ্রাবস্থায় (নামাজের সময় নষ্ট হইলে) কোন পাপ (ত্রুটী) হইবে না, অবশ্য (জাগ্রত ভাবে) এক অক্তের নামাজকে অন্য অক্তে পড়িলে পাপ হইবে।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, ১২৯।১৩০ পৃষ্ঠা ;—

بلغنا عن عمر بن الخطاب انه كتب الى عمّاله فى الافاق و نهاهم ان يجمعوا بين الصلوتين فى وقت واحد و اخبرهم بان الجمع بين الصلوتين كبيرة من الكبائر - قال الامام محمد اخبرنا بذلك الثقات

এমাম মোহাম্মদ বলেন, আমাকে বিশ্বাস-ভাজন আলেমগণ বলিয়াছেন যে, হজরত ওমার (রাঃ) প্রত্যেক অঞ্চলের কর্ম্মচারিদের নিকট পত্র পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে দুই অক্ত নামাজ এক অক্তে পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আরও তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, দুই অক্ত নামাজ এক অক্তে পড়া গোনাহ, কবিরা (মহা পাপ)। মেশকাতের ২৩০ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ ও নেছায়ী হইতে বর্ণিত আছে :—

عن عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلعم صلى صلوة الا لميقاتها الا صلاتين

হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে অক্তের অগ্রে বা পশ্চাতে কোন নামাজ পড়িতে দেখি নাই, কেবল (হজ্জের সময় মোজদালেফা নামক স্থানে) দুই অক্ত নামাজ অগ্র-পশ্চাৎ পড়িতে দেখিয়াছি।

ছহিহ বোখারি, (মিছরি ছাপা) ১৮৭ পৃষ্ঠা :—

قال ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما فى هذا المكان -

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, এই স্থানে উক্ত দুই নামাজের অক্ত পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

উপরোক্ত আয়েত ও হাদিছ সমূহ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক নামাজকে উহার আপন আপন অক্তে পড়া ওয়াজেব এবং এক অক্ত নামাজ অন্য অক্তে পড়া জায়েজ নহে।

মোহাম্মদী মৌলবী সাহেবের প্রশ্ন।

—o—

মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১১৩।১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছহি বোখারি, মোছলেম ও আবু দাউদ ইত্যাদি হাদিছ গ্রন্থে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কি দেশে, কি বিদেশে জোহর, আছর এক অক্তে এবং মগরেব ও এশা এক অক্তে পড়িতেন। অতএব জোহর ও আছর জোহরের অক্তে, কিম্বা আছরের অক্তে পড়া জায়েজ হইবে, এইরূপ মগরেব ও এশা মগরেবের অক্তে কিম্বা এশার অক্তে পড়া জায়েজ হইবে।

হানিফিদের উত্তর ;—

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, ১২৯ পৃঃ ;—

والجمع بين الصلاتين ان تؤخر الاولى منهما فتصلى فى آخر وقتها و تعجل الثانية فتصلى في اول وقتها

এমাম মোহাম্মদ বলেন, যে সমস্ত হাদিছে দুই অক্ত নামাজ এক সঙ্গে পড়িবার কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহার মর্ম্ম এই যে, জোহরের শেষ অক্তে জোহর এবং আছরের প্রথম অক্তে আছর পড়িতেন; মগরেবের শেষ অক্তে মগরেব ও এশার প্রথম অক্তে এশা পড়িতেন। অতএব প্রত্যেক নামাজ আপন আপন অক্তে পড়া হইত, ইহাকে "জমা ছুরি" বলে।

মিছরি ছাপা ছহি বোখারি, প্রথম খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা :—

عن عبدالله بن عمر رض قال رأيت رسول الله صلعم اذا اعجله السير فى السفر يؤخر صلوة المغرب حتى يجمع بينهما و بين العشاء قال سالم و كان عبد الله يفعله اذا اعجله السير و يقيم المغرب

فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم

হজরত আবদুল্লা বেনে ওমার (রাঃ) বলেন, আমি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে দেখিয়াছি, যে সময় তিনি প্রবাসে দ্রুত গমন করিতেন, মগরেবের শেষ অক্তে মগরেব পড়িতেন, তৎপরে এশা পড়িতেন। ছালেম বলেন, হজরত এব্‌নে ওমার (রাঃ) যে সময় (প্রবাসে) দ্রুত গমন করিতেন, মগরেবের শেষ অক্তে তিন রাক্‌য়াত মগরেব পড়িতেন এবং ছালাম ফিরিয়া একটু বিলম্ব করিতেন, তৎপরে দুই রাক্‌আত এশা পড়িয়া ছালাম ফিরিতেন। ছহি আবু দাউদ, ১৭২ পৃষ্ঠা :—

عن نافع و عبد الله بن واقد ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سرحتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلعم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعت

নাফে ও আবদুল্লা বেনে অকেদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় হজরত এব্‌নে ওমারের মোয়াজ্জেন বলিলেন, নামাজের অক্ত হইয়াছে। হজরত এব্‌নে ওমার (রাঃ) বলিলেন, আরও অগ্রসর হও। তৎপরে তিনি আকাশের পশ্চিমাংশের রক্তবর্ণ ভাব থাকিতে নামিয়া মগরেব পড়িলেন। তৎপর আকাশের রক্তবর্ণ ভাব দূরীভূত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এশার নামাজ পড়িলেন। আরও তিনি বলিলেন, নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কোন কার্য্যের জন্য দ্রুত ভাবে গমন করিতে গেলে, আমি যেরূপ করিয়াছি, তিনিও সেইরূপ করিতেন।

এমাম আবু দাউদ বলেন, এব্‌নে জাবের ও আবদুল আলা, নাফে হইতে এই মর্ম্মের দুইটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। ছহি নেছায়ী ৯৯ পৃষ্ঠা :—

فلما ابطأ قلت الصلوة يرحمك الله فالتفت الي و مضي حتي اذا كان في آخر الشفق نزل فصلي المغرب ثم اقام العشاء و قد توارى الشفق فصلي بنا ثم اقبل الينا فقال ان رسول الله صلعم كان اذا عجل به السير صنع هكذا

নাফে বলেন, যে সময় হজরত এব্‌নে ওমার (রাঃ) দেরী করিলেন, আমি বলিলাম, খোদাতায়ালা আপনার প্রতি দয়া করুন, নামাজের অক্ত হইয়াছে। ইহাতে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তৎপরে আকাশের পশ্চিমাংশের রক্তবর্ণ ভাব থাকিতে নামিয়া মগরেব পড়িলেন, তৎপরে আকাশের রক্ত বর্ণ ভাব দূরীভূত হইলে আমাদের সঙ্গে এশার নামাজ পড়িলেন এবং আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, নিশ্চয় জনাব হজরত নবি করিম (বিদেশে) ত্রস্ত ভাবে গমন করিতে এইরূপ করিয়াছিলেন। এমাম নেছায়ী, এব্‌নে ওমারের ছনদে এইরূপ আরও কয়েকটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

মায়ানিয়োল-আছার, ৯৭ পৃষ্ঠা :—

حتي اذا كان الشفق ان يغيب نزل فصلي المغرب و غاب الشفق فصلي العشاء و قال هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلعم اذا جد بنا السير

আত্তাফ, নাফে হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এব্‌নে ওমার (রাঃ) আকাশের রক্তবর্ণ ভাব থাকিতে নামিয়া মগরেব পড়িয়াছিলেন এবং রক্তবর্ণ ভাব দূরীভূত হইলে এশা পড়িয়াছিলেন। আরও বলিলেন যে, আমরা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সহিত দ্রুতবেগে গমন করিতে এইরূপ করিতাম। এমাম তাহাবি, এব্‌নে জাবের ও ওছামার ছনদে এইরূপ আরও দুইটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

মোয়াত্তায়-মোহাম্মদ, ১২৯ পৃষ্ঠা ;—

قال الامام محمد بلغنا عن ابن عمر انه صلى المغرب آخرها الى قبيل غروب الشفق

এমাম মোহাম্মদ বলেন, আমি হজরত এব্‌নে ওমার (রাঃ) হইতে এই সংবাদ পাইয়াছি যে, তিনি শেষ অক্তে আকাশের রক্তবর্ণ ভাব থাকিতে মগরেব পড়িয়াছিলেন।

ছহি আবুদাউদ, ১৭৫ পৃষ্ঠা :—

ان عليا كان اذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد ان تظلم ثم ينزل فيصلى المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يرتحل و يقول هكذا كان رسول الله صلعم يصنع

হজরত আলি (রাঃ) যে সময় বিদেশ যাত্রা করিতেন, সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পরে অন্ধকার হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গমন করিতেন, তৎপরে নামিয়া মগরেব পড়িতেন, তৎপরে রাত্রির খাদ্য লইয়া আহার করিতেন এবং অবশেষে এশার নামাজ পড়িয়া পুনরায় যাত্রা করিতেন, আর বলিতেন জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এইরূপ করিতেন।

মায়ানিয়োল-আছার, ৯৭ পৃষ্ঠা :—

عن عائشة قالت كان رسول الله صلعم في السفر يؤخر الظهر و يقدم العصر و يؤخر المغرب و يقدم العشاء

হজরত আএশা (রা) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) জোহর শেষ অক্তে ও আছর প্রথম অক্তে পড়িতেন। এইরূপ মগরেব শেষ অক্তে এবং এশা প্রথম অক্তে পড়িতেন।

এমাম আহমদ ও এব্‌নে আবি শায়বা এই হাদিছটী নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থ, ৯৯ পৃষ্ঠা :—

عن ابي عثمان قال وفدت انا و سعد بن مالك و نحن نبادر الحج فكنا نجمع بين الظهر و العصر نقدم من هذه و نؤخر من هذه

و نجمع بين المغرب والعشاء نقدم من هذه و نؤخر من هذه حتى قدمنا مكة

হজরত আবু ওছমান (রা) বলেন, আমি ও হজরত ছাদ বেনে মালেক হজ্জ্ব করিতে গিয়াছিলাম, ইহাতে আমরা জোহর ও আছর এক সঙ্গে এবং মগরেব, এশা এক সঙ্গে পড়িতাম, শেষ অক্তে জোহর ও মগরেব, আর প্রথম অক্তে আছর ও এশা পড়িতাম। এই অবস্থায় আমরা মক্কাশরিফে পৌঁছিয়াছিলাম।

উক্ত পৃষ্ঠা ;—

يقول صحبت عبد الله بن مسعود رض فى حجة فكان يؤخر الظهر يعجل العصر و يؤخر المغرب و يعجل العشاء

আবদুর রহমান বলেন, আমি হজ্জের সময় হজরত এব্‌নে মছউদের (রাঃ) সঙ্গে ছিলাম ; তিনি জোহর, মগরেব শেষ অক্তে এবং আছর, এশা প্রথম অক্তে পড়িতেন।

পাঠক, উপরোক্ত হাদিছ সমূহ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ), ছাহাবা হজরত এব্‌নে ওমার, এব্‌নে মছউদ, আলি ও ছাদ (রাঃ) প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রবাসে দুই অক্ত নামাজ এক সঙ্গে পড়িতেন, কিন্তু প্রথম নামাজ শেষ অক্তে এবং দ্বিতীয় নামাজ প্রথম অক্তে পড়িতেন, ফলতঃ প্রত্যেক নামাজ আপন আপন অক্তে পড়া হইত।

মোহাম্মদিদিগের প্রথম আপত্তি ;—

—o—

ছহি মোছলেম, আবু দাউদ ও তেরমজি ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে যে, হজরত এব্‌নে ওমার (রাঃ) আকাশের রক্তবর্ণ ভাব (ছুরখি) দুরীভূত হওয়ার পর মগরেব ও এশা পড়িতেন।

হানিফিদের উত্তর ;—

আরকান-আরবায়া, ২৭৬ পৃষ্ঠা :—

و اذا ثبت عن ابن عمر ما ذكرنا مما وقع في بعض روايات السنن والصحاح فاسرع به السير حتى كان بعد غروب الشفق فصلى المغرب و العتمة و جمع بينهما و قال اني رأيت رسول الله صلعم اذا جد به السير جمع بين المغرب و العشاء بعد ان يغيب الشفق ليس صالحا للعمل بظاهره بل المراد بغروب الشفق قرب غروبه لان القصة واحدة و ما ذكرنا من قبل مفسر لا يقبل التاويل فياول بقرب غروب الشفق او يقال هذا من وهم بعض الرواة

আল্লামা বাহরুল-উলুম বলেন, যখন হজরত এবনে ওমার (রাঃ) হইতে আকাশের রক্তবর্ণ ভাব থাকিতে মগরেব পড়া প্রমাণিত হইল, তখন আকাশের রক্তবর্ণ ভাব দূরীভূত হওয়ার পরে মগরেব পড়ার হাদিছ হয় বাতীল বা ভ্রান্তি-মূলক ব্যাখ্যা হইবে, না হয় উহার মর্ম্ম এইরূপ হইবে যে, আকাশের ছুরখি (লালবর্ণ)— অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব্বে মগরেব পড়িয়াছিলেন এবং ছুরখি দূর হওয়ার পর এশা পড়িয়াছিলেন, কেননা হজরত এবনে ওমার (রা) নিজের স্ত্রী ছফিয়ার মরণাপন্ন অবস্থার সংবাদ পাইয়া একবার মাত্র বিদেশ হইতে দ্রুত গতিতে মদিনা শরিফ পৌঁছিবার জন্য এইরূপ নামাজ পড়িয়াছিলেন, অতএব একই ঘটনায় দুইরূপ বিভিন্ন কাজ ঘটিতে পারে না।

আয়নি, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৩৭।৫৩৮ পৃষ্ঠা :—

فلمص الجواب عن الاول ان الشفق نوعان احمر و ابيض كما اختلف العلماء من الصحابة وغيرهم فيه و يحتمل انه جمع بينهما بعد غياب الاحمر فيكون المغرب في وقتها على قول من يقول الشفق هو الابيض

হাদিছ শরিফে মগরেবের অক্ত 'শাফাক্' পর্য্যন্ত থাকিবে বলিয়া

বর্ণিত হইয়াছে, ছাগাবা ও তাবিয়িনদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ধ্যাকালে আকাশের পশ্চিমাংশে যে লোহিতবর্ণ (ছুরখি) দেখা যায়, উহাকে "শাফাক্" বলে; যতক্ষণ লালবর্ণ অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ মগরেবের অক্ত থাকিবে। আর কেহ কেহ বলেন, লোহিত বর্ণ অদৃশ্য হওয়ার পর যে শ্বেতবর্ণ (ছোফেদি) দেখা যায়, উহাকে শাফাক্ বলে, যতক্ষণ এই শুক্ল বর্ণ অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ মগরেবের অক্ত থাকে। (হজরত আবু বকর, আএশা, আবু হোরায়রা, মায়াজ, ওবই, এবনে জোবাএর, ওমার বেনে আবদুল আজিজ (রাঃ), আবদুল্লা বেনে মোবারক, আওজায়ী, জোফার, আবু ছওর ও মোবাররাদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ নিম্নোক্ত মত ধারণ করিতেন)। যে হাদিছে লোহিতবর্ণ অদৃশ্য হওয়ার পর এবং শ্বেতবর্ণ প্রকাশিত হওয়ার পর মগরেব পড়িবার কথা আছে, উহা ছহি স্বীকার করিলেও কতক আলেমের মতে মগরেব আপন অক্তে পড়া সাব্যস্ত হয়, এশার অক্তে পড়া সাব্যস্ত হয় না। এই মতটীও অগ্রাহ্য নহে।

মোহাম্মদিদের দ্বিতীয় আপত্তি;—

—০—

ছহি বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) জোহরের নামাজ আছরের অক্ত পর্যান্ত দেরী করিয়া জোহর ও আছর পড়িয়াছিলেন।

ছহি মোছলেমে আছে, হজরত আনাছ বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আছরের প্রথম অক্ত হইলে, জোহর ও আছর পড়িতেন।

হানিফিদের উত্তর ;—

নিছরি ছাপা ছহি বোখারি, ৬৬ পৃষ্ঠা :

تاخير الظهر الى العصر —

এমাম বোখারি বলেন, জোহরের নামাজ আছরের অক্ত পর্য্যন্ত দেরী করিয়া পড়া যায়।

এবনে হাজার ও কোস্তোলানি উহার টীকায় লিখিয়াছেন,

بحيث انه اذا فرغ منها يدخل وقت ثانيها لا انه يجمع بينهما في وقت واحد

জোহরের অক্ত এমন সময়ে পড়া জায়েজ হইবে যে, উহা শেষ করিলেই যেন আছরের অক্ত হয়, অথচ যেন দুই নামাজ এক অক্তে না পড়া হয়।

ছহি মোছলেমের টীকা, ২২২ পৃষ্ঠা :

في حديث جبرئيل عليه السلام صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار كل شئ مثله و صلى بي العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شئ مثله فظاهره اشتراكهما في قدر اربع ركعات واحتج الشافعي والاكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه و اجابوا عن حديث جبرئيل عليه السلام بان معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شئ مثله و شرع في العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شئ مثله فلا اشتراك بينهما فهذا التاويل متعين للجمع بين الاحاديث

"হজরত জিব্রাইলের হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি-করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, হজরত জিবরাইল (আঃ) প্রথম দিবসে যে সময় প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হইয়াছিল, সেই সময় আমার সহিত আছরের নামাজ পড়িয়াছিলেন। আর তিনি দ্বিতীয় দিবসে প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হইলে, আমার সহিত জোহর পড়িয়াছিলেন। ইহাতে, প্রমাণিত হয় যে, জোহরের শেষ অক্ত ও আছরের প্রথম অক্ত এক। এমাম শাফিয়ি ও অধিকাংশ এমাম

ছহি মোছলেমের আবদুল্লা বেনে আমরের বর্ণিত হাদিছ অনুযায়ী বলেন যে, জোহর ও আছরের অক্ত পৃথক্ পৃথক্ এবং হজরত জিবরাইলের হাদিছের মর্ম্ম এইরূপ হইবে যে, দ্বিতীয় দিবসে এমন সময় জোহর পড়িয়াছিলেন যে, নামাজ শেষ হইলেই প্রত্যেক বস্তুর সমান ছায়া হইয়াছিল।" পাঠক প্রশ্নোক্ত হাদিছদ্বয়ের মর্ম্ম ঠিক ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

আয়নি, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠা :—

والجواب عن الثاني ان قولـه اخرا الظهر الى وقت العصـر آخره الى آخر وقته الذي يتصل به وقت العصر فصلى الظهر في آخر وقته ثم صلى العصر متصلا به في اول وقت العصر فيطلق عليه انـه جمع بينهما

উপরোক্ত আনাছের হাদিছের মর্ম্ম এই যে, জোহরের নামাজ উহার শেষ অক্তে পড়িতেন, তৎপরে আছরের প্রথম অক্তে আছর পড়িতেন, অতএব আছর ও জোহর আপন আপন অক্তে আদায় হইত।

মোহাম্মদিদের তৃতীয় আপত্তি ;—

—o—

আবু দাউদ ও তেরমজি বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত মায়াজ (রাঃ) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তবুকের যুদ্ধে জোহর ও আছর জোহরের অক্তে এবং মগরেব ও এশা মগরেবের অক্তে পড়িয়াছিলেন ; ইহাতে অক্তের অগ্রে আছর ও এশা পড়া সাব্যস্ত হয়।

হানিফিদের উত্তর ;—

এমাম আবু দাউদ, হজরত মায়াজের (রাঃ) ছনদে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) তবুক যুদ্ধে জোহরের অক্তে জোহর ও আছর

পড়ার সম্বন্ধে দুইটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথম হাদিছের এক জন রাবির নাম হেশাম বেনে ছায়াদ।

আয়নি, তৃতীয় খণ্ড, ৫৭৪ পৃষ্ঠা ঃ

قلت انكر ابوداؤد هذا الحديث وهشام بن سعد ضعفه يحيى بن معين وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال احمد لم يكن بالحافظ

এমাম আবু দাউদ এই হাদিছকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এমাম এহিয়া মইন উক্ত হেশামকে জইফ্ বলিয়াছেন। এমাম আবু হাতেম বলিয়াছেন, তাঁহার হাদিছ লেখা যাইতে পারে, কিন্তু উহা দলীল হইতে পারে না। এমাম আহ্মদ বলিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল না।

দ্বিতীয় হাদিছটী কোতায়বা হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

আয়নি, উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

قال ابوداؤد لم يرو هذا الحديث الا قتيبة وحده يعني تفرد به ولهذا قال الترمذي حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا يعرف احد رواه عن الليث غيره وذكر ان المعروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابي الزبير وقال ابو سعيد بن يونس الحافظ لم يحدث به الا قتيبة ويقال انه غلط وان موضع يزيد بن ابي حبيب ابو الزبير وذكر الحاكم ان الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مامون وحكى عن البخاري انه قال قلت لقتيبة بن سعيد مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل فقال كتبته مع خالد المدايني قال البخاري وكان خالد المدايني يدخل الاحاديث على الشيوخ وخالد المدايني متروك الحديث وقال ابن عدي وله عن الليث بن سعد غير حديث منكر والليث بري من رواية خالد عنه تلك الاحاديث

এমাম আবু দাউদ বলিয়াছেন, কেবল কোতায়বা এইরূপ হাদিছ

বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম তেরমজি বলিয়াছেন, এই হাদিছটী হাছান, কেবল কোতায়বা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কোতায়বা ব্যতীত এমাম লায়েছের অন্যান্য শিষ্য এই হাদিছটী স্বীকার করেন না। এমামগণ (ছুফিয়ান ছওরি, মালেক ও কোররাহ প্রভৃতি) হজরত মায়াজের হাদিছ আবুজ জোবাএর হইতে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই বেশী প্রসিদ্ধ (ছহি)।

হাফেজ আবু ছয়ীদ বলেন, কেবল কোতায়বা অন্যান্য এমামের বিরুদ্ধে এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাতে তিনি ভ্রম করিয়াছেন এবং এক জন রাবির স্থানে অন্য এক জন রাবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম হাকেম বলিয়াছেন, যদিও কোতায়বা বিশ্বাসভাজন ও সত্যবাদী আলেম, তথাচ এই হাদিছটী বাতীল ও অমূলক। এমাম বোখারি কোতায়বাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কোন্ লোকের সঙ্গে বসিয়া এই হাদিছটী লিখিয়াছিলেন? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, খালেদ মাদাইনির সঙ্গে বসিয়া লিখিয়াছিলাম। এমাম বোখারি বলিলেন, খালেদ শিক্ষকদের নামে মিথ্যা কথা রচনা করিয়া হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করিত। খালেদের বর্ণিত হাদিছ বাতীল। এবনে আদি বলিয়াছেন, খালেদ এমাম লায়েছের নাম লইয়া অনেক বাতীল হাদিছ প্রকাশ করিয়াছে, অথচ এমাম লায়েছ উহা বর্ণনা করেন নাই।

এমাম আবু দাউদ হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) ছনদে তৃতীয় একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম আহমদ, বয়হকি ও আবদুর রাজ্জাক এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদিছের এক জন রাবির নাম হোছেন বেনে আবদুল্লা।

আয়নি, ৩য় খণ্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠা :—

و حسين بن عبد الله هذا لا يحتج بحديثه قال ابن المديني
تركت حديثه و قال ابو جعفر العقيلي وله غير حديث لا يتابع عليه

و قال احمد بن حنبل له اشياء منكرة و قال ابن معين ضعيف
و قال ابو حاتم ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به و قال النسائي
متروك الحديث و قال ابن حبان يقلب الاسانيد و يرفع المسانيد

এমাম এব্নে মাদিনী, আবু জাফর, আহ্‌মদ বেনে হাম্বল, এহিয়া ময়ীন, আবু হাতেম, নেছায়ী ও এব্নে হাব্বান, হোছেন বেনে আবদুল্লাকে জইফ্, এবং পরিত্যক্ত ও অযোগ্য বলিয়াছেন। তাহার হাদীছকে অযোগ্য ও বাতিল বলিয়াছেন।

এমাম হাকেম 'আরবাইন' গ্রন্থে ও আবু নয়ীম 'মোছতাখ্‌রাজ' গ্রন্থে হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) জোহর ও আছর, জোহরের অক্তে পড়িবার একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এমাম হাকেম বলিয়াছেন, কোন লোক এই মিথ্যা কথাটী হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব ইহা বাতিল কথা। আয়নি, তৃতীয় খণ্ড, ৫৭৪।৫৬৯ পৃষ্ঠা ঃ—

قلت في ثبوت هذه الزيادة نظر — و حكي عن ابي داود
انه قال ليس في تقديم الوقت حديث قائم

এমাম আয়নি বলেন, জোহর ও আছর জোহরের অক্তে পড়িবার হাদিছটী ছহি নহে। এমাম আবুদাউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অক্তের অগ্রে নামাজ পড়িবার কোনই হাদিছ ছহি নহে।

আল্লামা কোস্তোলানি 'এরশাদোছ-ছারি' টীকায়, আল্লামা জারকানি 'মোয়াত্তা'র টীকায় ও কাজি শওকানি 'নয়লোল-আওতার' টীকায় এমাম আবু দাউদ হইতে উক্ত কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

ছহি বোখারি, মোছলেম ও আবু দাউদে হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে ঃ—

فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কোনও স্থানে যাত্রা করিবার

অগ্রে সূর্য্য গড়িয়া গেলে, তিনি জোহর পড়িয়া উষ্ট্রের উপর আরোহণ করিতেন।"

এই হাদিছে প্রমাণিত হইতেছে যে, জোহরের অক্তে আছর পড়া জায়েজ নহে ; যদি জায়েজ হইত, তবে তিনি জোহরের সহিত আছরও পড়িয়া লইতেন। আরও প্রমাণিত হয় যে, আছরের নামাজ জোহরের অক্তে পড়িবার হাদিছ গুলি ছহি নহে।

আরকানে-আরবায়া ২৭৬ পৃষ্ঠা ঃ—

واما جمع التقديم فلم يرو الا في الروايات الشاذة لا اعتداد بها عند سطوع شمس القاطع ثم ليس في رواية ابي داؤد عن معاذ ما يدل على تقديم العصر عن وقتها و انما فيه اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر و يجوز ان يكون الجمع ان يؤخر الظهر الى آخر وقتها و يعجل العصر اول وقتها او ان المراد بالجمع الجمع في قول واحد وان كانتا اديتا في وقتيهما —

অকাট্য দলিলে প্রমাণিত হইল যে, অক্তের অগ্রে নামাজ পড়া জায়েজ নহে ; এক্ষেত্রে অক্তের অগ্রে নামাজ পড়িবার হাদিছ-গুলি প্রধান প্রধান এমামগণের হাদিছ গুলির বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে। আরও আবু দাউদের মায়াজ বর্ণিত হাদিছেও অক্তের অগ্রে আছর পড়া প্রমাণিত হয় না ; কেন না উহাতে কেবল এইটুকু বর্ণিত হইয়াছে,—(জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) যাত্রা করিবার অগ্রে সূর্য্য গড়িয়া গেলে, তিনি জোহর ও আছর এক সঙ্গে পড়িতেন। কিন্তু কোন্ অক্তে উক্ত নামাজ দ্বয় পড়িয়াছিলেন, সে কথার উল্লেখ নাই), হইতে পারে যে, তিনি দেরী করিয়া শেষ অক্তে জোহর ও প্রথম অক্তে আছর পড়িতেন, এক্ষেত্রে যদিও এক মজ্‌লেসে দুই নমাজ পড়া হইত, তথাচ জোহর ও আছর পৃথক পৃথক অক্তেই পড়া হইত।

মোহাম্মদিদের চতুর্থ আপত্তি।

—০—

ছহি মোছলেম, তেরমজি ইত্যাদি হাদিছ গ্রন্থে আছে, "হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) মদিনা শরিফে জোহর, আছর এক সঙ্গে এবং মগরেব, এশা এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন, (সে সময়) বর্ষা বা কোন ভয় ছিল না।" মোহাম্মদিগণ বলেন, এই হাদিছ অনুযায়ী বাটী বসিয়া থাকিয়াও বিনা কারণে দুই অক্ত নামাজ এক অক্তে পড়া জায়েজ হইবে।

—

হানিফিদের উত্তর ;—

ছহি তেরমজি, ২৩৪ পৃষ্ঠা ঃ—

جميع ما في هذا الكتاب من الحديث هو معمول به و به اخذ بعض اهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس ان النبي صلعم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر الخ –

এমাম তেরমজি বলেন, কোন না কোন এমাম এই কেতাবের প্রত্যেক হাদিছকে গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল দুইটী হাদিছ কোন এমাম গ্রহণ করেন নাই, প্রথম উপরোক্ত এব্‌নে আব্বাছের হাদিছ।

এমাম নাবাবি বলেন, আলেমগণ উক্ত হাদিছের মর্ম্মে অনেক প্রকার আনুমানিক (কেয়াছি) মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎ সমস্তই বাতীল; কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) পীড়া বশতঃ এইরূপ কাজ করিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত মত। কাজি শওকানি প্রভৃতি এমাম নাবাবির এই মতটী অসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মিছরি ছাপা ছহি বোখারি, ১৩০ পৃষ্ঠা ও ছহি মোছলেম, ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা ঃ—

قال سمعت ابا الشعثاء و جابرا قال سمعت ابن عباس رض قال صليت مع رسول الله صلعم ثمانيا جميعا و سبعا قلت يا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر و عجل العصر و عجل العشاء و اخر المغرب قال و انا اظنه

রাবি আম্র, জাবের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) পশ্চাতে জোহর, আছর এক সঙ্গে এবং মগরেব, এশা এক সঙ্গে পড়িয়াছিলাম; আম্র জাবেরকে বলিলেন, বোধ হয়, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) জোহর শেষ অক্তে, আছর প্রথম অক্তে এবং মগরেব শেষ অক্তে এশা প্রথম অক্তে পড়িয়াছিলেন। জাবের বলিলেন, আমিও ঐরূপ ধারণা করি। ছহি নেছায়ী ৯৮ পৃষ্ঠা :—

عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلعم بالمدينة ثمانيا و سبعا جميعا اخر الظهر و عجل العصر و اخر المغرب و عجل العشاء ـ

হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) পশ্চাতে মদিনা শরিফে জোহর, আছর এক সঙ্গে এবং মগরেব, এশা এক সঙ্গে পড়িয়াছিলাম; ইহাতে তিনি জোহর শেষ অক্তে, আছর প্রথম অক্তে এবং মগরেব শেষ অক্তে, এশা প্রথম অক্তে পড়িয়াছিলেন। মোহাম্মদিদের প্রধান নেতা কাজি শওকানি 'নয়লোল-আওতারে' লিখিয়াছেন ;—

ما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما اخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ صليت مع النبي صلعم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا اخر الظهر و عجل العصر و اخر المغرب و عجل العشاء فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بان ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري و من المؤيدات للحمل على الجمع الصوري ايضا ما اخرجه ابن جرير عن

ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلعم فكان يؤخر الظهر و يعجل العصر فيجمع بينهما و يؤخر المغرب و يعجل العشاء فيجمع بينهما و هذا هو الجمع الصوري

হজরত এবনে আব্বাছের হাদিছের মর্ম্ম এই যে, প্রথম নামাজ উহার শেষ অক্তে এবং দ্বিতীয় নামাজ উহার প্রথম অক্তে পড়া হইত; যদিও দুই নামাজ এক সঙ্গে পড়া হইত, তথাচ প্রত্যেক নামাজ আপন আপন অক্তে পড়া হইত। ইহাই নিশ্চয় হাদিছের মর্ম্ম; কেন না এমাম নেছায়ী উক্ত হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে এবং এবনে জরির হজরত এবনে ওমার (রাঃ) হইতে এইরূপ মর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন।

মোহাম্মদিদের নেতা মৌলবী ছিদ্দিক হাছান ছাহেব মেছকোল-খেতামের দ্বিতীয় খণ্ডে (৬৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

ছোবল গ্রন্থে লিখিত আছে, অধিকাংশ এমাম বলিয়াছেন যে, বাটী থাকিয়া কিম্বা স্বদেশে থাকিয়া দুই অক্ত নামাজ এক অক্তে পড়া জায়েজ নহে, কেন না অনেক হাদিছে নামাজের এক একটী সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) প্রত্যেক নামাজ উহার আপন অক্তে পড়িতেন; এমন কি, হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে অক্তের অগ্র-পশ্চাৎ কোন নামাজ পড়িতে দেখি নাই, কেবল (হজ্জ করিতে) মোজ্-দালেফা নামক স্থানে মগরেব, এশা এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন এবং ফজরের নমাজ অক্তের অগ্রে পড়িয়াছিলেন। হজরত এবনে আব্বাছের হাদিছ স্বদেশে দুই নামাজ এক সঙ্গে পড়িবার দলিল হইতে পারে না, কেন না ইহাতে উল্লেখ নাই যে, দুই নামাজ কোন্ অক্তে পড়িয়াছিলেন। কোন কোন আলেম বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) শেষ অক্তে জোহর, মগরেব এবং প্রথম অক্তে

আছর ও এশা পড়িয়াছিলেন। এমাম কোরতবি এই মতকে উত্তম ও যুক্তিযুক্ত বলিয়াছেন। এমাম মাজেশুন ও তাহাবি ইহাকে বিশ্বাস যোগ্য মত বলিয়াছেন। এব্নে ছইয়েদোন্নাছ এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা ছহি বোখারি ও মোছলেমের হাদিছ হইতে প্রমাণিত হয়। তৎপরে গ্রন্থকার বলেন, ছহি নেছায়ীর হাদিছ হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, ইহা অকাট্য সত্য মত। অবশেষে তিনি এমাম নাবাবির মত খণ্ডন করিয়াছেন। উক্ত মৌলবী ছিদ্দিক হাছান সাহেব রওজা নাদিয়ার ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বাটী বসিয়া বা স্বদেশে থাকিয়া বিনা কারণে দুই অক্ত নামাজ এক অক্তে পড়া জায়েজ নহে। কাজি শওকানি এক খণ্ড গ্রন্থে ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

পাঠক, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, বিদেশে অক্তের অগ্রে বা পরে কোন নামাজ পড়া জায়েজ নহে। স্বদেশে বা বাটীতে অক্তের অগ্র বা পশ্চাৎ নামাজ পড়া কিছুতেই জায়েজ নয়। মৌলবি আব্বাছ আলী ছাহেব শেষোক্ত মসলায় তাঁহাদের মাননীয় নেতাদের মত অমান্য ও অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বিশ রাক্য়াত তারাবিহ্ পড়িবার দলীল।

—o—

ছহি বোখারি ও মোছলেম :—

হজরত আএশা (রা) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজান মাসে তিন রাত্রে জোমায়াত সহ মছজিদে তারাবিহ পড়িয়াছিলেন, চতুর্থ রাত্রে অনেক লোক মছজিদে সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) মছজিদে আগমন করিলেন না। তৎপরে তিনি ফজরের নামাজ পড়িয়া বলিলেন, আমি গত রাত্রে এই আশঙ্কায় মছজিদে আসি নাই, নাজানি তারাবিহ্ নামাজ

তোমাদের প্রতি ফরজ হইয়া যায়। ছহি আবু দাউদ, তেরমজি, নেছায়ী ও এব্‌নে মাজা ;—হজরত আবুজার বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজানের ২৩, ২৫ ও ২৭ এই তিন রাত্রে মছজিদে জোমায়ত সহ তারাবিহ পড়িয়াছিলেন।

ছহি বোখারি, ২১৮ পৃষ্ঠা :—

عن عبد الرحمن قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه و يصلي الرجل فيصلي بصلوته الرهط فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلوة قارئهم قال عمر نعمت البدعة هذه

"হজরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিয়াছেন, রমজান শরিফের কোন রাত্রে হজরত ওমারের (রাঃ) সহিত মছ্‌জিদে গমন করিয়া দেখিলাম, ছাহাবাগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কেহবা একা তারাবিহ্‌ পড়িতেছেন, আর কেহ বা অল্প জামায়াত সহ তারাবিহ্‌ পড়িতেছেন ; ইহাতে হজরত ওমার (রা) বলিলেন, আমি অনুমান (কেয়াছ) করি, যদি এই সমস্ত ছাহাবাকে একজন কারীর পশ্চাতে তারাবিহ পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারি, তবে অতি উত্তম কাজ হইবে। তৎপরে তিনি স্থির সঙ্কল্প হইয়া সকলকে হজরত ওবাই বেনে কায়াবের পশ্চাতে তারাবিহ্‌ পড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। হজরত আবদুর রহমান বলেন, তৎপর আর এক রাত্রে হজরত ওমারের (রাঃ) সহিত মছজিদে আসিয়া দেখিলাম, সমস্ত ছাহাবা একজন কারীর পশ্চাতে তারাবিহ্‌ পড়িতেছেন, ইহাতে হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, এই নূতন কাজটী অতি উত্তম।"

মোয়াত্তায় মালেকে বর্ণিত আছে, হজরত ওমার (রাঃ) প্রথমে ৮ রাক্‌য়াত তারাবিহ্‌ ও তিন রাক্‌য়াত বেতের পড়িতে হুকুম করিয়াছেন।

অবশেষে হজরত ওমারের হুকুমে বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ ও তিন রাকয়াত বেতের পড়া প্রচলিত হইয়াছে।

মোয়াত্তায় মালেক, ৪০ পৃষ্ঠা :—

عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث و عشرين ركعة –

এজিদ বেনে রুমান বলিয়াছেন, ছাহাবাগণ হজরত ওমারের (রা) খেলাফত কালে রমজান মাসে বিশ রাকয়াত তারাবিহ ও তিন রাকয়াত বেতের পড়িতেন।

এমাম বয়হকি 'মায়রেফাতোছ-ছোনান' গ্রন্থে ছহি ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

عن السائب بن يزيد انهم كانوا يقومون على عهد عمر رض بعشرين ركعة و في عهد عثمان رض و على رض مثله

ছাএব বেনে এজিদ বলেন, নিশ্চয় ছাহাবাগণ হজরত ওমার, ওছমান ও আলির (রা) খেলাফত কালে বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ পড়িতেন।

মছনদে এবনে আবি শায়বা :—

عن عطاء قال ادركت الناس يصلون ثلثا و عشرين ركعة بالوتر

আতা বলেন, আমি ছাহাবাগণকে বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ ও তিন রাকয়াত বেতের পড়িতে দেখিয়াছি। আরও উক্ত গ্রন্থে আছে, হজরত ওবাই বেনে কায়াব মদিনা শরিফে ছাহাবাগণের সহিত বিশ রাকয়াত তারাবিহ পড়িতেন।

হজরত ওমার এক ব্যক্তির উপর ছাহাবাগণকে লইয়া বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ পড়িবার হুকুম করিয়াছিলেন। এইরূপ হজরত আলি হইতেও বর্ণিত হইয়াছে।

মূল কথা এই যে, রমজানের ত্রিশ রাত্র বিশ রাকয়াত করিয়া তারাবিহ্ মছজিদে জোমায়াত সহ পাঠ করা হজরত ওমরের (রাঃ)

হুকুমে প্রচলিত হইয়াছে এবং এই মতের উপর ছাহাবাদের এজমা হইয়া গিয়াছে।

মেশকাত, ৩০ পৃষ্ঠা ঃ—

فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

এমাম আবুদাউদ, আহ্‌মদ, তেরমজি ও এব্‌নে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আমার ছুন্নতকেও আমার সত্যপরায়ন ও ধার্ম্মিক খলিফা গণের ছুন্নতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, উহা এমন ভাবে ধারণ কর, যেমন কোন বস্তু দন্ত দ্বারা ধরা যায়।

মেশকাত, ৫৭৮ পৃষ্ঠা ঃ—

عن النبي صلعم قال اقتدوا بالذين من بعدي من اصحابي ابي بكر و عمر

এমাম তেরমজি বর্ণনা করিয়াছেন, "জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন, আমার পরে যে ছাহাবাগণ (খলিফা হইবেন) তাঁহাদের, বিশেষতঃ (হজরত) আবু বকর ও ওমারের (রাঃ) পয়রবি কর।"

হজরত ওমারের (রাঃ) হুকুমে ও ছাহাবাগণের এজমাতে যে বিশ রাকয়াত তারাবিহের প্রচলন হইয়াছে, উহা উপরোক্ত হাদিছদ্বয় অনুযায়ী নিশ্চয় ছুন্নত হইবে।

মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব বরকোল মোয়াহেদিনের ৬৪।৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হজরত ওমার (রাঃ) বা ছাহাবাদের কাজ ছুন্নত। এক্ষেত্রে তাঁহার মতানুযায়ী বিশ রাকয়াত তারাবিহ নিশ্চয় ছুন্নত হইবে।

ছহি বোখারির ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, "হজরত নবি করিম (ছাঃ) হজরত আবু বকর এবং ওমারের (রাঃ) সময় পর্য্যন্ত

জোমার এক আজান ছিল। তৎপরে হজরত ওছমান (রাঃ) লোকাধিক্য বশতঃ "জওরা" নামক স্থানে আর এক আজান বেশী করিয়াছিলেন।" মোহাম্মদিগণ জোমার দিবস দুই আজানকে ছুন্নত বলিয়া স্বীকার করেন; এরূপ ক্ষেত্রে হজরত ওমার কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত বিশ রাক্‌য়াত তারাবিহ্ কি জন্য ছুন্নত হইবে না?

মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ার ১৮ পৃষ্ঠায় মোয়াত্তায় মালেক হইতে প্রমাণ আনিয়াছেন যে, ঈদের গোছল করা ছুন্নত, কিন্তু উহা কোন হাদিছ নহে, কেবল হজরত ওমারের (রাঃ) পুত্র আবদুল্লার কাজ। পাঠক, মোহাম্মদিগণ হজরত আবদুল্লার কাজকে ছুন্নত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই মোয়াত্তায় মালেকে লিখিত আছে যে, উক্ত হজরত আবদুল্লার পিতা হজরত ওমার (রাজিঃ) ও সমস্ত ছাহাবাগণ বিশ রাক্‌য়াত তারাবিহ্ পড়িতেন। সুতরাং ইহা যে ছুন্নত হইবে না, এ কিরূপ বিচার বা কিরূপ মত?

এক্ষণে যাহারা বিশ রাক্‌য়াত তারাবিহ ছুন্নত বলিয়া অস্বীকার করেন, তাহাদিগকে জোমার এক আজান দেওয়া আবশ্যক, আরও কেবল রমজানের তিন রাত্রে তারাবিহ পড়িয়া অপর সমস্ত রাত্রের তারাবিহ পড়া ত্যাগ করা আবশ্যক, কেননা উহা জনাব হজরত নবি করিম হইতে সাব্যস্ত হয় নাই।

মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ ছাহেব দেহলবী (কদঃ) ফাতাওয়া আজিজির প্রথম খণ্ডে (১১৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;—

در باب تراویح چنانچه این حدیث صحیح واقع شده که ماکان
یزید فی رمضان ولافي غیره علی احدی عشرة رکعة همچنان
این احادیث هم صحیحه وارد شده اند که قالت عائشة رض کان
رسول الله صلعم یجتهد فی رمضان مالا یجتهد في غیره رواه مسلم
وعنها رض کان اذا دخل العشرة الاخرة من رمضان احیا لیلته و
ایقظ اهله وجد وشد المیزر رواه البخاري ومسلم

وابوداؤد والنسائي وعن النعمان بن بشير قال قمنا مع رسول الله صلعم في شهر رمضان ليلة ثلث وعشرين الى ثلث الليل الاول ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين الى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبعة وعشرين حتى ظننا ان لا ندرك الفلاح اى السحور پس وجه تطبيق درميان اين روايات كه صريح دلالت بر زيادتي وكيفى وكمى نماز آنحضرت صلعم در رمضان از غير آن ميكنند ودران روايت كه نفي زيادت ميكنند همين است كه آن روايت محمول بر نماز تهجد است كه در رمضان وغير رمضان يكسان بود غالبا بعدد يازده ركعت مع الوتر ميرسيد دليل بوين حمل آنست كه راوى اين حديث ابوسلمه است در تتمة اين روايت ميگويد كه قالت عايشة رض فقلت يا رسول الله صلعم اتنام قبل ان توتر قال يا عايشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي كذا رواه البخاري ومسلم وظاهر ست كه نوم قبل از وتر در نماز تهجد متصور ميشود كه در غير آن وروايات زياده محمول بر نماز تراويح است كه در عرف آن وقت بقيام رمضان معبر بود ٭

ছহি বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে হজরত আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কি রমজান মাসে, কি অন্য মাসে ১১ রাকয়াতের বেশী নামাজ পড়িতেন না। এইরূপ ছহি মোছলেমে হজরত আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) অন্য মাস অপেক্ষা রমজান মাসে বেশী এবাদত (নামাজ পড়া ইত্যাদি) করিতে চেষ্টা করিতেন।" ছহি বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ ও নেছায়ীতে হজরত আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরিফের শেষ দশ তারিখে রাত্রি জাগরণ করিতেন, আপন পরিজনকে জাগাইতেন এবং এবাদৎ, নামাজের জন্য বেশী চেষ্টা করিতেন।"

"নোমান বেনে বশির বলিয়াছেন, আমরা জনাব হজরত নবি

করিমের (ছাঃ) সহিত রমজান শরীফের ২৩শে রাত্রে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তারাবিহ্ পড়িয়াছিলাম, তৎপরে তাঁহার সহিত ২৫শে রাত্রে অর্দ্ধেক রাত্র পর্য্যন্ত তারাবিহ্ পড়িয়াছিলাম; তৎপরে তাঁহার সহিত ২৭শে রাত্রে এত সময় পর্য্যন্ত তারাবিহ্ পড়িয়াছিলাম, যাহাতে আমাদের ধারণা হইয়াছিল যে, ছেহ্‌রি খাইবার অবকাশ পাইব না।" প্রথমোক্ত হাদিছে প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরীফের রাত্রে ১১ রাক্‌য়াতের বেশী নামাজ পড়িতেন না। আর শেষোক্ত তিনটী হাদিছে উহার বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইল যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরিফের রাত্রে অন্য সময় অপেক্ষা অনেক বেশী নামাজ পড়িতেন। এই বিরোধ ভঞ্জন এই ভাবে হইবে যে, প্রথম হাদিছের মর্ম্ম এই যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বার মাস আট রাক্‌য়াত তাহাজ্জদ ও তিন রাক্‌য়াত বেতের পড়িতেন। ইহার দলিল এই;—এই বোখারি ও মোছলেমের হাদিছের শেষাংশে বর্ণিত হইয়াছে, "হজরত আএশা (রা) বলিলেন, ইয়া রছুলোল্লাহ্, আপনি বেতের পড়িবার অগ্রে নিদ্রায় যান কি না? জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, আমার দুইটী চক্ষু নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ নিদ্রা যায় না।" আর ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, তাহাজ্জদ নামাজে বেতেরের অগ্রে নিদ্রায় যাওয়া স্বভাব সিদ্ধ, কিন্তু তারাবিহ্ নামাজের অগ্রে নিদ্রায় যাওয়া স্বভাব-বিরুদ্ধ; সেই হেতু প্রথম হাদিছে তাহাজ্জদের কথা বর্ণিত হইয়াছে সুনিশ্চিত। (আরও উক্ত হাদিছে আছে, বার মাস ১১ রাক্‌য়াত নামাজ পড়িতেন, কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য বিষয় যে, অন্য ১১ মাসে আট রাক্‌য়াত তাহাজ্জদ ও তিন রাক্‌য়াত বেতের পড়িতেন, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, রমজানের উক্ত ১১ রাক্‌য়াত তাহাজ্জদ ও বেতের হইবে। আর যদি রমজান মাসে উহাকে তারাবিহ্ ধরা যায়, তবে অন্য ১১ মাসে

তারাবিহ পড়া সাব্যস্ত হইবে, কিন্তু ইহা অমূলক মত।) আর যে তিন হাদিছে রমজান শরীফের রাত্রে বেশী নামাজ পড়িবার কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা তারাবিহ নামাজের ব্যবস্থা, ইহাকে কেয়াম রমজান বলা হইত। উক্ত ফাতাওয়ার ১১৯।১২০ পৃষ্ঠা :—

آمدیم برآنکه قیام رمضان بچند رکعت ادا میفرمودند در روایات
صحیحهٔ مرفوعه تعین عدد نیامده لیکن از الفاظ مذکوره در جد و
اجتهاد آنحضرت صلعم معلوم میشود که عددش بسیار بود و در مصنف
ابن ابي شيبه و سنن بيهقي بروايت ابن عباس رض وارد شده كه
كان رسول الله صلعم يصلي فی رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة
و يوتر اما بيهقي اين روايت را تضعيف نموده بآنكه راوی اين
حديث جد ابوبكر ابن ابي شيبه است حال آنكه ابوشيبه جد
ابوبكر بن ابي شيبه آنقدر ضعف ندارد كه روايت او را مطروح مطلق
ساخته شود آرے اگر معارض او حديث صحيح مي‌شد البته ساقط
مي‌گشت و قد سبق ان ما يتوهم معارضا له اعني حديث ابي سلمة
عن عائشة المتقدم ذكره ليس معارضا له بالحقيقة فبقی سالما كيف
و قد تايد بفعل الصحابة رض كما رواه البيهقي في سننه باسناد
صحيح عن الثابت بن زيد رض قال كانوا يقومون على عهد عمر بن
الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة و روی المالک فی الموطا
عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر رض بثلاثة
و عشرين و في رواية باحدی عشرة و بيهقي درين هر دو روايت
جمع نموده است باينطريق كه اول صحابهٔ كرام رض عدد يازده را كه
عدد مشهور تهجد آنحضرت بود درين نماز هم اختيار فرموده بودند
للعلة المشتركة بينهما وهو ان كلا منهما صلوة الليل و چون نزد ايشان
ثابت شد كه آنحضرت درين ماه درين قيام زياده ازان عدد ميفرمودند
ربه عشرين ميرسانيدند من بعد عدد بيست ركعه را اختيار كردند و

بزیں عدد اجماع شدہ بود بعد از تحقق اجماع سواعاۃ این عدد ہم از ضروریات گشت در حق قرون متاخرہ ٭

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কয় রাক্‌য়াত তারাবিহ্‌ পড়িতেন। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে রাক্‌য়াতের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ছহি হাদিছ বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) রমজান শরিফের রাত্রে বেশী চেষ্টা করায় বুঝা যায় যে, রাকআতের সংখ্যা বেশী ছিল।

এব্‌নে আবি শায়বা ও বয়হকি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রমজান শরিফে বিনা জামায়াতে ২০ রাক্‌য়াত তারাবিহ্‌ ও বেতের পড়িতেন। এমাম বয়হকি বলেন, এই হাদিছের রাবি আবু শায়বা জইফ, কাজেই উক্ত হাদিছও জইফ; কিন্তু আবু শায়বা এরূপ জইফ নহেন যে, তাঁহার বর্ণিত হাদিছ একেবারে পরিত্যক্ত হইবে। অবশ্য যদি কোন ছহি হাদিছ ইহার বিরোধী হইত, তবে উহা পরিত্যক্ত হইত। আরও ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আবু ছালমা বর্ণিত হজরত আএশার (রাজিঃ) হাদিছ প্রকৃত পক্ষে ইহার বিরোধী (মোখালেফ্‌) নহে; তাহা হইলে হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাজিঃ) বর্ণিত বিশ রাক্‌আত তারাবিহ্‌ নামাজের হাদিছ নির্ব্বিবাদে দলিল হইবে; যখন মোয়াত্তা ও বয়হকি বর্ণিত ছাহাবাদের বিশ রাক্‌য়াত তারাবিহ্‌ পড়ার হাদিছও হজরত এব্‌নে আব্বাছের (রাঃ) হাদিছের পৃষ্ঠপোষক হইতেছে, তখন উক্ত হাদিছ কি জন্য দলিল হইবে না? অবশ্য মোয়াত্তার এক ছনদে ছাহাবাদের ৮ রাক্‌য়াত তারাবিহ্‌ পড়িবার কথাও আছে; এমাম বয়হকি উহার তাৎপর্য্য এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, যে, ছাহাবাগণ প্রথমতঃ তাহাজ্জদের ন্যায় ৮ রাকয়াত তারাবিহ্‌ পড়িয়াছিলেন, তৎপরে যখন

তাঁহারা অবগত হইলেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) রম-
জান শরিফের রাত্রে আরও বেশী নামাজ পড়িতেন, তখন হইতে
তাঁহারা বিশ রাক্য়াত তারাবিহ্ ও তিন রাক্য়াত বেতের পড়িতে
লাগিলেন। ইহার প্রতি তাঁহাদের এজমা হইয়া গিয়াছে এবং এই
এজমার কারণে পরবর্ত্তী লোকদের পক্ষে এই বিশ রাক্য়াত তারা-
বিহ্ পড়াও আবশ্যক হইয়াছে।

আরকানে- আরবায়াঃ—

و مواظبة الصحابة على عشرين قرينة صحة هذه الرواية

ছাহাবাগণ বিশ রাক্য়াত তারাবিহ্ পড়িতেন, ইহাতেই হজরত
এবনে আব্বাছ (রাজি) বর্ণিত, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ)
বিশ রাক্য়াত তারাবিহ্ পড়িবার হাদিছের ছহি হওয়া প্রমাণিত হই-
য়াছে।

শাহ্ ছাহেব উক্ত ফাতাওয়ার ১২০।১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—
এমাম মালেক হইতে রমজান শরিফে বেতের ভিন্ন ৩৬ রাক্য়াত
নামাজ পড়িবার কথা বর্ণিত হইয়াছে ; ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার
তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা যায় যে, মক্কা বাসিগণ প্রত্যেক চারি রাক-
য়াত অন্তে সাত কদম তওয়াফ (কাবা শরিফ প্রদক্ষিণ) করিতেন,
কেবল শেষ চারি রাকয়াতে তওয়াফ করিতেন না। মদিনা বাসি-
গণের পক্ষে তওয়াফ করা সম্ভবপর ছিল না, কাজেই তাঁহারা শেষ
চারি রাকয়াত ভিন্ন প্রত্যেক চারি রাক্য়াত অন্তে চারি চারি রাক-
য়াত নফল পড়িতেন, এই কারণে বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ ও ১৬
রাকয়াত নফল একুনে ৩৬ রাক্য়াত নামাজ হইল।

মৌলবী আব্বাছ আলী ছাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১০৯ পৃষ্ঠায়
এবনে হাব্বান ও এবনে খোজায়মা হইতে যে আট রাকয়াত তারাবিহ্
নামাজের হাদিছ আনিয়াছেন, মৌলানা শাহ্ আবদুল আজিজ (কদ্দঃ)
ছাহেবের উপরোক্ত ফাতাওয়া অনুযায়ী উহা ছহি নহে। দ্বিতীয়

এই যে, উহা তাহাজ্জদ নামাজের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ত্বরিহ নামাজের ব্যবস্থা নহে। তৃতীয় এই যে, যদি স্বীকার করা যায় যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আট রাকয়াত তারাবিহ্ পড়িতেন এবং ছাহাবাগণ এক মতে বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ পড়িতেন, তাহা হইলেও আমরা মজহাবাবলম্বিগণ বিশ রাকয়াত তারাবিহ পড়িয়া জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) তরিকা ও ছাহাবাগণের তরিকা উভয়টী অবলম্বন করিয়াছি। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ফেরকার হাদিছে বলিয়াছেন,—

ما انا عليه واصحابي

"ঐ ফেরকা বেহেশ্‌তী হইবেন—যাহারা আমার ও আমার ছাহাবাদের তরিকা অবলম্বন করিবেন।" মোহাম্মদিগণ ত্রিশ রাত্রে তারাবিহ্ পড়িয়া ও বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ না পড়িয়া ছাহাবাদের কতক তরিকা মান্য করিলেন, ও কতক তরিকা অমান্য করিয়া বেহেশ্‌তী ফেরকা হইতে বাহির হইয়া গেলেন কি না? ইহাই বিচার সাপেক্ষ। চতুর্থ এই যে, যদি মোহাম্মদিগণ স্বীকার করেন যে, ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কোন হাদিছের সংবাদ পাইয়া বিশ রাকআত তারাবিহ্ পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহারা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) ছুন্নত ত্যাগ করিতেছেন। আর যদি বলেন যে, ছাহাবাগণ কেয়াছি মতে বিশ রাকয়াত তারাবিহ্ পড়িতেন, তবে মোহাম্মদিদিগকে কেয়াছ শরিয়তের একটী দলিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মৃতদের পক্ষে জীবিতদের ছওয়াব রেছানি ফল দায়ক ও জায়েজ হইবার দলীল।

মেশ্‌কাত, ২৬ পৃষ্ঠা :—